পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম:১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No.30,Issue No.: 171 Friday, 23 May, 2025 * ৩০ বর্ষ , ১৭০ সংখ্যা * ৮ জৈষ্ঠ্য ১৪৩২ শুক্রবার, ২৩ মে ২০২৫ * আজ ৮ পাতা * মূল্য-৩ টাকা

ইডি সব সীমা পার করে গিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টে তিরস্কৃত কেন্দ্রীয় সংস্থা

নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ সুপ্রিম কোর্টে চরম ভর্ৎসত হল ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট। তামিলনাড়ু রাজ্য সরকার পরিচালিত মদ সরবরাহকারী সংস্থা তামিলনাড়ু স্টেট মার্কেটিং কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে চলা সমস্ত তদন্তে বৃহস্পতিবার স্থগিতাদেশ জারি করেছে সর্বোচ্চ আদালত। সংস্থায় অনিয়মের অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরে তদন্ত চালাচ্ছিল ইডি। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ ইডিকে তিরস্কার করে বলে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সমস্ত সীমা পার করে গিয়েছে। সম্প্রতি কয়েক জায়গায় ইডির তল্লাশি অভিযান নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বেঞ্চ। ১০০০ কোটি টাকার অনিয়মের অভিযোগে তামিলনাড়ু সরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে ইডি কয়েকজন সরকারি আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদও করে। তাতেও ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে আদালতে হাজির অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এস ভি রাজুকে বেঞ্চ বলে, আপনার ইডি সমস্ত সীমা পার করে গিয়েছে। আপনার অফিস কী করে একটি কর্পোরেশনে গিয়ে তল্লাশি চালায়, জানতে চায় আদালত। আপনারা দেশের যাবতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে লঙ্ঘন করে গিয়েছেন। ইডি সমস্ত সীমা পেরিয়ে চলে গিয়েছে। রাজ্য সরকারি মদ বিক্রেতা সংস্থা ট্যাসম্যাকের দোকান ও কর্তাদের বাড়িতে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে তামিলনাড়ু সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল। তামিলনাড়ুর হয়ে আদালতে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল। তিনি বলেন, অনিয়মের অভিযোগে রাজ্য সরকার আগেই ট্যাসম্যাকের কর্মীদের বিরুদ্ধে ৪১টি এফআইআর করেছে। হঠাৎ করে ইডি ২০২৫ সালে এই তদন্তে ঢুকে পড়ে। এবং সংস্থার সদর কার্যালয়ে তল্লাশি চালায় ও এমডিকে হেফাজতে নেয়। আদালত শেষে ইডিকে নোটিস দিয়ে গ্রীষ্মের ছুটির পর বিষয়টি জানানোর নির্দেশ দিয়েছে।

একটি নয়, সেই রাতে সাত-সাতটি ‘অচেনা বস্তু’ উড়েছে কলকাতার আকাশে, কখন-কোথায় সবটা জানাল লালবাজার

কলকাতা, ২২ মেঃ শহরের আকাশে রহস্যময় উড়ন্ত বস্তু ঘিরে তোলপাড়। কীসের আলো দেখা গেল খাস কলকাতার আকাশে! কেউ কি ওড়াল ড্রোন! এখনও কোনও স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে কোনও এক রহস্যময় বস্তু যে উড়েছে, সে কথা কার্যত স্বীকার করল কলকাতা পুলিশ। লালবাজারের তরফে জানানো হয়েছে উড়ন্ত বস্তু বা দেখা গিয়েছে কলকাতার আকাশে। সোমবার রাত ৯ টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে দেখা গিয়েছে সেই বস্তু। একটি-দুটি নয়, ৭ টির মতো ড্রোন ছিল বলে অনুমান কলকাতা পুলিশের। সূত্রের খবর, প্রথম বিষয়টি নজরে আসে কলকাতার বন্দর এলাকায়। ওই অঞ্চলের আকাশে দেখা যায় আলো। তারপর সেগুলো আস্তে আস্তে চলে আসে যায় হেস্টিংস হয়ে ময়দান এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ‘দ্য ৪২’, ‘চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল’-এর মতো বিল্ডিং থেকে খালি চোখেই দেখা যাচ্ছিল উড়ন্ত ওই বস্তুগুলি। সেগুলি কোথা থেকে এসেছিল, কারা ওড়াল তা নিয়ে তদন্ত চলছে। কলকাতা পুলিশ বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সেনাকর্তাদের সঙ্গেও কথা বলেছে। সোমবার রাতের আকাশে রহস্যময় আলো দেখেই কলকাতা পুলিশের কর্তব্যরত আধিকারিক লালবাজার কন্ট্রোলে ফোন করেন। লালবাজার থেকে নির্দিষ্ট করে সেই বস্তু কিছু থানাকে জানানো হয় বিষয়টি। তারপর থানার আধিকারিকরা বিষয়টি দেখার চেষ্টা করেন। রাতে দৃশ্যমানতা কম থাকায়, বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি। তবে সেগুলি ড্রোনের গতিতেই ঘুরপাক খাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে সন্তানের জন্ম দিলেন প্রসূতি

কুমারঘাট, ২২ মেঃ চলন্ত ট্রেনে সন্তান প্রসব করলেন প্রসূতি। ঘটনা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম থেকে শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়ার একটি ইটভাট্টার শ্রমিক ক্যাটকা নাগাসিয়া ও তার স্ত্রী ক্যাটিক নাগাসিয়া রাঁচিতে বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে সাব্রুম থেকে শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে ওঠেন। এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট স্টেশনের কাছাকাছি স্থানে পৌঁছালে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে সন্তান প্রসব করেন ক্যাটিক নাগাসিয়া। সকাল ১১টা নাগাদ ট্রেনটি উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে এসে পৌঁছানোর পর ধর্মনগর স্টেশনে নেমে পড়ে ওই পরিবারটি এবং যোগাযোগ করেন জিআরপি থানার পুলিশের সাথে। পুলিশ সাথে সাথে রেলের চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করেন। চিকিৎসক ও নার্সরা তৎক্ষণাৎ এসে উপস্থিত হন ধর্মনগর রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেন। পরে ধর্মনগরে জেলা হাসপাতালে যোগাযোগ করে সদ্যোজাত সন্তান সহ মাকে জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক সায়ন কুমার দাস জানান, ক্যাটিক পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছেন। মা ও সন্তান উভয়ই সুস্থ আছে। বর্তমানে তারা ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে আছে।

ফের সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর, কিশতয়ারে এনকাউন্টারে দুই জঙ্গির মৃত্যু

শ্রীনগর, ২২ মেঃ সন্ত্রাস-মুক্ত অভিযানে জম্মু ও কাশ্মীরের আবারও সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতয়ার জেলায় এনকাউন্টারে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েক জন জঙ্গি, এই খবর পেয়েই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অভিযানে নামে নিরাপত্তাবাহিনী, জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতয়ারের সিংহপোরা চতরু গ্রামের শারি ও মন্দ্রাল খোক এলাকায় শুরু হয় গুলির লড়াই। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে তিন-চার জন জঙ্গির একটি দল। গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়েই সেখানে অভিযান চালায় নিরাপত্তাবাহিনী, সকাল ৬.৫০ মিনিট থেকে শুরু হয় গুলির লড়াই। ইতিমধ্যেই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এনকাউন্টারে এখনও পর্যন্ত দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। গুলির লড়াই চলছে।

২৯ মে আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি, মাঠ ঘুরে দেখলেন বিজেপি নেতারা

কলকাতা, ২২ মেঃ আগামী বৃহস্পতিবার, ২৯ মে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন আলিপুরদুয়ার জেলায় জোড়া কর্মসূচিতে যোগ দেবেন তিনি। প্রশাসনিক সভায় যোগ দেওয়ার পাশাপাশি একটি জনসভাও করবেন আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড ময়দানে। বৃহস্পতিবার সকালে সভাস্থল ঘুরে দেখেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মণ এবং আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য বিজেপির অন্য নেতারাও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২৯ মে আলিপুরদুয়ারে এক জনসভায় যোগ দেবেন। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে ওই জনসভা সেরে প্রধানমন্ত্রী সিকিম যাবেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে আলিপুরদুয়ারে সাংসদ মনোজ টিগ্গা জানান, অপারেশন সিঁদুরের পর প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সফরের জন্য আলিপুরদুয়ারকে বেছে নিয়েছেন।

সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে ভারতের সত্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হবেঃ কানিমোঝি

নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে ভারতের সত্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হবে। বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে এই মন্তব্য করলাম ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি। পাকিস্তানের মুখোশ উন্মোচন করতে ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝির নেতৃত্বে রাশিয়া, স্পেন, গ্রীস, স্লোভেনিয়া এবং লাটভিয়া যাচ্ছে প্রতিনিধি দল। দিন কানিমোঝি বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য হলো, বিভিন্ন দেশে ভারতের বার্তা পৌঁছে দেওয়া, এখানে কী ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করা এবং বিশ্বকে এর পেছনের সত্য বুঝতে সাহায্য করা। আমাদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করতে হবে এবং বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি দেশ এই উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে এবং ভারতের পক্ষ থেকে আমরা বিশ্বব্যাপী এই বার্তা পৌঁছে দেব বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রতিনিধি দলের সদস্য হলেন বিজেপি সাংসদ ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ চৌটা (অবসরপ্রাপ্ত)। তিনি বলেছেন, প্রথমবারের মতো সাংসদ এবং নিরাপত্তা বাহিনীতে কাজ করা একজন ব্যক্তি হিসেবে, আমি যে দেশগুলিতে যাচ্ছি সেখানে ভারতের বার্তা পৌঁছে দেওয়া আমার জন্য সম্মান এবং বিশেষাধিকারের। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাণিজ্য এবং আলোচনা একসঙ্গে চলতে পারে না। ভারত নিজস্ব অবস্থান সম্পর্কে খুব স্পষ্ট।

অপারেশন সিঁদুর কূটনীতি সঞ্জয়ের নেতৃত্বে জাপান পৌঁছল সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল

টোকিও ও নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ ‘অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক প্রচারের জন্য কেন্দ্রের দু’টি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল সফর শুরু করেছে। এর মধ্যে একটি দল বৃহস্পতিবার জাপানের রাজধানী টোকিও পৌঁছে। বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ফাঁস করবে এই প্রতিনিধি দল। জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝা-এর নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার সকালে টোকিও পৌঁছেছে। এই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সঞ্জয় কুমার ঝা-এর নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দল টোকিওতে ভারতীয় দূতাবাসে পৌঁছনা। সেখানে তাঁদের স্বাগত জানান রাষ্ট্রদূত সিবি জর্জ। পরে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন সবাই। জেডি(ইউ) সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝা বলেছেন, আমরা মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেছি। শিশুরা বৈষ্ণব জন গানটিও গেয়েছে। এর পরে, আমাদের প্রতিনিধিদল বিদেশমন্ত্রী, সাংসদ এবং থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সঙ্গে দেখা করবে। আমারা নতুন স্বাভাবিক পরিস্থিতি এবং পাকিস্তান-মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর অবস্থান উপস্থাপন করব।

ফের বোমাতঙ্ক চাঞ্চল্য ছড়ালো পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে

চণ্ডীগড়, ২২ মেঃ বিগত বেশ কিছু দিন ধরে দেশে বোমাতঙ্কের ঘটনা বেড়েই চলেছে। এবার বোমা হামলার হুমকি পেল পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট। এই বোমাতঙ্কের জেরে শোরগোল পড়ে যায় হাইকোর্ট চত্বরে। পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে বোমা হামলার হুমকির পর, সমস্ত আদালত কক্ষে কঠোর তল্লাশি চালানো হয়। চণ্ডীগড় পুলিশ এবং বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে সেখানে মোতায়েন করা হয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে, প্রধান বিচারপতি-সহ বেশ কয়েকটি আদালত কক্ষ খালি করে দেওয়া হয়েছে। পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সরতেজ নারুলা বলেন, বোমার হুমকি ছিল এবং সন্দেহ করা হচ্ছিল, আদালত প্রাঙ্গণের ভিতরে বোমা রাখা হয়েছে। তাই, আদালত খালি করা হয়েছে এবং বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল বর্তমানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি চালাচ্ছে। হুমকিটি আমাদের কাছে ইমেলের মাধ্যমে এসেছে। প্রতিদিন প্রায় ৬,০০০ থেকে ৭,০০০ আইনজীবী হাইকোর্টে আসেন। এছাড়াও, প্রায় ৫,০০০ কর্মচারী, প্রায় ৩,০০০ কেরানি (মুন্সি) এবং ২,০০০ থেকে ৪,০০০ ক্লায়েন্ট প্রাঙ্গণে আসেন।

যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ

কলকাতা,২২ মেঃ কলকাতার গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড-জিআরএসই ভারতীয় নৌসেনার জন্য পাঁচটি আধুনিক যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের বরাত পেতে চলেছে। ২৫,হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পে পাঁচটি পরবর্তী প্রজন্মের করভেট নির্মাণে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে সংস্থা এই বরাত পেতে চলেছে বলে জানা গেছে। নতুন প্রজন্মের করভেটগুলি হবে সেকেন্ড-স্ট্রাইক সক্ষম, অ্যান্টি-মিসাইল ডিফেন্স, সারফেস অ্যাকশন গ্রুপ মারিটাইম স্ট্রাইক, এবং অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারসহ একাধিক ভূমিকার জন্য উপযুক্ত।

২২ মিনিটে বদলা নিয়েছি ২২ তারিখের, আমার শিরায় যেন টগবগ করে ফুটছে সিঁদুর ঃ রাজস্থানে নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গিহানার ঘটনার বদলা নিতে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুর অভিযান করেছিল। তাতে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জায়গার জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছিল। ১০০-র বেশি জঙ্গি নিকেশের দাবিও করেছে সেনাবাহিনী। সেই অভিযানের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে বৃহস্পতিবার রাজস্থানে কার্যত পড়শি দেশকে উদ্দেশ্য করে আরও বড় হুঙ্কার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বললেন, আমার শিরায় শিরায় গরম রক্তের বদলে সিঁদুর বইছে। রাজস্থানের বিকানেরের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই পহেলগাম ঘটনার প্রেক্ষিতে শোকপ্রকাশ করেন মোদী। বলেন, ওই ঘটনা গোটা দেশবাসীকে কাঁদিয়েছে। তবে দেশ ক্ষিপ্তও হয়েছিল। বদলা চাইছিল। সেই বদলাই নেওয়া হয়েছে। অপারেশন সিঁদুর-এর প্রসঙ্গে মোদীর হুঙ্কার, গোটা পৃথিবী দেখল সিঁদুর যখন বারুদে পরিণত হয় তখন কী পরিণতি হয়। আর আমার শরীরে তো রক্ত নয়, গরম সিঁদুর বইছে। প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের উদ্দেশ্য করে ফের হুঁশিয়ারি দিয়ে এও বলেন, ২২ তারিখ যারা মা-বোনেদের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল তাদের হামলার বদলা ২২ মিনিটেই নিয়েছি। ভারতীয় সেনার তরফে আগেই জানান হয়েছিল যে, পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স তাঁরা মাত্র ২৩ মিনিটেই ভেঙেছে। তুর্কি নির্মিত ড্রোন এবং চিনের তৈরি মিসাইলও ভারতের প্রত্যাঘাত সামলাতে পারেনি। বৃহস্পতিবারের সভা থেকে সে কথাই ফের একবার মনে করিয়ে দেন মোদী। পাশাপাশি স্পষ্ট বার্তা দিয়ে আবার বুঝিয়ে দেন, সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে আর নরম মনোভাব প্রকাশ করবে না ভারত। তাঁর কথায়, নিজের দেশকে আমি কোনও ভাবেই নত হতে দেব না। যারা সিঁদুর মুছতে এসেছিল, তাদের মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে এমন ঘটনা ঘটানোর কথা ভাবলে তাই করা হবে। অপারেশন সিঁদুরকে ন্যায়ের নতুন রূপ বলেও অভিহিত করেন প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর বার্তা, ভারতমাতার সুরক্ষায় আমি বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। এর আগে ঘরে ঢুকে মেরেছিলাম, এবার সরাসরি বুকে আঘাত করেছি। যদিও মোদী এও মনে করিয়ে দেন, এটা কোনও প্রতিশোধের খেলা নয়। তবে ভারতের ওপর আঘাত হানলে প্রত্যাঘাতও করা হবে। পহেলগাম হামলার পর থেকেই সীমান্তে কড়া নজরদারি। ভারতের প্রত্যাঘাতের পর পাল্টা হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তান। জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান-সহ সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকার বিভিন্ন অংশে ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হত। পাক ড্রোন হামলা ব্যর্থ করেছে ভারত। এরপর দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি জারি হয়। তবে সেই লঙ্ঘন করেই জয়সলমীর-সহ রাজস্থানের সীমান্তবর্তী এলাকায় ড্রোন হামলা চালায় পাকিস্তান। বর্তমানে পরিস্থিতি আপাতত স্বাভাবিক। সেই রাজস্থানেই সভা করলেন প্রধানমন্ত্রী। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের দাবি, ভারত যে দমে থাকবে না তা পাকিস্তানকে বুঝিয়ে দিতে চান নরেন্দ্র মোদী।

এসডিও-কে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ, হাইকোর্টে রঘুনাথপুরের ১৩ কাউন্সিলর

কলকাতা, ২২ মেঃ কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর পুরসভার ১৩ কাউন্সিলর। -কে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ ১৩ কাউন্সিলর। গত ১৬ মে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আসেন তৃণমূলের ১০ জন, কংগ্রেসের ২ জন এবং বিজেপির ১ জন কাউন্সিলর। ১৯ মে চেয়ারম্যানকে অপসারণ করে কে প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। মামলাকারীদের দাবি, এর ফলে নির্বাচিত কাউন্সিলররা ভোটাধিকার হারালেন। আগামী ২৮ মে পরবর্তী শুনানি। রঘুনাথপুর পৌরসভার মোট ১৩টি আসনের মধ্যে ১০টি আসন তৃণমূল কংগ্রেস, ২টি আসনে কংগ্রেস এবং ১টি আসনে বিজেপির দখলে রয়েছে। গত মাসের ২৪তারিখ তৃণমূল পরিচালিত রঘুনাথপুর পৌরসভার পৌরপ্রধানের বিরুদ্ধে দলেরই ৬কাউন্সিলর কংগ্রেসের ১জনকে নিয়ে অনাস্থা এনেছিলেন। রঘুনাথপুর মহকুমা শাসকের কাছে পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন তাঁরা। দলেরই কাউন্সিলার অভিযোগ করেছিলেন পৌরসভার আধিকারিককে সঙ্গে নিয়েই এই দুর্নীতি করছেন পৌর প্রধান। আগামীকাল পৌরসভায় অনাস্থার সভা হওয়ার কথা ছিল তার ২৪ঘণ্টা আগেই বোর্ড ভেঙে দিল রাজ্য পুর ও নগরায়ন দফতর। অপসারিত পুর প্রধান তরনি বাউড়ি বলেন, ‘‘কয়েকজন কাউন্সিলারের মনোভাব কীভাবে চুরি করব, কীভাবে টাকা পাব। তাদের শুধু টাকা চাই তারই প্রতিবাদ করে গিয়েছি। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহকুমা শাসককে দায়িত্ব দিয়েছে। দলের কাউন্সিলরদের আচরণ জেলা ও রাজ্যকে জানানো হয়েছে। রাজ্যের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি।

ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে টানা তিন দিন ধরে শুনানি সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ এই নিয়ে টানা তিন দিন ধরে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলছে সংশোধিত ওয়াকফ আইন সংক্রান্ত মামলার। মঙ্গলবার এবং বুধবার দীর্ঘ সময় ধরে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের বেঞ্চ মামলাটি শুনেছে। মঙ্গলবার মামলাকারী পক্ষের বক্তব্য শোনা হয়েছে। বুধবার আদালত শুনেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য। মামলাকারী আইনজীবীদের বেশ কিছু বক্তব্যের বিরোধিতাও উঠে এসেছে সলিসিটর জেনারেলের সওয়ালে। বৃহস্পতিবার শুরুতেই প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, ২০২৫ সালের সংশোধিত ওয়াকফ আইনের উপর স্থগিতাদেশ জারি হবে কি না, শুধু সেটিই আদালত বিবেচনা করছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেছেন, ওয়াকফ তৈরি করা এবং ওয়াকফে সম্পত্তি দান করা ভিন্ন বিষয়। তিনি বলেন, ‘‘সেই কারণে মুসলিমদের জন্য পাঁচ বছরের ধর্মপালনের কথা বলা হয়েছে। যাতে কাউকে প্রতারিত করতে ওয়াকফের ব্যবহার না-হয়। ধরে নেওয়া যাক, আমি হিন্দু হিসাবে ওয়াকফের জন্য কিছু দান করতে চাই, সেটি করাই যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, ‘‘একজন অমুসলিম কী ভাবে ওয়াকফ তৈরি করতে পারেন? তিনি চাইলে ওয়াকফকে সম্পত্তি দান করতে পারেন। মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী কপিল সিব্বল আদালতে সওয়াল করেন, ‘‘একটি সম্পত্তি সরকারি সম্পত্তি কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন একজন কালেক্টর। তার পরে বলা হচ্ছে, সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত সম্পত্তিটি ওয়াকফ হিসাবে গণ্য হবে না। কোন আইন অনুসারে এটি প্রমাণ করা যেতে পারে?

ভুয়ো চিকিৎসক সেজে রোগী দেখার অভিযোগ, বসিরহাট থেকে ধৃত যুবক

বসিরহাট, ২২ মেঃ একজন নামী চিকিৎসকের পরিচয় ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর জাল করে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হল এক ভুয়ো চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বদরতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে বসিরহাট ও আমতা থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম ইন্দ্রনীল বসু, বাড়ি কোচবিহার জেলায়। অভিযোগ, সে দীর্ঘদিন ধরে ডাঃ ইন্দ্রনীল বোস নামে পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় রোগী দেখছিল। এমনকি তার নামেই এমবিবিএস চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে ওষুধ দিত এবং চিকিৎসা করত। আসল ডাঃ ইন্দ্রনীল বোস বিষয়টি জানতে পেরে হাওড়ার আমতা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। এরপর বৃহস্পতিবার বসিরহাটের ইটিন্ডা রোড সংলগ্ন এক ফার্মেসির চেম্বার থেকে রোগী দেখার সময় হাতেনাতে ধৃত হয় অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি নিজের নাম ইন্দ্রনীল বসু বলেই জানিয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেছে যে সে চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনও বৈধ ডিগ্রি রাখে না। ঘটনার তদন্তে নেমেছে আমতা থানার পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তারা তাকে নিয়ে যায় নিমতা থানায়, যেখানে অভিযোগকারী চিকিৎসক রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতি ও চিকিৎসা সংক্রান্ত আইনভঙ্গের ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং এই চক্রে আর কেউ জড়িত কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কয়েক কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ, বোলপুরে হানা দিল ইডি

বোলপুর, ২২ মেঃ আচমকা ইডি-র হানা ঘিরে শোরগোল বীরভূমের বোলপুরে। কয়েক কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের অভিযোগে বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে বোলপুরের রবীন্দ্রবীথি বাইপাসে একটি বাড়িতে হানা দিলেন ইডি-র আধিকারিকরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইডি যে বাড়িতে হানা দিয়েছে, সেই বাড়ির মালিক মোঃ আনারুল ইসলাম, একটি বেসরকারি সংস্থার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে রয়েছেন। দাবি করা হচ্ছে, তার কোম্পানি মাসে শতকরা দুই শতাংশ তথা বার্ষিক ২৪ শতাংশ হারে সুদ দিত। তাতে প্রভাবিত হয়ে অনেক গ্রাহকই সেখানে টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু অভিযোগ, ২০২৩ সালে ওই কোম্পানি আচমকা সুদ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। পাশাপাশি আসল টাকা ফেরত দিতেও গড়িমসি করছিল। সেই ইস্যুতেই উপভোক্তাদের কয়েক কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে এদিন আনারুলের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। দাবি করা হচ্ছে, অভিযুক্ত কোম্পানি প্রায় ৭৫ কোটি টাকা আর্থিক তছরুপের সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

রাজা রামমোহন স্মরণে মমতা, নবজাগরণের অগ্রদূতকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

কলকাতা, ২২ মে ঃভারতীয় নগজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ভারত পথিক ও সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিবসে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য। ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত, রাজনৈতিক মুক্তির দিশারী ও সামাজিক পরিবর্তনের দ্যোতক - তিনি প্রাতঃস্মরণীয়।মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃ এবং মহান সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিনে আমি তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। রামমোহন ছিলেন ভারতীয় নবজাগরণের প্রথম প্রধান ব্যক্তিত্ব এবং আলোকিত ও জাতীয়তাবাদী ভারতের একজন স্বপ্নদ্রষ্টা। আমরা এখনও আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁকে স্মরণ করি।

২৯ মে আলিপুরদুয়ারে কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীর, মাঠ ঘুরে দেখলেন বিজেপি নেতারা

কলকাতা, ২২ মে ঃ আগামী বৃহস্পতিবার, ২৯ মে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন আলিপুরদুয়ার জেলায় জোড়া কর্মসূচিতে যোগ দেবেন তিনি। প্রশাসনিক সভায় যোগ দেওয়ার পাশাপাশি একটি জনসভাও করবেন আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড ময়দানে। বৃহস্পতিবার সকালে সভাস্থল ঘুরে দেখেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মণ এবং আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য বিজেপির অন্য নেতারাও।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২৯ মে আলিপুরদুয়ারে এক জনসভায় যোগ দেবেন। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে ওই জনসভা সেরে প্রধানমন্ত্রী সিকিম যাবেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে আলিপুরদুয়ারে সাংসদ মনোজ টিগ্গা জানান, অপারেশন সিঁদুরের পর প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সফরের জন্য আলিপুরদুয়ারকে বেছে নিয়েছেন।

ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই মেরঠে ভেঙে পড়ল বাড়ির দেওয়াল, শিশু-সহ দু'জন আহত

মেরঠ, ২২ মে ঃ প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই উত্তর প্রদেশের মেরঠে ভেঙে পড়ল একটি তিন-তলা বাড়ির দেওয়াল। দেওয়ালের নীচে চাপা পড়ে আহত হয়েছেন এক মহিলা ও একটি শিশু। বুধবার গভীর রাতে মেরঠে ব্যাপক ঝড় ও বৃষ্টিপাত হয়। সেই সময় লিসারি গেট এলাকায় একটি তিনতলা বাড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়ে, একজন মহিলা এবং শিশু আহত হয়।এছাড়াও রুহাসা গ্রামে একটি গাছ ভেঙে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়। নৌচণ্ডী মেলার প্রস্তুতি ব্যাহত হয, দোলনা ভেঙে পড়ে এবং দোকানপাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, আমাদের প্রতিবেশীর বা।রি একটি দেওয়াল ভেঙে পড়ে, একটি শিশু এবং একজন মহিলা আহত হন। ঝড় হচ্ছিল এবং প্রবল বাতাস বইছিল, তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ভারতের পরিকাঠামো আধুনিকীকরণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

বিকানের, ২২ মে ঃ ভারতের পরিকাঠামো আধুনিকীকরণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, দেশবাসীকে আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, আমরা ভারতের পরিকাঠামো আধুনিকীকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গত ১১ বছরে, কাজ অভূতপূর্ব গতিতে এগিয়েছে, এই প্রকল্পগুলিতে আগের তুলনায় কমপক্ষে ছয় গুণ বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বিকানেরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এখন ভারতের উন্নয়নমূলক কাজ দেখে বিশ্বও অবাক। এখন ভারত নিজস্ব ট্রেন নেটওযার্কের আধুনিকীকরণও করছে। বন্দে ভারত, অমৃত ভারত এবং নমো ভারত এই ট্রেনগুলি দেশের নতুন গতি এবং নতুন অগ্রগতির প্রতিফলন ঘটায়।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, বর্তমানে দেশের প্রায় ৭০টি রুটে বন্দে ভারত ট্রেন চলাচল করছে। এর ফলে, আধুনিক রেলপথ প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। গত ১১ বছরে শত শত রোড ওভারব্রিজ এবং রোড আন্ডারব্রিজ নির্মিত হয়েছে। ৩৪ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি নতুন ট্র্যাক স্থাপন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমরা একইসঙ্গে দেশের ১৩০০ টিরও বেশি রেলস্টেশন আধুনিকীকরণ করছি। দেশ এই আধুনিকীকরণকারী রেলওয়ে স্টেশনগুলির নামকরণ করেছে অমৃত ভারত স্টেশন। এখন এই অমৃত ভারত স্টেশনগুলির মধ্যে ১০০টিরও বেশি প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, এই অমৃত ভারত রেল স্টেশনগুলিতে 'উন্নয়নের পাশাপাশি ঐতিহ্য' মন্ত্রটি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এগুলো স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতির নতুন প্রতীকও। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বিকানেরে পৌঁছে করনি মাতার মন্দির দর্শন ও পূজার্চনা করেছেন। এরপর নতুন রূপে সজ্জিত দেশনোক স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এছাড়াও বিকানের-মুম্বই এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রারও সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।বিকানেরে পৌঁছনোর পর প্রথমেই করনি মাতার মন্দির দর্শন ও পূজার্চনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এরপর অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় পুনর্নির্মিত দেশনোক স্টেশনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এবং বিকানের-মুম্বই এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় পুনর্নির্মিত দেশনোক স্টেশন উদ্বোধনের পর, প্রধানমন্ত্রী মোদী স্কুল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা প্রমুখ।অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বিকানেরে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় পুনর্নির্মিত দেশনোক স্টেশন উদ্বোধন করেছেন এবং বিকানের-মুম্বই এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেছেন। এছাড়াও ২৬,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী ভারতের ১৮টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৮৬টি জেলায় ১,১০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত ১০৩টি পুনর্নির্মিত অমৃত স্টেশন উদ্বোধন করেন। এর মধ্যে রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার জয়চণ্ডী পাহাড়, পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড় এবং নদীয়ার কল্যাণী ঘোষপাড়া স্টেশন। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক স্থাপত্য প্রতিফলিত করে এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ১,৩০০টিরও বেশি স্টেশন আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে।এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চুরু-সাদুলপুর রেল লাইনের (৫৮ কিমি) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন এবং সুরতগড়-ফালোদি (৩৩৬ কিমি) ফুলেরা-দেগানা (১০৯ কিমি) উদয়পুর-হিম্মতনগর (২১০ কিমি) ফালোদি-জয়সলমীর (১৫৭ কিমি) এবং সামদারি-বারমের (১২৯ কিমি) রেল লাইন দেশের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দিল্লি মৃত দুই, ব্যাহত বিমান পরিষেবাও

নয়াদিল্লি, ২২ মে ঃ প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল দেশের রাজধানীর বিস্তীর্ণ অংশ। বুধবার সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি শুরু হয় দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায়। শুরু হয় ঝড় এবং শিলাবৃষ্টিও। ঝড়ের কারণে লোধি রোড এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি বিদ্যুতের খুঁটি। মৃত্যু হয় প্রতিবন্ধী এক ব্যক্তির। দিল্লিতে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে মৃত্যু হয় ২২ বছরের এক তরুণেরও। বুধবার রাত পর্যন্ত দিল্লির নানা এলাকা থেকে অন্তত ১১ জনের জখম হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে।ওভারব্রিজের লোহার অংশ ভেঙে পড়ায় আহত হয়েছেন কেউ, কেউ বহুতলে কাচ ভেঙে পড়ায় চোট পেয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যায় নিজামুদ্দিন এলাকার কাছে লোধি রোড ফ্লাইওভারের অদূরে প্রবল হাওয়ায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়লে ২২ বছর বয়সী এক যুবক এবং একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মারা যান। খুঁটিটি রাস্তার মাঝখানে পড়ে যায় এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। দুর্যোগের জেরে দিল্লি বিমানবন্দরের পরিষেবাও ব্যাহত হয়। অন্তত ১৩টি বিমান দিল্লিতে অবতরণ করতে পারেনি। সেগুলিকে অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। দুর্যোগ শুরু হওয়ার পরেই দিল্লির বিদ্যু বণ্টন সংস্থা রাজধানীর একাংশে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ করে দেয়।এদিকে, বুধবার সন্ধ্যার বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির পর মনোরম হয়ে উঠেছে দিল্লির আবহাওয়া। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়া গেট ও কর্তব্য পথ এলাকার আবহাওয়া ছিল স্নিগ্ধ ও মনোরম। দিল্লি-এনসিআর-এ শিলাবৃষ্টি এবং ভারী বৃষ্টিপাতের সৌজন্যে গ্রীষ্মের তাপ থেকে মুক্তি পেয়েছেন রাজধানীর বাসিন্দারা। তবে শহরের কিছু অংশে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সম্মুখীন হয়েছে, মূলত বিদ্যুৎতের তারের ওপর গাছ এবং গাছের ডাল ভেঙে পড়ার কারণে।

ওয়াশিংটনে ইজরায়েলি দূতাবাসের কর্মীদের গুলি মৃত দুই, আহত একজন

ওয়াশিংটন, ২২ মে ঃ ওয়াশিংটন ডিসিতে ইহুদি মিউজিয়ামের কাছে গুলিতে ইজরায়েলি দূতাবাসের দুই কর্মচারী নিহত হয়েছেন। এছাড়াও একজন আহত হয়েছেন। ইহুদি মিউজিয়ামের বাইরে গুলি চালানোর ঘটনাটি। আমেরিকান ইহুদি সমিতি আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মাঝে এমন ঘটনা ঘটে। এফবিআইয়ের জয়েন্ট টেররিজম টাস্ক ফোর্স ঘটনাটির তদন্ত করছে।হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সচিব ক্রিস্টি নয়েম বলেছেন, ওয়াশিংটন ডিসির ইহুদি মিউজিয়ামের কাছে দুই ইজরায়েলি দূতাবাস কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা সক্রিয়ভাবে এটি তদন্ত করছি এবং এটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও তথ্য ভাগ করে নেব। ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করুন। আমরা খুনিদের বিচারের আওতায় আনব। এই ঘটনাকে ইহুদি বিরোধী সন্ত্রাসবাদ বলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ইজরায়েল রাষ্ট্রদূত ড্যানি ডানন।ওয়াশিংটনে অবস্থিত ইজরায়েলি দূতাবাসের মুখপাত্র তাল নাইম বলেন, আজ সন্ধ্যায় ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটাল ইহুদি জাদুঘরে একটি ইহুদি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সময় ইযেরায়েলি দূতাবাসের দুই কর্মীকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে। স্থানীয় এবং ফেডারেল উভয় স্তরের আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে, যে তারা বন্দুকধারীকে গ্রেফতার করবে এবং সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইজরায়েলি প্রতিনিধি এবং ইহুদি সম্প্রদায়কে রক্ষা করবে।আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইট করে লিখেছেন, এই ভয়াবহ ডিসি হত্যাকাণ্ড, যা স্পষ্টতই ইহুদি-বিদ্বেষের উপর ভিত্তিশীল, এখনই বন্ধ করতে হবে! ঘৃণা এবং মৌলবাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও স্থান নেই। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা। এই ধরণের ঘটনা ঘটতে পারে তা খুবই দুঃখজনক! ঈশ্বর আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন!

বৃষ্টি ও ধসে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম, পর্যটকদের জন্য জারি সতর্কতা

গ্যাংটক, ২২ মে ঃ বৃষ্টি ও ধসে দুর্বিষহ অবস্থা উত্তর সিকিমে। মঙ্গন থেকে চুং থাং হয়ে টুং নাগা নতুন রাস্তা থেকে ধস এখনও সরানো যায়নি। ফলে ওই রাস্তা দিয়ে আপাতত যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। যদিও বিকল্প কয়েকটি রাস্তা থেকে ধস সরানো হয়েছে। ফলে ওইসব রাস্তা দিয়ে হালকা যানবাহন চালানোর চেষ্টা চলছে। বৃষ্টি এখনও বন্ধ হয়নি, সেটাই বেশি ভাবাচ্ছে।পরিস্থিতি বিচার করে এই মুহূর্তে যে সমস্ত পর্যটক সিকিমে রয়েছেন, তাঁদের যাতায়াতে একগুচ্ছ শর্ত চাপিয়েছে সিকিম প্রশাসন। বলা হয়েছে, গ্যাংটক থেকে পর্যটকদের গাড়ি সাংকেলান ও ফিডাং বেইলি ব্রিজ দিয়ে চুং থাংয়ের দিকে যেতে চাইলে দুপুর দুটোর মধ্যে তাঁদের গাড়ি সাংকেলান অতিক্রম করতে হবে। এরপর আর যেতে দেওয়া হবে না। একইভাবে চুং থাং থেকে যেসব পর্যটক গ্যাংটক ফিরতে চাইছেন, তাঁদেরও বিকেল সাড়ে ৩টের মধ্যে সাংকেলান পেরতে হবে।

ইডেন থেকে আইপিএলের ফাইনাল সরায় ক্ষুব্ধ ক্রীড়ামন্ত্রী

কলকাতা, ২২ মে ঃইডেন থেকে বিসিসিআই আইপিএলের ফাইনাল ম্যাচ সরিয়ে নিয়েছে। তা নিয়ে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস।আগের সূচি অনুযায়ী আইপিএলের প্লে অফের একটি ম্যাচ ও ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল ইডেনে। কিন্তু নতুন সূচিতে 'বঞ্চিত' কলকাতা। ফাইনাল সরে গিয়েছে আহমেদাবাদে। একটি প্লে অফের ম্যাচ পেয়েছে পঞ্জাবের মুল্লানপুর স্টেডিয়াম। আর এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান।

দিল্লিকে দূষণমুক্ত, যমুনা পরিষ্কার করার কাজ চলছেঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ২২ মে ঃ দিল্লিকে দূষণমুক্ত, যমুনা পরিষ্কার করার কাজ চলছে। জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তিনি বলেছেন, যমুনা নদী পরিষ্কার করা প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশাল প্রকল্প। সমগ্র কেন্দ্রীয় সরকার এবং দিল্লির রাজ্য সরকার এতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই দিকে নিরন্তর কাজ চলছে... দিল্লি যাতে দূষণমুক্ত, পরিষ্কার যমুনা পায় তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ চলছে। আজ এই বিষয়ে একটি সভা হয়েছে... ধীরে ধীরে কাজ করে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের

রেল কাঠামোকে বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীঃ বৈষ্ণব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন মেঘওয়ালের

বিকানের, ২২ মে ঃ গত ১১ বছরে সমগ্র রেল কাঠামোকে বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। জোর দিয়ে বললেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেছেন, স্বাধীনতার পর, প্রধানমন্ত্রী মোদীই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি ছোট স্টেশনগুলির দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বিকানেরে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় পুনর্নির্মিত দেশনোক স্টেশন উদ্বোধন করেছেন এবং বিকানের-মুম্বই এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রারও সূচনা করেন। এছাড়াও ২৬,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী ভারতের ১৮টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৮৬টি জেলায় ১,১০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত ১০৩টি পুনর্নির্মিত অমৃত স্টেশন উদ্বোধন করেন। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক স্থাপত্য প্রতিফলিত করে এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ১,৩০০টিরও বেশি স্টেশন আধুনিক

সুযোগ-সুবিধা সহ পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, গত ১১ বছরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী রেলওয়ে পরিকাঠামোতে অভূতপূর্ব সংস্কার করেছেন। এই ১১ বছরে জার্মানির মোট রেল নেটওয়ার্কের চেয়েও বেশি ৩৪,০০০ কিলোমিটার রেলপথ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তাঁর নেতৃত্বে ৪৭,০০০ কিলোমিটার বিদ্যুতায়িত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বন্দে ভারত, নমো ভারত এবং অমৃত ভারত-সহ নতুন প্রজন্মের ট্রেনও চালু করেছেন। রেলমন্ত্রী আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী রেলওয়ে স্টেশনগুলির পুনর্নির্মাণের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে নিয়েছেন। স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী মোদীই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি ছোট স্টেশনগুলির দিকে মনোযোগ দিয়েছেন।এই অনুষ্ঠানে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা বলেছেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অংশ হিসেবে আজ ১০৩টি স্টেশন উদ্বোধন করা হয়েছে। আমি আরও উল্লেখ করতে চাই, আজ রাজস্থান জুড়ে ২৬,০০০ কোটি টাকার জ্বালানি প্রকল্পের পাশাপাশি জাতীয় মহাসড়ক, রাস্তা, বিদ্যুৎ, জল এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির ভিত্তিপ্রস্তর এবং উদ্বোধন করা হচ্ছে। আমি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে গত দেড় বছরে, তাঁর নেতৃত্বে রাজস্থানে ১.৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নযনমূলক কাজ উদ্বোধন অথবা সূচনা করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী, আপনি ৮ জুলাই, ২০২৩ তারিখে বিকানেরের নোরঙ্গদেসর গ্রাম পরিদর্শন করেছিলেন, যেখানে আপনি অমৃতসর-জামনগর এক্সপ্রেসওয়ে এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ জাতির উদ্দেশে উসর্গ করেছিলেন। আপনি মন্তব্য করেছিলেন যে, এই ভূমি সোনার মতো উজ্জ্বল। আমরা আপনাকে আবারও এই পবিত্র ভূমিতে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। অপারেশন সিঁদুরের ঐতিহাসিক সাফল্যের পর, সূর্যের ভূমি বিকানেরে আপনার উপস্থিতি নিঃসন্দেহে আমাদের মনোবল বৃদ্ধি করে এবং আমাদের আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করে।

পুনর্নির্মিত দেশনোক স্টেশনের উদ্বোধন, বিকানের-মুম্বই এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রারও সূচনা

বিকানের, ২২ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার রাজস্থানের বিকানেরে পৌঁছে করনি মাতার মন্দির দর্শন ও পূজার্চনা করেছেন। এরপর নতুন রূপে সজ্জিত দেশনোক স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এছাড়াও বিকানের-মুম্বই এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রারও সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।বিকানেরে পৌঁছনোর পর প্রথমেই করনি মাতার মন্দির দর্শন ও পূজার্চনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এরপর অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় পুনর্নির্মিত দেশনোক স্টেশনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এবং বিকানের-মুম্বই এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় পুনর্নির্মিত দেশনোক স্টেশন উদ্বোধনের পর, প্রধানমন্ত্রী মোদী স্কুল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা প্রমুখ।

বন্যপ্রাণী ও মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ করতে হবেঃবনমন্ত্রী

আগরতলা, ২২ মে ঃ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস। সারা বিশ্বে এই দিনটি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ত্রিপুরা জীববৈচিত্র্য বোর্ড এবং ত্রিপুরা স্ক্যাটফর্ম প্রকল্প।এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবেশ, বিজ্ঞান এবং বন দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। তিনি রক্তদান শিবির ও বৃক্ষরোপণ উৎসবের উদ্বোধন করেন। এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বনমন্ত্রী জানান, প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেলে আমরা বাঁচতে পারব না। আগামী প্রজন্মের কাছে এই পৃথিবীকে বাঁচার মত উপযোগী করে রাখতে অক্সিজেনের যোগানের জন্য আমাদের গাছ লাগানো প্রথম কর্তব্য ।দ্বিতীয়তঃ বন্যপ্রাণী এবং মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ করতে হবে। এর জন্য সচেতনতার প্রয়োজন। জনমনে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই বিশ্ব জীববৈচিত্র্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।এদিন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা জানান, সিপাহীজলা অভয়ারণ্যকে বিশ্বমানের করা হবে। এর জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে একটি বাঘিনীর তিনটি বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। পর্যাপ্ত পরিবেশ এবং পরিকাঠামো রয়েছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

ভিজে রাস্তায় দুধের ভ্যান উল্টে দুর্ঘটনা, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন চালক

কলকাতা , ২২ মে ঃ ভোরের শহরে ভিজে রাস্তায নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল দুধবাহী একটি গাড়ি। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ই এম বাইপাসের চিংড়িঘাটা থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম মুখী রাস্তায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্তোষপুর থেকে রাজাবাজারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল দুধের ভ্যানটি। ভিজে রাস্তায় পিছলে গাড়িটি আচমকাই সপাটে ধাক্কা মারে রাস্তায় মাঝের রেলিংয়ে। ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় ভ্যানটি। যদিও চালকের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রিত থাকায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। চালক নিজেই কোনক্রমে উল্টে যাওয়া গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বেলেঘাটা ট্র্যাফিক গার্ডের পুলিশ। তারা রেকার ভ্যানের সাহায্যে উল্টে যাওয়া গাড়িটিকে সোজা করে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়। এরপর বাইপাসের উত্তর দিকের লেনে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে রাস্তায় কিছুটা সময় যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল বলে জানিয়েছেন পথচলতি যাত্রীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আবহাওয়ার কারণে রাস্তায় জল জমে পিচ্ছিল হয়ে পড়েছিল। তাই চালকদের আরও সতর্ক হয়ে গাড়ি চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

গজলডোবায় হাতির হানায় দুই যুবকের মৃত্যু, ব্যাপক বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

জলপাইগুড়ি, ২২ মে ঃ জলপাইগুড়ি জেলার গজলডোবার টাকিমারিতে হাতির হানায দুই যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। বুধবার রাতে কীর্তন শুনে বাড়ি ফেরার পথে হাতির হামলার মুখে পড়েন দুই যুবক। তাঁদের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা শুরু হয়। দুই যুবকের দেহ উদ্ধার করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয় বন দফতর ও পুলিশকে।স্থানীয়দের দাবি, দিন কয়েক আগে ওই এলাকার কাছেই হাতির হানায় এক যুবকের মৃত্যু হয়। তারপর প্রায় ৫০টি হাতির দল বের হয়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, বারবার বলার পরও বন দফতর হাতির হামলা ঠেকাতে ব্যর্থ। বৈকুণ্ঠপুরের ডিএফও এম রাজা বলেন, এলাকায় বন দফতরের চারটি টিম রয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সময়ের আগেই এবার আসছে বর্ষা, সুখবর শোনালো আইএমডি

নয়াদিল্লি, ২২ মে ঃ এই বছর সময়ের আগেই বর্ষা আবির্ভাব হতে চলেছে দেশে। আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে কেরলে বর্ষা আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। দক্ষিণ কোঙ্কন, গোয়া, মহারাষ্ট্র এবং উপকূলীয় কর্ণাটকের কিছু অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য লাল সতর্কতা জারি করেছে আইএমডি।আইএমডি বিজ্ঞানী ডঃ আর কে জেনামানি বলেছেন, দক্ষিণ কোঙ্কন-গোয়া উপকূলে পূর্ব মধ্য আরব সাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তীব্রতর হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে কেরলে মৌসুমী বায়ুর আগমনের সম্ভাবনা রয়েছে। ডঃ জেনামানি বলেছেন, ২৭ মে নাগাদ মৌসুমী বায়ু পূর্ব ভারতে পৌঁছবে।

রাশিফল

মেষঃ আপনার অকপট এবং নির্ভীক মতামত আপনার বন্ধুর অহংকারে আঘাত করতে পারে। আপনি যে কারও সাহায্যে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হতে পারেন। আপনার যা প্রয়োজন তা হল নিজেকে বিশ্বাস করা। আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী বাচ্চারা জীবনযাপন না করায় আপনি হতাশ হতে পারেন।

বৃষঃআজ আপনি সমস্ত কাজে উৎসাহ দেখাবেন। আপনি অভিযোজনযোগ্যতা এবং উজ্জ্বলতায় পূর্ণ একটি পরিবেশ থেকে উপকৃত হবেন। দাযিত্বশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলবেন।

মিথুনঃ মানসিক আশঙ্কা আপনাকে বিচলিত করতে পারে। ইতিবাচক চিন্তা এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখা এটিকে দূরে সরিয়ে রাখবে। আপনার বাবার কোনও পরামর্শ কর্মক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে।

কর্কটঃআজকে আপনার সঙ্গী আপনার জন্য সব কিছু করতে রাজি থাকবেন। আপনি চাঁদই চান বা পৃথিবীর থেকে যাই চান না কেন, তিনি মেনে নেবেন।

সিংহঃ এই দিনটি আপনার জন্য শক্তিতে পূর্ণ হবে। আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাস আপনাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার জন্য এটি সঠিক সময়, বিশেষ করে যারা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তাদের সঙ্গে।

কন্যাঃআপনার জন্য নিছকই আনঃদ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। যদিও এই সময়ে, আপনার অর্থের চেয়ে তাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত।।

তুলাঃ আজ আপনি ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা দেখাবেন। তাদের অধিকার রক্ষার চেষ্টা করা হবে। কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতির উপর নিযন্ত্রণের অনুভূতি থাকবে। ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী এগিয়ে যান। আপনি বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন।

বৃশ্চিকঃ এই দিনটি আপনার জন্য অনেক সুযোগ নিয়ে এসেছে। আপনি আত্মবিশ্বাস এবং উসাহের সঙ্গে নতুন প্রকল্প শুরু করতে প্রস্তুত। আবেগের সঙ্গে আপনার লক্ষ্যগুলি অনুসরণ করুন এবং আপনার চারপাশে ইতিবাচক শক্তি ছড়িয়ে দিন। সম্পর্কগুলিও মজবুত হবে এবং বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো আপনার মনে সুখ এবং তৃপ্তি দেবে। আপনার স্বাস্থ্য সচেতনতা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আপনার রুটিনে ধ্যান এবং ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করুন। ।

ধনুঃ আজ আপনি আপনার সুখের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। পারিবারিক পরিবেশে ভালোবাসা ও আনন্দ থাকবে। পারস্পরিক সহযোগিতার অনুভূতি বৃদ্ধি পাবে। বিভিন্ন পরিস্থিতি ইতিবাচক থাকবে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন। কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি ইতিবাচক থাকবে।।

মকরঃ আজকে আপনি খুবই চনমনে থাকবেন। প্রবল উদ্দীপনা থাকায় আপনি অনেক কাজ সম্পন্ন করে ফেলবেন এবং চারদিকে আপনার উৎসাহ ছড়িয়ে দেবেন। ।

কুম্ভঃ আজকে আপনার মাথায় অর্থ চিন্তা ঘুরবে। আপনি যদি আর্থিক বিষয়গুলি ঠিক ভাবে গোছাতে চান, তাহলে আজকে খুবই ভালো দিন।।

মীনঃ আপনাদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা সাম্প্রতিককালে সময়ের বেশি খাটছেন এবং তাও আবার আপনার শক্তি হারিয়ে- আজকের দিনে আপনার চাওয়া শেষ জিনিসটিই হবে এক চাপ এবং উভয়সঙ্কটের দিন। আজ, এই রাশিচক্রের ব্যবসায়ীদের তাদের পরিবারের

আবহাওয়া

বুধবার রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে অসহ্য দহনজ্বালা থেকে স্বস্তি পেল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। শহর ও শহরতলিতে মনোরম হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। রাতভর বৃষ্টির পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সামান্য স্বস্তি মিলেছে শহরবাসীর। হাঁসফাঁস গরমের অস্বস্তিও কিছুটা কমেছে।পারদ-পতন হয়েছে মহানগরী কলকাতাতেও। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.৫ ডিগ্রি কম। বৃহস্পতিবারও সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা কলকাতার আকাশ। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শুক্রবার পর্যন্ত বঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই কমবেশি ঝড়বৃষ্টি চলবে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৯ ডিগ্রি লসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.২ ডিগ্রি বেশি। জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল১০টা ৫০মনিট এবং রাত ১০টা। ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৪মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৪মনিটে।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন কাজল, উচ্ছ্বাস অনুরাগীদের

কলকাতা, ২২ মেঃ দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে পুজো দিলেন অভিনেত্রী কাজল। আগামী সপ্তাহেই মুক্তি পাবে কাজল অভিনীত নতুন ছবি 'মা'-এর প্রচার ঝলক। মায়ের আশীর্বাদ নিতেই দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে এলেন নায়িকা। কাজলকে দেখে অনুরাগীদের বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্বরে। পুজো দিয়ে বেরিয়ে সকলের সামনে কিছু ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন কাজল। কাজল অভিনীত 'মা' ছবিটি মুক্তি পেতে চলেছে আগামী মাসে। ছবিতে একজন মায়ের চরিত্রে দেখা যাবে কাজলকে, যার জীবনের বিভিন্ন চড়াই-উতরাই এবং সন্তানকে ঘিরে তার আত্মত্যাগের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। পরিচালনায় রয়েছেন রেবতী। ছবির নির্মাতারা মনে করছেন, এ ধরনের গল্প সমসাময়িক বলিউডে বিরল এবং দর্শকদের আবেগে দাগ কাটবে। কলকাতার প্রচার পর্ব শেষে কাজল ছবির প্রচারে আরও কয়েকটি শহরে যাবেন বলে জানা গেছে। **ছবি-সুবল সাহা**

গ্রামীণ নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈঠকে পঞ্চায়েত

কলকাতা, ২২ মেঃ রাজ্যের গ্রামীণ নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সুস্থিত পরিকল্পনা তৈরি করতে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর বৈঠকে বসছে। আগামী কাল নিউ টাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মিশন ডিরেক্টর এবং অতিরিক্ত সচিবের তরফে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক ও জিটিএ-র প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচিতে প্রতিটি জেলার সাব-ডিভিশনাল অফিসার এবং সমস্ত ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের উপস্থিত থাকা আবশ্যিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন দপ্তরের পদাধিকারিক ও ইউনিসেফ, ইউএনওপিএস, ওয়াটার এইডের মত আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

হুগলির পুরশুড়ায় ছেলের ঘুষিতে মত্যু হল বাবার

বনস্পতি দে, পুরশুড়া হুগলি,২২ মেঃ পুরশুড়া থানার পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। যার জেরে শোরগোল শুরু হয়েছে। ছেলের ঘুষিতে মৃত্যু হল বাবার। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে পুরশুড়ার ভাঙামোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মারকুন্ডা এলাকায়। বুধবার বিকাল নাগাদ বাবা-মাকে সম্পত্তির কারণে মারধর করেন অন্তত তার ছেলে জিৎ। মৃত সিদ্ধেশ্বর পাত্রের ছোট ছেলে প্রহ্লাদ পাত্রের দাবি, ওই বৃদ্ধকে এলোপাথাড়ি ঘুষি মারে। যার কারণে বৃদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওই অবস্থায় অনন্তকে প্রথমে থানায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে তিনি অসুস্থ বোধ করলে শ্রীরামপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে চিকিৎসকরা সিদ্ধেশ্বর পাত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবার সূত্রের খবর, মৃতের নাম সিদ্ধেশ্বর পাত্র (৭১)। তাঁর বড়

ছেলে অনন্ত পাত্রের সঙ্গে বাবার সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছিল। মাঝে মধ্যেই অনন্ত ও তাঁর স্ত্রী সুমিত্রা ও নাতি জিতের সঙ্গে বাবা সিদ্ধেশ্বরের অশান্তি লেগে থাকত। এমনকী অনন্ত নিজের মা মিনতিকে মারধর করতেও কসুর করতেন না। মৃত সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী মিনতি পাত্রের অভিযোগের ভিত্তিতে বড় ছেলে অনন্ত পাত্র ও জিৎ, বৌমা সুমিত্রাকে পুরশুড়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। পুরশুড়া থানার পুলিশের তৎপরতায় মৃতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মৃতের নাতি বলেন, ''বড় মামার দুই ছেলের সঙ্গে দিদা দাদুর ঝগড়া। সেই ঝগড়া থেমে যাওয়ার পর দাদুকে ঠেলে ফেলে দেয়। ঘুষি মারে।

নাগরিকদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতে পারবে না বলে রাজ্য

কলকাতা, ২২ মেঃ প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা জেলা পরিষদ এবং পুরসভা কর্তৃপক্ষ নিজেদের মতো করে নাগরিকদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতে পারবে না বলে রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর এবং পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। মুখ্য সচিবের নির্দেশের পরেই দুটি দপ্তর থেকে সব জেলা শাসক দের এই নির্দেশ কঠোরভাবে কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে। কোন গ্রাম পঞ্চায়েত বা পুরসভা সরকারি অনুমতি ছাড়া উন্নয়নের নামে স্থানীয়ভাবে নাগরিকদের কাছ থেকে এই ধরনের রাজস্ব তুললে তা সরকারি নির্দেশিকাকে অমান্য করে নেওয়া হচ্ছে বলে ধরে নিয়ে ওই পঞ্চায়েত বা পুর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যের বেশ কিছু জেলা পরিষদ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পুরসভা রাজস্ব সংগ্রহের নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জোর করে টাকা তুলছে বলে অভিযোগ এর প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে স্থানীয়ভাবে কোন পঞ্চায়েত বা পুরসভা এই ধরনের রাজস্ব আদায় করতে পারবে না বলে জানিয়েছিলেন।

উচ্চস্বরে চালানো হচ্ছিল ডিজে, সেটা বন্ধ করতে যাওয়ায় পাল্টা পুলিশের উপরেই হয় হামলা, গ্রেফতার ৫

দুরন্ত বার্তা, ডানকুনি হুগলি, ২২ মেঃ ডানকুনিতে একটি কালীপুজোর বিসর্জন চলছিল। অভিযোগ, সেখানেই উচ্চস্বরে চালানো হচ্ছিল ডিজে। সেটা বন্ধ করতে যাওয়ায় পাল্টা পুলিশের উপরেই হয় হামলা। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টিও শুরু হয়। ডিজে বন্ধ করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। মহিলা পুলিশ কর্মী সহ একাধিক পুলিশ আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বুধবার হুগলির ডানকুনিতে ঘটনাটি ঘটে। তিনজন মহিলা পুলিশকর্মী সহ ১২ জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁর। ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে রীতিমতো পুলিশ লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গ্রেফতার করা হয় ৬ জনকে। তাদের শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয়। ডানকুনির মনবেড় ও রামকৃষ্ণ পল্লিতে রক্ষাকালী পুজো হয়। এই পুজোর ভাসানে ডিজে বাজানো নিয়ে পুলিশের আপত্তি ছিল। যাতে ডিজে বাজানো না হয় তার জন্য একাধিকবার মিটিং করে পুলিশ। কিন্তু তারপরেও পুলিশের নিষেধ শোনা হয়নি। বুধবার রাতে পুজোর ভাসানে ডিজে বাজানো হলে তা বন্ধ করতে বলে পুলিশ। নির্দেশ না শোনায় পুলিশের বড় বাহিনী গিয়ে ডিজে বন্ধ করার চেষ্টা করতেই শুরু হয় বচসা। তা থেকে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। পথ অবরোধ শুরু করেন পুজো কমিটির সদস্যরা। পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দিতে গেলেই উত্তেজনা বাড়ে। প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয় বলে অভিযোগ।

সাড়ম্বরে উদযাপিত রামমোহন রায়ের জন্মবার্ষিকী, নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন

কলকাতা, ২২ মে ঃ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ, সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। রাজা রামমোহন রায়ের ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টায় রদ হয়েছিল সতীদাহ প্রথা। সমাজ সংস্কারক হিসেবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজেও ব্রতী হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার কলকাতা ময়দানে রাজা রামমোহন রায়ের মূর্তির পাদদেশে কলকাতা পুরসভা আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজা রামমোহন রায়ের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান কলকাতা পুরসভার বোরো সাত-এর চেয়ারপার্সন সুস্মিতা ভট্টাচার্য। কলকাতা ও জেলায় নানা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে।

গঙ্গাসাগরের উপকূলে রহস্যময় আলোকে ঘিরে চাঞ্চল্য

গঙ্গাসাগর, ২২ মেঃ এবার সুন্দরবনের ফ্রেজারগঞ্জ ও মৌসুমী দ্বীপের, গঙ্গাসাগরের উপকূলের আকাশে দেখা গেল রহস্যময় আলো। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাত ১২টা নাগাদ। বিভিন্ন রঙে আলোকিত আলোটিকে চলতে দেখা যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হঠাৎই আকাশের দিকে তাকাতে একটি আলোকে উপকূলীয় এলাকায় ঘুরতে দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, এটি ড্রোনের আলো ছিল,এক্ষেত্রে একটি নয়, দুটো থেকে তিনটি আলো দেখা গিয়েছে। বিষয়টি বহুজনের নজরে এসেছে।এমন কি বেশ কয়েকজন মোবাইলে ভিডিও করেছেন।বিষয়টি পুলিসকে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।এবিষয়ে সুন্দরবন পুলিস জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও বৃহস্পতিবার বলেন,এরকম একটা খবর পাওয়া গিয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশনের আগে এবং পরের ছবি।

বিভিন্ন নিকাশী খাল সংস্কারের গতিবৃদ্ধি এবং ভেঙে যাওয়া কাঁসাইয়ের নদীবাঁধ শক্তপোক্তভাবে নির্মাণের দাবীতে বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুর ২২ মে ঃ রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তমত নো কষ্ট পদ্ধতিতে খনিজ দপ্তরের অধীনস্থ ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড(ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল)কর্তৃপক্ষ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কেলেঘাই নদী ও সোয়াদিঘী,গঙ্গাখালি দুটি বড় খাল সংস্কার করছে। অন্যদিকে ঐ একই পদ্ধতিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ পায়রাটুঙ্গী-দেনান-টোপা-জয়গোপাল সহ বেশ কয়েকটি ছোট-বড়-মাঝারি খাল সংস্কারে হাত দিয়েছে। কিন্তু নানা সমস্যা ও গড়ি-মসির কারণে সংস্কারের কাজের গতি খুবই শ্লথ। বর্ষা আসতে আর মাত্র ১৭ দিন বাকি। এছাড়াও গত বর্ষার সময় কাঁসাইয়ের নদীবাঁধের যে অংশগুলি ভেঙে গিয়েছিল, সেই ভাঙা অংশগুলিতে বাঁধার কাজও চলছে ধীরগতিতে। ফলস্বরূপ আগামী বর্ষায় একটু বেশী বৃষ্টি হলে ফের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জলবন্দী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সেচ দপ্তরের কার্টিং চার্ট অনুসারে দ্রুত নদী ও খালগুলি সংস্কারের কাজের গতি বাড়ানো,সোয়াদিঘী সহ বিভিন্ন বড় লকগেটের সাটার বর্ষার পূর্বে মেরামত ও তোলা-ফেলার জন্য বৈদ্যুতিকীকরণ, কাঁসাইয়ের মানুর-জঁদরা-গড়পুরুষোত্তমপুর সহ বিভিন্ন ভেঙে যাওয়া নদীবাঁধ শক্তপোক্তভাবে অবিলম্বে নির্মানের দাবীতে সম্প্রতি জেলা শাসক ও সেচ দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হলেও বিশেষ কোন কাজের অগ্রগতি না হওয়ায় অবশেষে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি আজ ২২শে মে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ও ১৫ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি ডেপুটেশনের মাধ্যমে জমা দেন। বিকাল সাড়ে তিনটায় নিমতৌড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে বিক্ষোভকারীরা মিছিল করে জেলা শাসক অফিসে আসেন। ডিএম অফিসের গেটে একটি বিক্ষোভ সভা করে বিক্ষোভকারীরা। জেলার নানা প্রান্ত থেকে আগত বিভিন্ন শাখা কমিটির নেতৃবৃন্দরা বক্তব্য রাখেন ওই সভায়। পরে অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি সংস্কার)বৈভব চৌধুরী, জেলা পরিষদের সচিব সৌম্য চট্টোপাধ্যায় স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কমিটির পক্ষে নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, মধুসূদন বেরা,উৎপল প্রধান,সূর্যেন্দু বিকাশ পাত্র,অরূপ সি, নিবাস মানিক প্রমুখ। পরে ওই প্রতিনিধিদল সেচ দপ্তরের জেলা আধিকারিক মানস চক্রবর্তী, তমলুকের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত সরকারকে স্মারকলিপি দেন। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও জগদীশ সাউ ও সভাপতি উৎপল প্রধান জানান, গত বর্ষার পর জেলা শাসক ও সেচ দপ্তরের জেলা আধিকারিকেরা কয়েকটি নিকাশী খাল পরিদর্শনের পর জেলাস্তরে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে জেলার ১৩ টি খাল সংস্কারের উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, এখনো পর্যন্ত একটি খালও পূর্ণ সংস্কার তো দূরের কথা, অর্ধেক অংশও সংস্কার হয়নি। ওই পরিপ্রেক্ষিতে জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি, সোয়াদিঘী খাল সংস্কার সমিতি, কৃষক সংগ্রাম পরিষদ সহ কমিটির বিভিন্ন শাখা সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। গত বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় সহস্রাধিক বানভাসি ও জলবন্দী এলাকার মানুষজন কর্মসূচিতে যোগ দেন। বিক্ষোভ সভায় নারায়ণবাবু ঘোষণা করেন, আগামী বর্ষার পূর্বে উক্ত দাবীগুলি পূরণে জেলা প্রশাসন ও সেচ দপ্তর কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

জয়নগরে প্রেমিকের হাতে আক্রান্ত হলেন ডিভোর্সী এক মহিলা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর,২২ মেঃ কেমিক্যাল জাতীয় জলীয় বস্তু ছোঁড়ায় আক্রান্ত এক মহিলা জয়নগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, বুধবার রাতে জয়নগর থানার উওর দূর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাকাপাড়া এলাকায় নিজের বাড়িতে ছিলেন রোজিনা গাজী (৩৩) নামে এক ডিভোর্সী মহিলা। এদিন রাত ৮ টা নাগাদ তার পরিচিত লস্কর পাড়ার হাফিজুর লস্কর ঐ মহিলার সাথে দেখা করতে আসে। দুজনের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে কথাবার্তার পর যুবকটি চলে যায়। আর তার পরে ঐ মহিলাটি চিৎকার করতে থাকে। স্থানীয়রা ঐ মেয়েটিকে উদ্ধার করে পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করে রাতেই ছেড়ে দেয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, কেমিক্যাল জাতীয় কোনো জলীয় বস্তু ছোঁড়া হয় মেয়েটির মুখে। তবে এতে ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই। আক্রান্ত মেয়েটির সাথে ঐ যুবকটির প্রেমের সম্পর্ক ছিলো। আর মেয়েটি ডিভোর্সি ছিলো। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি নববারাকপুর পুরসভার

নববারাকপুর,২২ মেঃ ভারত পথিক ও সমাজসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের ২৫৪ তম জন্মদিনে বৃহস্পতিবার দুপুরে নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে তার প্রতিচ্ছবিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিচ্ছবিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, পুরসভার বড়ো বাবু দেব প্রসাদ রাহা, পুর প্রতিনিধি হৃষিকেশ রায়, বেবী চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, পুর কর্মচারীরা। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন বাংলার তথা ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি সংস্কৃত, ফার্সি এবং ইংরেজি ভাষার একজন মহান পন্ডিত ছিলেন এবং আরবি, ল্যাটিন এবং গ্রীক ভাষাও জানতেন। তিনি ছিলেন বাংলা গদ্যের ও জনক। রামমোহন রায় বিশ্বাস করতেন শিক্ষা সমাজ সংস্কারের একটি বাস্তবসম্মত হাতিয়ার। বেদান্ত গ্রন্থ রাজা রামমোহন রায় রচিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিত পথে নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে শহরে প্রথতিযশা ঋষি মনীষিদের জন্মদিন যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার সাথে পালন করা হয়।

এহেন মহান দার্শনিক মনীষির জন্মদিবসে নববারাকপুর পুরসভার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে আমরা সকলেই ধন্য ওকৃতার্থ হলাম। শেষে উপস্থিত সকলের সমবেত জাতীয় সংগীত দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মহেশতলায় পথ দূর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটলো বিশেষ ভাবে সক্ষম এক নাবালকের

দুরন্ত বার্তা, মহেশতলা,২২ মেঃ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা এবার বজবজের মহেশতলায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে দৌলতপুরের ফুলবাগানে ট্রাকেরচাকার নিচে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো বিশেষভাবে সক্ষম এক নাবালকের। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, দ্রুতগতিতে বালি বোঝাই একটি লরি পিছন থেকে ধাক্কা দেয় সাইকেল আরোহী এক নাবালক কে। সে পড়ে গেলে মাথা থেঁতলে দেয় লরির চাকা।আর এর পরই উত্তেজিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। ঘাতক লরিকে ধাওয়া করে চালক ও খালাসিকে পাকড়াও করা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ,দু'জনেই মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল। এর জেরে এলাকায় ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে থাকলে পুলিশ ও র্যাফ পৌঁছায়। চালক ও খালাসিকে আটক করেছে মহেশতলা থানার পুলিশ। জানা যায়, মহেশতলার পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের দৌলতপুর ফুলবাগানের বাসিন্দা ১২ বছরের উজ্জ্বল মণ্ডল,ষষ্ঠ শ্রেনির ছাত্র। এ দিন দুপুর সাড়ে ১২ টা নাগাদ ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার পথে পিছন থেকে একটি বালি বোঝাই লরি দ্রুত গতিতে এসে তাকে ধাক্কা মারে। সাইকেল থেকে পড়ে যায় উজ্জ্বল। তারপর লরির চাকা তার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রের। এর পরই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয় মানুষজন। তাঁরা ঘাতক লরির পিছনে ধাওয়া করে গাড়িটি আটকায়।তারপর চলে ভাঙচুর। হাতেনাতে ধরা হয় মদ্যপ চালক ও খালাসিকে। বাসিন্দাদের দাবি, অবাধে ভারী ট্রাকগুলি এই রাস্তা

দিয়ে বেপরোয়া ভাবে দীর্ঘদিন ধরেই চলাচল করছে। বহুবার স্পিড ব্রেকার বসানোর দাবি করা সত্ত্বেও তাতে কর্ণপাত করা হয়নি। তাঁদের আরও দাবি, ঘটনাস্থলে গাড়ির মালিককে আসতে হবে। দুর্ঘটনার দায় তাঁকে স্বীকার করতে হবে। পুলিশ ঘাতক লরির চালক ও খালাসি কে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। এদিকে বিশেষভাবে সক্ষম উজ্জ্বলের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে।

গরম পড়তেই পানীয় জলের সংকটে পুরসভার নাগরিকরা

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর,২২ মেঃ গরম পড়তেই শুরু হয়ে গেছে পানীয় জলের সংকট বারুইপুরে,বারুইপুর পুর এলাকায় একদিকে মাসের পর মাস পানীয় জলের সঙ্কট অন্যদিকে রাস্তার বেহাল দশা,বাড়ছে অসন্তোষ। কয়েক মাস ধরে বারুইপুর পুর এলাকায় ক্রমশ তীব্র হচ্ছে জল সঙ্কট। পানীয় জলের কল থেকে জল পড়ছে সরু হয়ে। রিজার্ভার ভরছে না। পুর নাগরিকরা প্রশাসনের সব স্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনো সুরাহা হচ্ছে না। এর পাশাপাশি,অম্রুত প্রকল্পের কাজের কারণে পাইপ বসানোর জন্য রাস্তা খোঁড়া হয়েছে। ফলে রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। যেখানে সেখানে গর্ত। তাতে জল জমে আছে। সামনেই বর্ষা। তখন ভোগান্তি আরও চরমে উঠবে বলে আশঙ্কা। অভিযোগ এই দুই বড় সমস্যা সমাধানে কোন ও হেলদোল নেই পুরসভার। তবে এ বিষয়ে বারুইপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস বলেন,বুস্টার পাম্প নির্মাণ করে দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। ডোঙারিয়া থেকে এখানে জল আসতে মাঝে মধ্যে সমস্যা হচ্ছে। আর রাস্তার বিষয়টি ও দেখা হচ্ছে। তবে এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ।তাদের সূত্রে জানা গেল, ডোঙারিয়া থেকে জল সরবরাহ ঠিকই আছে। কোনও

অসুবিধা হচ্ছে না। বারুইপুরে কেন সমস্যা হচ্ছে তা বারুইপুর পুরসভার দেখা উচিত। বারুইপুর পুরসভার ১৭টি ওয়ার্ডের অধিকাংশ জায়গাতেই এই তীব্র গরমে পানীয় জলের সমস্যা চরম আকার নিয়েছে। পুর নাগরিকরা মনে করছেন এর জন্য দায়ি অম্রুত প্রকল্পের কাজ। পাইপলাইন বসানোর জন্য খোঁড়াখুড়ি হচ্ছে ফলে দেখা দিয়েছে সমস্যা। বারংবার খোঁড়াখুড়ির জন্য তিনমাস ধরে সমস্যা বড় আকার নিয়েছে। ১,২,৩,৪,৬, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে জলের সমস্যা সর্বাধিক। বাসিন্দাদের অভিযোগ, কাউন্সিলার থেকে 'দিদিকে বলো'তে অভিযোগ জানানো হয়েছে। তবে কোনও কাজ হয়নি। কল থেকে ঠিকমতো জল পড়ছে না বলে প্রতিদিন টিউবওল থেকে বালতি করে রিজার্ভারে জল ভরতে হচ্ছে। এই কাজ করতে গিয়ে ঘাম ছুটছে সবার। অনেক বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগের জন্য সদস্য পিছু কল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও টাতেই জল আসছে না। অধিকাংশ ওয়ার্ডে হাজার ফুটের টিউবওয়েল ছিল। সেগুলি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর তুলেই দেওয়া হয়েছে। পুরসভার একটি পাম্প আছে ১০ নম্বর ওয়ার্ডে। তা অকেজো অবস্থায় পড়ে। সেদিকে কারও নজর নেই। তাছাড়া রাস্তা বেহাল বলে যাতায়াত করা হয়ে পড়েছে দুষ্কর। সবমিলিয়ে তিতিবিরক্ত এখানকার বাসিন্দারা। আর সমস্ত বিষয়টির দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বারুইপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস।

বারুইপুর স্টেশনের ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে খোলা মাত্র একটি কাউন্টার,তাও অল্প সময়ের জন্য

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর,২২ মেঃ দিনের বেশিরভাগ সময় টিকিট কাউন্টার বন্ধ থাকায় সমস্যায় সাধারণ রেল যাত্রীরা। প্ল্যাটফর্মে চার-চারটি টিকিট কাউন্টার। কিন্তু খোলা থাকে মাত্র একটি।তাও সে টিও সকাল ১০টার পর হয়ে যায় বন্ধ। ফলে নিত্যদিন যাত্রীদের পড়তে হয় প্রবল সমস্যায়।স্টেশনের বাইরে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে টিকিট কাটার ব্যবস্থা আছে। সেই দোকান গুলির আঙুল ফুলে কলাগাছ। যাত্রীদের বক্তব্য, বেসরকারি বিক্রেতাদের সুবিধে করে দিতেই কাউন্টার বন্ধ রাখা হয়। এর পিছনে রয়েছে শক্তিশালী অসাধু চক্র। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল স্টেশন হল বারুইপুর জংশন। প্রতিদিন গড়ে ৫০-৬০ হাজারের মতো মানুষ যাতায়াত করেন এখান থেকে।

সদাব্যস্ত এরকম একটি স্টেশনেরই এরকম বেহাল অবস্থা। চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে চারটি টিকিট কাউন্টারের একটি খোলা থাকে বলে যাত্রীদের লাইন টপকে যেতে হয় এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে। রেল লাইনে পাথর ছড়ানো। সর্বদা হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা। যে কোন ও সময় ট্রেন চলে আসতে পারে। ফলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে টিকিট কাটতে যেতে হয় নিত্য যাত্রীদের। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্রায়শই ঘটে চলেছে দুর্ঘটনা। তবে এই অব্যবস্থা দেখেও দেখে না রেল কর্তৃপক্ষ বলে যাত্রীদের অভিযোগ। স্টেশন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য,লোক নেই। তাই সব কাউন্টার খোলা যায় না। এ ব্যাপারে পূর্বরেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেন। বারুইপুর রেল স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে টিকিট কাউন্টারের পাশাপাশি চারটি অটোমেটিক টিকিট কাটার মেশিনও আছে। কিন্তু তার মধ্যে দু'টি মাত্র চলে। বাকি দু'টি অকেজো। সম্প্রতি রেললাইন উঁচু করার জন্য পাথর রাখা হয়েছে। এর ফলে প্রায়ই ঘটছে ছোটখাট দুর্ঘটনা। এব্যাপারে নিত্য যাত্রীরা বলেন,চারটি কাউন্টার। কিন্তু খোলা থাকে মাত্র একটি। অফিস টাইমে লম্বা লাইন পড়ে। প্রায় সময়ই নিত্য যাত্রীদের সঙ্গে ঝগড়া হয় রেল কর্মীদের। লম্বা লাইন থাকলেও অন্য কাউন্টার গুলি খোলা হয় না। অনেকের স্পষ্ট অভিযোগ,কর্মী অপ্রতুল বলে কাউন্টার বন্ধ রাখা হয় এমন নয়। স্টেশনের বাইরে বেসরকারিভাবে টিকিট বিক্রি হয়।সেখানে অতিরিক্ত দু'টাকা দিয়ে কাটতে হয় টিকিট। স্টেশনের সরকারি কাউন্টার বন্ধ রেখে ঘুরপথে বেসরকারি বিক্রেতাদের রোজগারের সুযোগ করে দেওয়া চলছে। এই কাজে জড়িয়ে আছে অসাধু চক্র। নিত্যযাত্রীরা বলেন, টিকিট চেক করার জন্য পরীক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে স্টেশনে। কিন্তু টিকিট কাউন্টার বন্ধ রেখে টিকিট না দিয়ে মানুষকে হয়রান করছে রেল। যাত্রীদের দাবি,অবিলম্বে সব কাউন্টার খোলার ব্যবস্থা করতে হবে রেলকে।রেল পরিষেবার এই ভাবে দেওয়ার মানে হয়না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৭২ সংখ্যা শুক্রবার ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

নেতাজিকে নিয়ে কল্প কাহিনী

কিন্তু ইতিহাস বড়ই নির্মম। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বিচার করলে বেরিয়ে আসে প্রকৃত সত্য। কি সেই সত্য? দেশ তখন সদ্য স্বাধীন (যেদিও স্বাধীনতা আর ডোমিনিওন স্টাটাস এক নয়) হয়েছে। দিল্লির মসনদে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু। নেতাজি রহস্য উদ্ঘাটনে গঠিত হল শাহনওয়াজ কমিটি। ওই কমিটির প্রধান হলেন শাহনওয়াজ খান। অন্য দুই সদস্য হলেন এস এন মৈত্র এবং নেতাজীর দাদা সুরেশচন্দ্র বসু। রাজনীতির গতিপ্রকৃতি দেখে নেতাজির খুব কাছের লোক শাহনওয়াজ খান ততদিনে নেহেরুর লোক হয়ে গেছেন। যোগ দিয়েছেন কংগ্রেস পার্টিতে। শাহনওয়াজ কমিটির কাজ শুরু হওয়ার পরেই সুরেশচন্দ্র বসু-র সঙ্গে বিরোধিতা শুরু হয়ে যায় শাহনওয়াজ খানের। শাহনওয়াজ খানের মূল বক্তব্য ছিল নিশ্চিতভাবেই ১৯৪৫ এর বিমান দুর্ঘটনাতেই নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। সুরেশচন্দ্র বসু বলেন কোনও বিমান দুর্ঘটনাই হয়নি, কাজেই নেতাজীর মৃত্যুর প্রশ্নই নেই। অসম্মত হন শাহনওয়াজ খান। তিনি সুরেশচন্দ্র বসুর বক্তব্য নাকচ করে দেন এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন সুরেশচন্দ্র বসুর রিপোর্টকে তিনি শাহনওয়াজ কমিটির মূল রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হতে দেবেন না, তবে চাইলে তিনি নিজের রিপোর্ট আলাদা ভাবে প্রকাশ করতে পারেন। কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে এই কথা পৌঁছে যায়। সুরেশচন্দ্র বসুকে হেনস্থা শুরু করে সরকার। তাঁকে দিল্লি ছাড়তে বাধ্য করা হয়। নিজের রিপোর্ট লেখার জন্যে তাঁকে কোনও সরকারি সাহায্য করা হয়নি। নির্দেশ জারি হয় কোনও সরকারি ফাইলকেও তিনি গবেষণার কাজে লাগাতে পারবেন না। সুরেশচন্দ্র বসু সরকারের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন এবং তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। শেষে যখন রিপোর্ট তৈরি হল সুরেশবাবু তাতে সই করলেন না। দিল্লি থেকে কলকাতায় চাপ আসতে শুরু করল, সুরেশ বসু অনড়.. তিনি আলাদা করে একটি রিপোর্ট রচনায় ব্যস্ত। চারমাস লোক দেখানো তদন্তের পরে শাহনওয়াজ খানের যে রিপোর্ট জমা পড়ল, তার মূল বক্তব্য, হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই ১৯৪৫ এর বিমান দুর্ঘটনাতে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। ক্ষুব্ধ সুরেশচন্দ্র বসু নেহেরুকে চিঠি লিখে জানালেন যে শাহনওয়াজ খানের রিপোর্ট মিথ্যা। কোনও উত্তর দিলেন না নেহেরু। সুরেশচন্দ্র বসু-কে শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্টে সই করানোর জন্যে তিনি আসরে নামালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে। বিধানচন্দ্র রায় সুভাষচন্দ্র বসুর ভাইপো দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুকে রাইটার্সে ডেকে পাঠালেন। বিধানচন্দ্র রায় দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুকে বললেন, ব্যবসা করে তুমি আর কত টাকা কামাও, এই টাকায় কি সংসার চলে? যদি আমার একটা কাজ করে দাও তাহলে আমি তোমাকে আরও বড় ব্যবসার ব্যবস্থা করে দেব। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু বললেন, কি কাজ..?

বিধানচন্দ্র রায় বললেন, একটাই কাজ - তুমি শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্টে সুরেশচন্দ্র বসুকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে এস, এর বিনিময়ে তুমি যা চাইবে তাই পাবে। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এই প্রস্তাবে সরাসরি 'না' বলে দিলেন। বিধানচন্দ্র রায় এরপর সরাসরি 'সুরেশচন্দ্র বসু'কে রাইটার্সে ডেকে পাঠালেন। সুরেশচন্দ্র বসু রাইটার্সে বিধানচন্দ্র রায়ের ঘরে ঢুকতেই বিধানচন্দ্র রায় সুরেশচন্দ্র বসু-কে বললেন, সুভাষচন্দ্র মারা গিয়েছে?

গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল'

বিনয়ী মানুষটি। সেদিন মণিকাঞ্চন সমাবেশ ঘটে গিয়েছিল আকাশবাণীর স্টুডিওয়। এক আচার্যের উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন আর এক আচার্য। 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'; এটি আজ আর কোনও নাটকের সংলাপ নয়। এই বাক্যটি আজ বাঙালির জীবনে প্রবাদে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আজকের প্রজন্মের বাঙালি কি খবর রাখেন, এই বাক্যটি কার মুখ থেকে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল? ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ১৬বৈশাখ (১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল) স্টার থিয়েটারে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের জনপ্রিয়সম সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' অভিনীত হয়েছিল। নাটকের শেষ দৃশ্যে যোগেশ-রূপী অমৃতলাল মিত্রের আর্তনাদসম স্বগতোক্তি ছিল এই বাক্যটি। সে নাটকের প্রথম রজনীতে 'রমেশ' অমৃতলাল বসু, 'পীতাম্বর' মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং 'প্রফুল্ল' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ভূষণকুমারী। সেই অভিনয় আজ কিংবদন্তি। পরে আর এক কিংবদন্তি হাত দিয়েছিলেন 'প্রফুল্ল' নাটকে। তিনি শম্ভু মিত্র। ১৯৭১ সালে বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির ব্যানারে পরিচালনা করেছিলেন। নিজস্ব রঙ্গালয় নির্মাণের স্বপ্নে শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে সেই সময়কার বিশিষ্ট মঞ্চাভিনেতাদের নিয়ে বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি গড়ে উঠেছিল। অর্থ সংগ্রহের তাগিদে অন্যান্য জনপ্রিয় মঞ্চসফল নাটকের সঙ্গে 'প্রফুল্ল' নাটকটি তাঁরা বিভিন্ন মঞ্চে অভিনয় করতেন। আকাশবাণী কলকাতার নাটক বিভাগের শ্রীধর ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১ ঘন্টা ১৭ মিনিটের বেতার নাট্যরূপ আকাশবাণীর স্টুডিওয় রেকর্ডিং করা হয়। সে নাটকে অভিনয় করেছিলেন 'রমেশ' অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সুরেশ' অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রথম ব্যাপারী' অনুপ ঘোষাল, 'দ্বিতীয় ব্যাপারী' নির্মল দাস, 'শুঁড়ি' দীপেন সেন, 'ইন্সপেক্টর' পরিমল মুখোপাধ্যায়, 'কাঙালিচরণ' কুমার রায়, 'ভজহরি' সবিতাব্রত দত্ত, 'পীতাম্বর' রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, 'বাড়িওয়ালী' শেলী পাল, 'জগমণি' কেয়া চক্রবর্তী, 'উমাসুন্দরী' দীপালি চক্রবর্তী, 'জ্ঞানদা' গীতা দত্ত, 'যাদব' রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী, 'যোগেশ' শম্ভু মিত্র ও 'প্রফুল্ল'-র ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র। বোঝাই যায়, সেদিন মণিকাঞ্চন সমাবেশ ঘটে গিয়েছিল আকাশবাণীর স্টুডিওয়। এক আচার্যের উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন আর এক আচার্য। এই বেতার নাট্য আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রথম প্রচারিত হয় ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। তার পর কালের প্রলেপ পড়েছিল এই নাটকের উপরে। অনেকেই ভুলে যান এই অমূল্য রেকর্ডিংটির কথা।

শ্রীশ্রী অনুকুল ঠাকুর

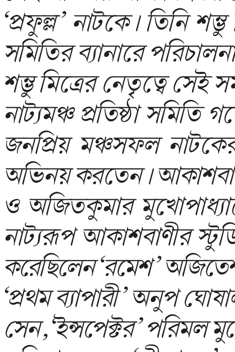

বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তিগ্রহণ করতে হবে। মা সারদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ

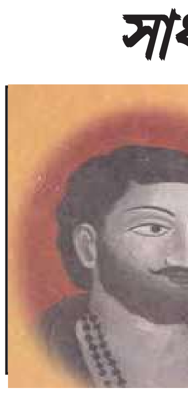

সাধক রামপ্রসাদ বললেন, শ্যামা মা হলেন শক্তির সর্ব শক্তির আধার। তিনি সর্বশক্তিদাত্রী। তাঁর শক্তি দিয়ে জগতে জয়ী হওয়া সম্ভব। মা কালী জগতকে ধারন করে থাকেন। মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটান। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। সত্যকে নিয়ে কাজ করতে হবে। মাতৃশক্তি এবং মাতৃভক্তিকে সবার মনে জাগরিত করতে হবে। উন্নয়নের কাজ করতে হবে। ভক্তিভরে কাজ করতে হবে ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে। তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে বলেছেন, ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে। তিনি শক্তি দেন দেহে। মনে শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি যদি শক্তি না দিতেন তাহলে কেউ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারতো না।

সতীদাহ প্রথা নিবারণের সংগ্রামী পুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের পাশে অতি অবশ্যই জব চার্নকের নাম স্মরণীয়

রবীন্দ্র কুমার শীল

সতীদাহ এবং বিধবা বিবাহ রীতি বন্ধ করা এবং পাশাপাশি নারীদের সুশিক্ষিত করে তোলার রাস্তা তৈরি করার মধ্যে দিয়েই বাংলায় নবজাগরণর পথরেখা তৈরি হয়। সেই সময়কার সমাজসেবীরা অনুভব করতে পেরেছিলেন যে বাংলার নারী জাগরণ করা না গেলে সমাজ বিকশিত হবে না। সমাজকে

বিকশিত করতে গেলে প্রয়োজন হচ্ছে ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন।

জব চার্নকের যুগে সতীদাহ প্রথার চিত্রটা তুলে ধরলে বুঝতে পারা যাবে যে এই প্রথাটা কতখানি হিন্দু সমাজকে উন্নত জাত হতে বাধা দিচ্ছিল। তার সঙ্গে ছিল বহু বিবাহ প্রচলন এবং জাতিভেদ প্রথা। বহু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বাংলায় এসেছেন। তারা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পদ দেখে। তারা অবাক হয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন যে বাংলায় শিক্ষা দীক্ষায় এবং সংস্কৃতিতে এত উন্নত হলেও বাসিন্দারা কেন এখনও অন্ধকারে? সেই নিয়ে ভাবতে গিয়ে উদারপন্থী ইংরেজরা অনুভব করতে পারেন ধর্মীয় কুসংস্কারই বাংলাকে অন্ধকারে ফেলে রেখেছে। বাংলাকে নতুন করে জাগরিত করতে গেলে প্রয়োজন হল নারী শিক্ষার প্রচলন। হিন্দুদের অন্দর মহল থেকে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্লোগান তৈরি রাস্তা প্রস্তুত করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে নারী শিক্ষা এবং তাদেরকে সংস্কৃতিবান করে তোলা। আমি আগেই বলেছি যে ইংরেজদের উচ্চ পদস্থ কর্মীরা ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করতো না। সবাই তো জব চার্নকের মতো সাহসী ছিলেন না। ফলে সময় নিয়েছে বাংলায় নারী জাগরণ হতে। অপেক্ষা করতে হয়েছে রাজা রামমোহন রায়ের মতো একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তির। ইংরেজরা একজন স্বদেশি নায়কের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন যিনি বাংলায় ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলবেন। প্রতিবাদের ঝড় তুলতে থাকবেন। ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবেন। সতীদাহ প্রথাকে সমানে রেখে রাজা রামমোহন রায় এগিয়ে এলেন ধর্মের বিরুদ্ধে প্রথম স্লোগান তুলতে। আর সেই পথটা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন জব চার্নক। জব চার্নককে বাংলার প্রথম বিদেশি জামাই বলে গণ্য করা যেতে পারে। তিনি প্রথম দেখালেন একজন সতী হওয়া মহিলার জীবন রক্ষা করে তাঁকে নিজের স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া অসম্ভব নয়। ইংরেজরাও চাহ ছিলেন সতীদাহ প্রথা বন্ধ হোক। জব চার্নকের মনোবাঞ্ছনা পূরণ হোক। সতীদাহ নিবারণ করার ব্যাপারে ইংরেজরা রাজা রাম মোহন রায়কে সহযোগিতা করতে শুরু করলেন। ১৮১৮ সালে রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। ১৮১৮ সালের শেষ দিকে তিনি কালীঘাটের একটি মেয়েকে সতী হওয়ার সংকল্প থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করছিলেন তার উল্লেখ আছে ১৮১৮ সালের এশিয়াটিক জার্নালে। রামমোহনের আগে সতীদাহ প্রথার নিষ্ঠুরতার আন্দোলন করেছিলেন খৃষ্টান মিশনারীরা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ বুকানন, অধ্যাপক কোলব্রুক ও উইলিয়াম কেরি, ডেভিড হেয়ার এমনকী স্যার উইলিয়াম জোন্সও সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কোম্পানির রাজত্বে প্রথম আমলে মিশনারীরা এ দেশীয়দের কল্যাণ কামনায় আন্দোলন শুরু করলে পাছে হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায় সেই আশঙ্কায় তারা নিরস্ত হয়েছিলেন। তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন একজন স্বদেশি নেতার যিনি প্রকাশ্যে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন। ঠিক সেই সময়ে কলকাতায় ১৯১৪ সালে এসে উপস্থিত হলেন রাজা রাম মোহন রায়। তিনি কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে। তখন কলকাত্রায় শুরু হয়ে গিয়েছে ইউরোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতির পরিকাঠামো। খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা এসে উপস্থিত হচ্ছেন। তারা অবাক হয়ে দেখছেন বাংলার সম্পদ ভাণ্ডার অপরিসীম। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে বাংলা এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু কয়েকটি ধর্মীয় কুসংস্কার বাংলার প্রকৃত উন্নয়নের গতি পথটাকে রুদ্ধ করে দিতে বাধ্য করছে। উন্নত ভাষা, শিক্ষা সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও বাংলা এগোতে পারছে না ধর্মীয় কুসংস্কারের জন্য। জাতিভেদের জন্য। মিশনারীরা অপেক্ষা করতে থাকলেন এমন একজন প্রতিবাদী নেতা যিনি বাংলার ভূমিপুত্র হিসাবে পরিচিত। ঠিক সেই সময়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন রাজা রামমোহন রায়। "শুদ্ধি সংগ্রহ" নামে একটি বইতে সতীপ্রথার শাস্ত্রীয় অযৌক্তিকতা প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়। সতীপ্রথা আন্দোলনকে গণ আন্দোলনে পরিণত করার জন্য রাজা রামমোহন রায় যুক্তিবাদী পুস্তিকা লিখে প্রচার শুরু করতে থাকলেন। সতীদাহ প্রথা নিয়ে সৃষ্টি হল দুটি পক্ষ। এক পক্ষ সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আর একটি পক্ষ সতীদাহ প্রথার পক্ষে। সংগ্রাম তীব্র আকারণ ধারন করলো। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকেরা মতামত প্রকাশ করতে শুরু করলো। সতীদাহ প্রথা নিয়ে রক্ষণশীলপন্থী এবং প্রগতিশীলপন্থীদের মধ্যে চললো বাকবিতণ্ডা। রামমোহন রায় 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে যে সমস্ত প্রগতিশীল পুরুষ হিন্দুরা ধর্মের সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা অনেকেই সুপরিচিত। এরা হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামনাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, ব্রজমোহন মজুমদার, নন্দকিশোর বসু, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, কালীনাথ মুন্সী, চন্দ্রশেখর দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, কালীশঙ্কর ঘোষাল, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ রায়, কাশীনাথ মল্লিক, বৃন্দাবন মিত্র, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপীনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। অন্যদিকে রক্ষণশীল দলের মুখপাত্র "সমাচার চন্দ্রিকা" হিন্দুয়ানী গোঁড়ামি এবং সতীপ্রথার পক্ষে চালিয়েছিল তুমুল আন্দোলন। এঁদের পাণ্ডা ছিলেন ধর্মসভা-নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব ও "সমাচার চন্দ্রিকা"র সম্পাদক ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও শহরের লোকেরা ক্রমশই সতীপ্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে শুরু করলেন। এই প্রবন্ধটি রচনা করতে গিয়ে প্রবন্ধকার রবীন্দ্রকুমার শীল বহু বিষয়ে একমত হয়েছেন। সতীদাহ প্রথা নিবাদণ করার মধ্যে দিয়ে সমাজ সংস্কার আন্দোলন বাংলায় দ্রুত শুরু হল।

রাজা রামমোহন রায় বাংলায় জন্ম গ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন ভারত পথিক। ভারতবাসীরা ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে কীভাবে রক্ষা পেতে পারে তা নিয়ে তিনি ব্যাপক চিন্তাভাবনা করেছেন। তিনি শুধু ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা ব্রতী থাকেন নি, তিনি সামাজিক অব্যবস্থার প্রতিও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। জাতি ধর্ম এবং বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন বলেই তাঁকে বাংলার নবজাগরণের পথিকৃত বলা হয়ে থাকে। সতীদাহ প্রথা দুর করাটা তাঁর মুখ্য কাজ হলেও তিনি কিন্তু ভারতবাসীদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার পথটা তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের খুবই প্রয়োজন রয়েছে। ইংরেজি শিখতে পারলে অতি সহজেই ইউরোপ অর্থাৎ আধুনিক জগত সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি লাভ হবে। শিক্ষাই পারে সমাজের অন্ধকারকে দূর করতে। শিক্ষাই পারে ধর্মীয় কুসংস্কারকে দূর করতে। তাঁর হিন্দু দেবদেবীর ওপরে বিশ্বাস একদমই ছিল না। তিনি ঈশ্বর বিশ্বাস করলে সেটা ছিল তার কাছে একেশ্বরবাদ। তিনি মনে করতেন ঈশ্বর এক। তার কোনও ভাগ হয় না। তিনি রয়েছেন। কিন্তু তিনি যিশু, বা ইসলামের মধ্যে নেই। তিনি সর্বভূতে অবস্থিত। সেই কারণে তিনি প্রচার করতে শুরু করলেন ঈশ্বরের কোনও আকার নেই। তিনি নিরাকার। ব্রহ্মধর্ম। হিন্দুরা সেই সময়ে রামমোহনকে বর্জন করতে শুরু করলো। এমনকী তাঁর মা তাকে তেজ্য পুত্র করেছিলেন। কারণ তিনি দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি তাঁর জন্মস্থান পরিত্যাগ করেছিলেন। রাধানগর ত্যাগ করে কলকাতায় এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। ইংরেজি ফারসি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করলেন। তিনি গ্রীক সভ্যতার ইতিহাস পড়তে শুরু করলেন। ইতালির নবজাগরণ সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ইতালির নবজাগরণ কীভাবে ইতালিকে সমৃদ্ধ করেছিল সেই সব ইতিহাস পড়ে তার বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে বাংলায় এবং ভারতে নবজাগরণ শুরু হয়ে গিয়েছে। সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে অতীত ধর্ম নীতির সঙ্গে বর্তমান ধর্ম নীতির। হিন্দু ধর্ম কিন্তু একটি স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মানুষের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু ধর্মের কোনও পরিবর্তন নেই। ধর্মকে পরিবর্তন করতে হবে। অতীত ধর্ম একেবারে বর্তমান যুত্নড়গে অচল।

ভারতে ইংরেজরা আসার ফলে বাংলার মানুষের মন পরিবর্তন হতে শুরু করে দিয়েছে। ইউরোপের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটতে শুরু করে দিয়েছে। যুক্তিবাদী মন তৈরি হয়েছে। ধর্মকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না। ধর্ম এখন যুক্তি বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে সমাজের মধ্যে স্থান পেতে শুরু করেছে। ইংরেজদের শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলার প্রবেশ করার ফলে ধর্মীয় এবং সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে দিয়েছে। বহু বিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে মানুষ অনীহা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। পাশাপাশি বিধবা বিবাহ নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। তবে সেই সময়ে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিলেন একমাত্র রাজা রামমোহন রায়। তিনি শাস্ত্র পরীক্ষা করে দেখেছেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ করতে পারে না কেউই। সতী হওয়াটা ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করে। যারা সতী হতে চায় তারাই কেবল সতী হতে পারে। কিন্তু জোর করে সতী করাটা একেবারে অন্যায়। শাস্ত্রীয় বিধান বলছে কাউকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করানোটা পাপ। সেই পাপ কাজ কেউই করতে পারে না। ভারত থেকে সতীদাহ প্রথা রোধ করার জন্য এগিয়ে আসতে থাকলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁকে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রানী রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র দাস। রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৭২ সালে ২২ মে রাধানগরে। পরলোকগমন করেছিলেন ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ সালে ব্রিস্টলে। রাজা রামমোহন রায়ের পিতার নাম ছিল রামকান্ত রায়। রামকান্তের তিনটি বিবাহ। মধ্যমা পত্নীর সন্তান ছিলেন রামমোহন। পিতা রামকান্ত রায় ছিলেন বৈষ্ণব এবং মা ছিলেন শাক্ত। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন। গৃহ ত্যাগ করে তিনি বেনারস এবং পাটনা ঘুরতে থাকেন। বেনারসে থাকার সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষাকে রপ্ত করেন। পাটনা থেকে আরবি এবং ফারসি ভাষা শেখেন। তিনি বেদান্ত দর্শন পড়তে শুরু করেন। সেখানে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে সতীদাহ প্রথা একেবারে হিন্দু ধর্ম বিরোধী প্রথা। এ ব্যাপারে তিনি একটি পুস্তিকা রচনা করেন। সেই পুস্তিকার নাম হয় 'প্রবর্তক এবং নিবর্তকের সম্বাদ'। সতীদাহ প্রথা নিবারণ করা নিয়ে বাংলা জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হল। ইংরেজ শাসকেরা কিন্তু হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হল না। তারা কিন্তু ধর্মীয় সংঘাতকে এড়িয়ে চলতে থাকলো। তাতে রক্ষণশীল হিন্দুরা আরও বেশি করে উৎসাহিত হতে থাকলো। রাজা রামমোহন রায় বুঝতে পারলেন যে ভারতে থেকে এই প্রথা বিরুদ্ধে আন্দোলন করে রোখা একেবারে অসম্ভব। আইন করে এই প্রথাকে রুখতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন রয়েছে ইংরেজ শাসকদের মতামত। ইংরেজ শাসকদের বোঝাতে তিনি ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে সতীহাহ প্রথা একেবারে শাস্ত্র বিরোধী প্রথা। মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করতে শুরু করে দিয়েছে সতীদাহ প্রথা। মানুষের বাঁচার অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এই ধরনীতে বাঁচার অধিকার সবার। সবাই বাঁচতে চায়। কিন্তু একটি মহিলাকে যখন জোর করে মেরে ধরে তাঁকে জ্বলন্ত চিতায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে তখন চরম মানবতাবাদের অপমান করা হচ্ছে। মানব সমাজকে রক্ষা করার রাষ্ট্রে কর্তব্য। তিনি দেখিয়েছেন গ্রীস সভ্যতায় মানুষকে রক্ষা করতে রাষ্ট্র এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। সেখানে বাংলা তথা ভারতে প্রকাশ্যে নারীদের দেহ ধরে চিতা শুইয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সতী হতে বাধ্য করা হচ্ছে। এটা একেবারে অমানবিক। এই আইনকে দূর করতে হবে। প্রয়োজন হলে ইংরেজ শাসকদের আইন করে কঠোর হাতে এর মোকাবিলা করতে হবে। মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তখন দিল্লির সিংহাসনে বসে রয়েছেন। কিন্তু তিনি দিল্লিতে নবাব হয়ে থাকলে কী হবে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী তো ইংরেজ শাসকেরা। তাদের হাতেই তখন ক্ষমতা এবং আইন। তারা তখন ভারতকে পরিচালিত করছে। শুধু নামকায়স্তে নবাব দিল্লিতে বসিয়ে রেখে ইংরেজ শাসকেরা। সেই নবাব রাজা রামমোহন রায়কে বিলাতে পাঠান তিনিই রাজা উপাধি দিয়ে।

রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত বিচার করে দেখতে পেয়েছিলেন যে ঈশ্বরের কোনও আকার নেই। বৈদিক যুগে ঈশ্বর নিরাকার হয়ে উপস্থিত ছিল। তখন বরুণ,সূর্যকে দেবতা হিসাবে পুজা করতো ভারতবাসীরা। তখন যজ্ঞও করতো প্রকৃতির। বলা যেতে পারে বৈদিক যুগটা ছিল প্রকৃতি উপাসনার যুগ। কিন্তু তারপর থেকে শুরু হল এক শ্রেণির সুবিধাবাদীদের ষড়যন্ত্র। তারাই হিন্দু ধর্মে দেবদেবীর প্রবেশ ঘটিয়ে পুজা অর্চনার আয়োজন করতে শুরু করে দিল। মন্ত্র আগেও ছিল কিন্তু সেই মন্ত্র ছিল উপাসনার মন্ত্র। উপাসনার মন্ত্র পরবর্তীকালে দেবদেবী পুজার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। শুরু হল ভারতের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র। এই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে ধ্বংস করতেই রাজা রামমোহন রায় সক্রিয় হয়েছিলেন বলেই রক্ষণশীলপন্থীরা তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে শুরু করেও হেরে গিয়েছিল।

'কলকাতার প্রতিটি রাস্তা এবং পার্ককে কেন্দ্র এক একটি উজ্জ্বল ইতিহাস বিস্তার লাভ করে রয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক

লালদীঘি কেন নাম হল তা খুঁজতে ইতিহাসবিদেরা একেবারে হিমশিম খেয়ে গিয়েছে। লালবাজার নামকরণ হওয়ার পেছনে একটি কারণ রয়েছে। সেটা হচ্ছে সেখানে বহু লালফুলের প্রচুর গাছ ছিল। পলাশ ফুলের গাছ সেখানে ছিল প্রচুর। পলাশ গাছের বন ছিল। লালদীঘিকে ঘিরে পলাশ গাছ ছিল

বলেই এই দীঘিটির নামকরণ করা হয়েছে লালদীঘি। লালদীঘি যখন নাম হয়েছে তখন কলকাতা শহরের পত্তন হয়নি। জব চার্নক কলকাতায় আসেননি তখনও। তিনি তখন ইংল্যাণ্ডে বসে কলকাতায় আসার স্বপ্ন দেখছিলেন। লালদীঘি এলাকায় এক সময়ে সাপ, শিয়াল এবং বন্য প্রাণীরা ঘুরে বেড়াতো। তারা আবার সেখানে বহু দীঘিতে বন্য প্রাণীরা এসে জলও খেতো। জব চার্নক এসেই কলকাতা শহরটাকে পরিস্কার করতে শুরু করলো। লালদীঘির কাছে গঙ্গা ছিল বলেই সেখানেই ফোর্ট উইলিয়াম গড়ে ওঠে। ইংরেজরা দুর্গ তৈরি করার সবচেয়ে পচ্ছন্দের স্থানটি ছিল লালদীঘি এলাকা। আবার এই লালদীঘি রানি রাসমনির সম্পত্তি ছিল। তাঁর জমিদারি এলাকার মধ্যে পড়ে লালদীঘি। লালবাজারও রানি রাসমনির এলাকা ছিল। এমনকী ইডেন গার্ডেন্স এলাকাও রানির সম্পত্তি ছিল। গঙ্গার একটি অংশ রানির জমিদারি অংশের মধ্যে পড়ে। সেখানে ইংরেজরা জাহাজ নিয়ে আসতে পারতো। রানির সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক ভালো ছিল। কিন্তু ইংরেজদের কোনও অন্যায় দেখলে রানি একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়তেন। সেই কারণে ইংরেজরা রানিকে বেশি চটাতো না। রানি গঙ্গা স্নান করতে যাওয়ার সময়ে কোনও ইংরেজরা সেই রাস্তায় ঘোড়ায় চড়ে চলাচল করতে পারতো না। এই অনুমতি রানি ইংরেজদের দেননি। ইংরেজরা তখন পায়ে হেঁটে রাস্তায় চলাচল করতে পারতো। রানির স্নান সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর এবং তিনি জানবাজারের বাড়িতে ফিরে আসার পর সাহেবরা আবার ঘোড়ায় চড়ে এই স্থানে চলাফেরা করার অনুমতি পেত। তার আগে নয়। রানির সঙ্গে ইংরেজদের যেমন সুসম্পর্ক ছিল পাশাপাশি রানি আবার তাদের কঠোর শাসনে রেখে দিতেন। তিনি বলতেন, ইংরেজরা তাদের দেশে এসেছে শাসন করতে। আমরা তাদের দেশে যাইনি শাসন করতে। আমাদের যা আইন তা দিয়ে ইংরেজদের শাসন করতে হবে। এই লালবাজার চত্বরে গড়ে উঠেছে রাইটার্স বিল্ডিংস, জিপিও, ট্রেজারি বিল্ডিংস, সেন্ট জন'স চার্চ, গর্ভনর হাউস। এই এলাকা অফিস পাড়া হিসাবে খ্যাত। এখানে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তৈরি হয়েছে।

এশিয়াটিক সোসাইটি'র 'হিস্ট্রি অব সাসেন্স' ওয়ার্কসপ

কলকাতায় অবস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটির আয়োজিত 'হিস্ট্রি অব সায়েন্স' এর পাঁচদিন ব্যাপী একটি ওয়ার্কসপের আয়োজন করা হয়েছিল গত ১৫ মে থেকে ১৯ মে, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত। এই ওয়ার্কসপে স্বাগত ভাষণ দিয়েছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সত্যব্রত চক্রবর্তী। উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি ড. স্বপন প্রামানিক। এই ওয়ার্কসপের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন অধ্যাপক রাজকুমার রায়চৌধুরী এবং অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী। এই ওয়ার্কসপে অধ্যাপক দীপক কুমারের একটি বিজ্ঞান বিষয়ক বই প্রকাশ লাভ করে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে পাঁচদিনের ওয়ার্কসপে বক্তব্য রেখেছিলেন বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অত্রি মুখোপাধ্যায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক কুমার, বিমান নাথ, অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়, অনিতা অগ্নিহোত্রী, রঞ্জনা রায়, বাসুদেব বর্মন, পার্থ প্রতীম বিশ্বাস, ডাক্তার শঙ্কর নাথ, দেব শঙ্কর রায়, অশোক কান্তি সান্যাল, ধ্রুব রায়না, বাপি গোস্বামী, অশীষ লাহিড়ী, চিত্রা মণ্ডল, দীনেশ অ্যাব্রোল, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, এসপি গণ চৌধুরী, ভার্গভ ভট্টাচার্য, অমিত ঘোষ, অরুণাভ মিশ্র এবং নীলাঞ্জন সান্যাল। ভেলেডিক্টিরি ভাষণ দেন ডক্টর হেমন্ত মজুমদার। প্রাক্তন সভাপতি ভাষণ দিয়েছিলেন স্বপন কুমার প্রামানিক। ওয়ার্কসপের শেষে রীতি অনুসারে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

জোড়া বাঘ গৌরাঙ্গিনী

নবদ্বীপের রাসের পুজোর সময়ে জোড়াবাঘ গৌরাঙ্গিনী পুজো হয়ে থাকে। নবদ্বীপের শাক্ত রাসের উৎসবে যে কটা গৌরাঙ্গিনী পুজো হয়ে থাকে সেখানে থাকে একটি সিংহ। ১৯৭৫ সালে রণজিৎ ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে এই পুজো ১৪৫ বছরে পা রাখলো। জোড়াবাঘ গোরাঙ্গিনী পুজো শুরু হয়েছিল ১৮৪১ সালে। আবার ডক্টর প্রদ্যোৎ গোস্বামী দাবি করেছেন এই পুজো শুরু হয়েছিল ১৮৪৬ সালে। আবার কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির পুরোহিত বলেছেন যে ১৮৩০ সাল থেকেই এই পুজো শুরু হয়ে আসছে। ওই দেবী গৌরাঙ্গী বিন্ধ্যবাসিনী। জোড়াবাঘ গৌরাঙ্গিনীর দেবীর গায়ের রং কাঁচা সোনার মতো উজ্জ্বল। দেবীর ডানপাশে লক্ষ্মী এবং বাম পাশে সরস্বতী। নবদ্বীপের আলমপুলিয়া পাড়ার বাসিন্দা গৌর মালাকার এই ডাকের সাজ দিয়েছেন। প্রথম পুরোহিত ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ। তারপরে হরিদাস শিরোমণি এবং ঘনশ্যাম পৌরহিত্য করেন। মৃৎশিল্পী কেনা পালের পূর্ব পুরুষ এই প্রতিমার নির্মাতা ছিলেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরাই এই প্রতিমা তৈরি করে আসছে। নবদ্বীপের প্রতিমা বিসর্জন হয় আড়ং তেরি করে। আড়ং মানে হল একটি ছোট লোহার গাড়ি যেখানে প্রতিমাকে বসিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু জোড়াবাঘ গৌরাঙ্গিনীকে ১০৮ জন বেহারা কাঁধে বিসর্জন দেয়।

পাঠকদের দরবার
সমরেশ স্ত্রী গৌরী

বিশেষ প্রতিবেদক

সমরেশ বসু জেল খাটছেন। তখন সংসার ও ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রাখেন গৌরী ।গানও করেছেন, পার্টিও করেছেন। গৌরীর স্বামী কালজয়ী কালকূট কখনও সংগ্রামী কখনও জীবনপুরের পথিক,ঘর ছাড়া এক বাউল মনের মানুষ। তাঁর ঘরের অবস্থা বলার আগে ঘরনী গৌরীর কথা আমাদের বলতেই হয়। বস্তি জীবনে যখন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম করে গৌরীকে সংসার চালাতে হয় তখন তাঁর সম্বল গান। স্বামী কারাগারে, সন্তানেরা বুভুক্ষু, পরিচিতদের বেশিরভাগ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আসলে গৌরী একজন স্নেহশীল হৃদয়,সংসার পরায়ণা রমণীর মাতৃত্ব। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গৌরীকে বড়দিদির মত ভালবাসতেন । একবার একটি সাহিত্য সভায় প্যান্ট -শার্ট পরিহিত অবস্থায় সুনীলের উপস্থিতি গৌরীর পছন্দ হল না । জোর করে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সুনীলের সঙ্কোচ ও লজ্জা অতিক্রম করে রীতিমত অলৌকিক দক্ষতায় সুনীলকে ধুতি পরিয়ে সভায় হাজির করেন।

গৌরীদের নিজের বাড়িতে গ্রামাফোন ছিল না। পাশের বাড়িতে গিয়ে কখনও তাদের জানলায় উঠে একটু গান বাজাবার জন্য খোসামদ করতেন। হা-পিত্যেস করে অপেক্ষায় থাকতেন কখন গান বাজবে। গান শোনার ও শেখার আফশোস তাঁকে কখনও ছাড়েনি। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় অবস্থায় নার্সিং হোমে ভর্তি করা হলেও গৌরীর ক্লান্ত কণ্ঠে তখনও আকুলতা - ডাক্তারবাবুরা তো আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বলেন গান বন্ধ করতে। কিন্তু গান যে আমার জীবন। ওটা বন্ধ হলে তো আমার মৃত্যু। তাই যে কটা দিন বেঁচে আছি গান একটু করতে দাও। ওটা আর আমায় বারণ করো না। গৌরী গান শিখেছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে ও ইন্দুবালার কাছে। কৃষ্ণচন্দ্র কথা দিয়েছিলেন অসুখ সারলে কীর্তন শেখাবেন। সে সুযোগ তিনি আর না পেলেও তাঁর স্নেহাশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছেন গৌরী। সংগীত সাম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা গৌরীর গান শুনে তাঁকে ছোট ইন্দু অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন। নৈহাটিতে বিভিন্ন বাড়িতে সংগীতের আসর বসত। সংগীত পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ পেতেন প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ দিলীপ রায়,কাজী নজরুল ইসলাম,বীরেন রায়,উমাপদ ভট্টাচার্য প্রমুখ। তরুণী গৌরী ওইসব আসরে পিতার সাথে যেতেন। তাঁর সুধাকণ্ঠের ভাববিহ্বল গান শুনে সবাই চমৎকৃত হতেন। সত্যি বলতে গৌরীর সংগীতজ্ঞ হয়ে ওঠার পিছনে তাঁর পিতার অবদান অস্বীকার করা যায় না, যেমন যায় না সমরেশ বসু নামের একটি প্রতিভাবান তরুণকে কালজয়ী লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারার প্রত্যয়ে অটল থাকা।

জেল থেকে বেরোবার পরে নিঃস্ব, নিরন্ন অবস্থায় সমরেশের দিন কাটে। প্রস্তাব দেওয়া হয় পুলিশের ইনফর্মার হওয়ার। তাহলে চাকরি পাবেন সঙ্গে উপরি। ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব সমরেশ প্রত্যাখান করায় তাঁর চাকরি জীবনের ইতি ঘটে শুরু হয় প্রচণ্ড জীবন সংগ্রাম। নারায়ণ মিস্ত্রী, হরিসূদন প্রসাদের অসীম অনুগ্রহ সত্ত্বেও তখন সমরেশ দারিদ্র্যের শেষ সীমানা পৌঁছে গিয়েছেন। চোখের সামনে অভুক্ত ছেলেমেয়েরা,অসহয়া স্ত্রী। গৌরীর যখন তরুণ সমরেশের প্রেমে পড়েন তখনও তাঁর ভালবাসা, স্নেহের মধ্যে ছিল কিভাবে সমরেশকে বড় করে তোলা যায়।

হয়বরগাঁও রেলওয়ে স্টেশন হলো উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রথম অমৃত স্টেশন

মালিগাঁও, ২২ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী রাজস্থানে আয়োজিত একটি কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে দেশব্যাপী ১০৩টি পুনর্বিকশিত অমৃত স্টেশনের উদ্বোধন করেন। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ভারতীয় রেলেওয়ের রূপান্তেরের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। অসমের হয়বরগাঁও রেলওয়ে স্টেশন, যা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনের প্রথম এবং একমাত্র স্টেশন (১০৩টি স্টেশনের মধ্যে) এই ঐতিহাসিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অংশ, যা গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ এবং আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিকশিত ভারত নির্মাণ করার প্রতি ভারত সরকারের অটল প্রতিশ্রুতির প্রতীক। হয়বরগাঁও স্টেশনের উদ্বোধন ছিল দেশব্যাপী অনুষ্ঠানের একটি অংশ, যেখানে প্রধানমন্ত্রী ২৬,০০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প রাষ্টের প্রতি উৎসর্গ করেন, যা ভারতের ত্বরান্বিত পরিকাঠামোগত বিকাশকে তুলে ধরে। গত ১১ বছরে রূপান্তরের উপর জোর দিয়ে, প্রধানমন্ত্রী আজ ভারতীয় রেলওয়ের দ্রুত অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন, যার মধ্যে রয়েছে বন্দে ভারত, অমৃত ভারত এবং নমো ভারত ট্রেন চালু করা, যার ফলে প্রায় ৭০টি বন্দে ভারত রুট সারা দেশে যোগাযোগ বৃদ্ধি হয়েছে। রাজস্থানে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় রেল, যোগাযোগ এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব উপস্থিত ছিলেন। ৩৪,০০০ কিলোমিটারেরও অধিক নতুন রেলপথ স্থাপন করা হয়েছে, ব্রডগেজ লাইনে মানব বিহীন লেভেল ক্রসিং অপসারণ করা হয়েছে

এবং ১০০ বিদ্যুতিকরণের কাজ চলছে। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ১,৩০০ টিরও অধিক স্টেশন আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে, যার মধ্যে ১০০ টিরও অধিক স্টেশনে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে - যেখানে আঞ্চলিক ঐতিহ্যকে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধার সাথে একীকৃত করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ থেকে দীঘা বাস পরিষেবা

কলকাতা, ২২ মে ঃ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে সরাসরি দীঘায় যাতায়াতের সুবিধার্থে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম NBSTC উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ ও মালদা থেকে অত্যাধুনিক বাস পরিষেবা দিতে চলেছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উত্তরবঙ্গে সফরে এই বাস পরিষেবার কথা ঘোষণা করার পর NBSTC এই পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বলে সংস্থার এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন। প্রতিটি রুটে সপ্তাহের দুদিন করে এই বাস পরিষেবা পাওয়া যাবে। কোচবিহার - দীঘা ভায়া ফালাকাটা, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, মালদা, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, কলকাতা এবং রায়গঞ্জ - দীঘা ভায়া মালদা, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, কলকাতা আগামী ৩০ মে শুক্রবার আলিপুরদুয়ার - দীঘা ভায়া ফালাকাটা, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, মালদা, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, কলকাতা, মালদা - দীঘা ভায়া বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, কলকাতা আগামী ৩১ মে (শনিবার) জলপাইগুড়ি - দীঘা ভায়া শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, মালদা, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, কলকাতা আগামী আগামী ২৮ মে বুধবার, শিলিগুড়ি - দীঘা ভায়া রায়গঞ্জ, মালদা, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, কলকাতা আগামী ২৯ মে থেকে নিয়মিতভাবে যাত্রা শুরু করবে বলে NBSTC সূত্রের খবর। মাথাপিছু ভাড়া কোচবিহার - দীঘা দু হাজার ১৬০ টাকা, আলিপুরদুয়ার - দীঘা দু হাজার ১৫০ টাকা, জলপাইগুড়ি - দীঘা ১ হাজার ৯২০ টাকা, শিলিগুড়ি - দীঘা এক হাজার ৮০০ টাকা, রায়গঞ্জ - দীঘা এক হাজার ৩৮০ টাকা, মালদা - দীঘা এক হাজার ২২০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। যদিও আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত এই ভাড়ার উপর ১৫ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে বলে NBSTC এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। উল্লেখ্য ৪৫ আসন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক এই ভলভো ৯৬০০ এই বাস পরিষেবা দেওয়া হবে।

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly
NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting e-Tender for 1 no & 6 nos of work, **eNIT No.05/2025-26 & 06/2025-26** Bearing Memo No. **4316/EO/Singur, Dated 20.05.2025 & 1990/BDO/Singur, dated on 21.05.2025** of the Office of the Executive Officer, Singur Panchayat Samity, & Block Dev. Officer, Singur, Hooghly, mentioned in the portal **www.wbtenders.gov.in.** For more details related to this e-NIT please login website:**www.wbtenders.gov.in (Closing date:-29/05/2025 at 5:55 PM)**

Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এফ_এলএলএইচ_সিএমটি_৫৯, তারিখঃ ২০.০৫.২০২৫। ডেপুটি সিএমই/বিজিবি/ লিলুয়া, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নংঃ এফ_এলএলএইচ_সিএমটি_৫৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নামঃ** কাজের চুক্তির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে বিএআরসি/এইআরবি অনুমোদিত আউটসাইড এজেন্সীর থেকে এক বছর সময়সীমার জন্য বাট ওয়েল্ড জয়েন্টের রেডিওগ্রাফি টেস্ট। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১,৪২,১৬,৬৪০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,২১,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ১২০ দিন। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়ঃ** ২০.০৫.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৬ মিনিট। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ৩০.০৫.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** তে পাওয়া যাবে।

MISC-73/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

মুথূট ফিনক্‌প্ লিমিটেড
নিলামের তারিখ পরিবর্তনের নোটিস

আমরা আমাদের গ্রাহকদের আবহিত করার জন্য এখানে পূর্বের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে **13.05.2025, "Duranta Barta ও The Indian Express"** তে প্রস্তাবিত নিলামের **East Medinipore,** জেলার **07.06.2025** তরিখে নির্ধারিত নিলাম কেন্দ্রে কিছু অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে স্থগিত করা হয়েছিল। একই নিলাম একই জায়গায় **26.06.2025** এ পরিচালিত হবে।

মুথূট ফিনক্‌প্ লিমিটেড

বিজ্ঞপ্তি
বরেয়া মাজিদা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

নিবন্ধন সংখ্যাঃ- ২৬৭৯ তারিখঃ- ৩১.০৩.১৯৬০
গ্রাম- বরেয়া, পোষ্ট- মাজিদা, জেলা- পূর্ব বর্ধমান
'খসড়া নির্বাচক তালিকা' (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
তারিখঃ- ২৩.০৫.২০২৫

সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক, পূর্ব বর্ধমান- II রেঞ্জ তথা পূর্ব বর্ধমান- II রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ১৪৭৪ তারিখ ০৪।১২।২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী কৃশানু সিংহ রায়, সমবায় পরিদর্শক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার বরেয়া মাজিদা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য/ সদস্যাকে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন বিশেষ সাধারন সভা জন্য পরিচালক মন্ডলীর (Board of Director) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষ্যে অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে গ্রাম ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন / সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে বা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজির ২৩,০৫.২০২৫ তারিখ হতে ০৫.০৬.২০২৫ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজির ০৯.০৬.২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, বরেয়া মাজিদা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ দ্বারা সমিতির অফিস গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারিকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত হবে। শুনানি শেষে চূান্ত নির্বাচন তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজি ০৯.০৬.২০২৫ তারিখে বিকাল ৩.০০ টার পর সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ- ২৩.০৫.২০২৫
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ- ০৯.০৬.২০২৫
স্থানঃ-সমিতির কার্যালয়

স্বাক্ষর/-
কৃশানু সিংহ রায়
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
বরেয়া মাজিদা এস কে ইউ এস লিঃ

স্বাক্ষর /-
নবেন্দু ঘোষ
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
বরেয়া মাজিদা এস কে ইউ এস লিঃ

পূর্বাশা রিসোর্স লিমিটেড

রেজি. অফিস ঃ ২৫, পার্ক লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ভারত, ফোনঃ ২২২৯-২৮৮১, ২২৪৯-৫৫২৪,
ই- মেলঃ corporate@purbasharesources.in,
ওয়েব সাইট ঃ www.purbasharesources.in
CIN - L65993WB1980PLC032908

৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১।৩।২৫	বর্ষ শেষে ৩১।৩।২৫	সমতুল্য ৩ মাস পূর্ব বর্ষ শেষে ৩১।৩।২৪
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	(১৭৯.৫৮)	২০৪.৭৫	২৬.১১
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১৯৮.৪৮)	৯৬.৫২	(৩৮.০৪)
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(১৯৮.৪৮)	৯৬.৫২	(৩৮.০৪)
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর পরে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(১৮৯.৩৯)	৪৭.৮৯	(৪৮.৯৮)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় লাভ / (ক্ষতি) সমন্বিত [সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৫৫.০৭)	৩৩৪.১৭	(৫৫.৪১)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ /-)	৩০০.১০	৩০০.১০	৩০০.১০
৭.	পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত সংরক্ষিত সংরক্ষণ	২,৯০০.০৯	২,৯০০.০৯	২,৫৬৫.৯২
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয় অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য) (চলবে এবং কার্যক্রম বন্ধ করা হচ্ছে) (প্রতিটি ১০ /- টাকার F.V) মূল এবং মিশ্র	(৬.৩১)	১.৬০	(১.৬৩)

দ্রষ্টব্যঃ
১. ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২২ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের বোর্ড সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (সংশোধিত) এর প্রবিধান ৩৩ অনুসারে। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা উপরোক্ত ফলাফলের উপর অপরিবর্তিত মতামত সহ অডিট প্রতিবেদন জারি করেছেন।
২. উপরোক্তটি ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি যা SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে।
৩. ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.purbasharesources.in এ পাওয়া যাবে।
৪. পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক / সময়কাল/ বছরের পরিসংখ্যানগুলি পুনর্গঠিত, পুনর্শ্রেণীবদ্ধ এবং/ অথবা প্রয়োজনে পুনর্গঠিত করা হয়েছে যাতে ৩১ মার্চ সমাপ্ত বছরের জন্য শ্রেণীবিন্যাস নিশ্চিত করা যায়।

পরিচালক পর্ষদের আদেশক্রমে
বিকাশ আগরওয়াল বিঞ্জরাজকা
চেয়ারম্যান
DIN:00012978

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২২.০৫.২০২৫

ভর সন্ধ্যায় বর্ধমানের বড়বাজারে আগুনে পুড়ে ছাই একাধিক দোকানঃ চাঞ্চল্য

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ মে ঃ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল বর্ধমান শহরের বড়বাজারের মহিলা কলেজ সংলগ্ন এলাকায়। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, স্থানীয় একটি সাইকেলের দোকানে রাখা পেট্রোল জাতীয় তরল দাহ্য পদার্থ থেকেই এই আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে। অতিদাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পরে পার্শ্ববর্তী দোকানঘরগুলিতে। পাশে বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার থাকায় আগুন ছড়িয়ে পরে সেখানেও। আর এরপরই একই সারিতে থাকা ফাস্ট ফুড সহ তিনটি দোকানে দ্রুত ছড়িয়ে যায় আগুন। ভর সন্ধ্যায় আচমকা এই অগ্নিকান্ড বিশেষ করে ট্রান্সফরমায় আগুন লাগার ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী ও পথচারীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন আতঙ্কে দোকান ছেড়ে পালাতে থাকেন। প্রায় তিন- চারটি দোকান আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। একটি বড় গাছও আগুনে ঝলসে গেছে বলে জানা গেছে। এদিকে আগুন লাগার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। কিন্তু আগুন ছড়ানো আটকানো গেলেও সম্পূর্ণ আয়ত্বে আনা যাচ্ছিল না, শেষে আরও একটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।। বর্ধমান থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। শহরের ব্যস্ততম এলাকায় বিসি রোডে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে যানজটের সৃষ্টি হয় বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে। সাইকেলের দোকানে কেন অতিদাহ্য তরল রাখা হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ।

Notice Inviting e-Tender No-03/KGP/2025-26

Pradhan Khandari GP has invited percentage rate e-Tender for total 3 (three) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is **22th May, 2025 at 18:55 hrs** & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan
Khandari Gram Panchayat

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O. Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-Tender, E-Quotation
Ref: DHLYN/Traffic/14/2024-2025(3nd Call)
DHLYN/D_GRANT/1/2025-2026
DHLYN/Relief/2/2025-2026

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-tender, e-quotation from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission: **09.06.2025 up to 18.00 PM**. For further details please visit **WB Tenders.Gov.in** & Dhuliyan Municipality website: **www.dhuliyanmunicipality.org**

Sd/- Chairman/EO
Dhuliyan Municipality

DAINHAT MUNICIPALITY
P.O.-DAINHAT,
DIST.: PURBA BURDWAN

DAINHAT MUNICIPALITY For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT 03D.M/ENGG/2025-26 Date 22/05/2025**. For Details Visit: **http://dainhatmunicipality.org** & **wbtenders.gov.in** Office ph no **7478003845**

Sd/-
Chairman
Dainhat Municipality

কিলবার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

রেজি অফিস ঃ ইউনিট নং. ১৯০১, ১৯ তলা, বায়োওয়ান্ডার- ব্লক 'এ', ৭৮৯ আনন্দপুর ই. কে.টি, কলকাতা- ৭০০ ০১৭
CIN: L24232WB1987PLC 042956 ওয়েবসাইট ঃ www.killburnengg.com

৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্তসার

(লক্ষ টাকা)

ক্রম.	বিবরণ	তিনমাস সমাপ্তে (পরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৫	বর্ষ সমাপ্তে (পরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৫	তিনমাস সমাপ্তে (পরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৪
১	মোট আয়	১০,৩১৬.৩২	৩৩,৮০০.০২	৮,৬২২.৭২
২	লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্বে	২,৪৭৯.৬০	৭,৩৫০.৯০	১,৬৯৬.৪৭
৩	লাভ / (ক্ষতি) করের পর	১,৬২৫.২৮	৫,৪৮১.৬৪	১,২২৩.৬২
৪	মোট ব্যাপক লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) (করের পর)	১,৩৪৬.৭২	৫,৩৬০.৬৭	১,১৯১.৭৮
৫	প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি)	৪,৭৪৮.৭৯	৪,৭৪৮.৭৯	৪,১৮২.০৪
৬	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (টাকায়) মূল ও মিশ্র ইপিএস (টাকায়)	৩.৬৩	১২.২৪	৩.০৫

৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

(লক্ষ টাকা)

ক্রম.	বিবরণ	তিনমাস সমাপ্তে (পরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৫	বর্ষ সমাপ্তে (পরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৫	তিনমাস সমাপ্তে (পরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৪
১	মোট আয়	১২,৭৮০.১৪	৪২,৭৬১.৯১	১২,২৭৮.৪৬
২	লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্বে	২,৯৪১.৪৩	৮,২৬৬.৪৭	২,৮৪১.০০
৩	লাভ / (ক্ষতি) করের পর	২,০৪১.১৫	৬,২৩৮.৯৯	২,৩১০.৬১
৪	মোট ব্যাপক লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) (করের পর)	১,৭৫৪.১৬	৬,১০৩.০৯	২,২৭৭.১৫
৫	প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতি)	৪,৭৪৮.৭৯	৪,৭৪৮.৭৯	৪,১৮২.০৪
৬	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (টাকায়) মূল ও মিশ্র ইপিএস (টাকায়)	৪.৫৬	১৩.৯৪	৫.৭৬

দ্রষ্টব্যঃ
উপরেরটি ৩১শে মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র এবং একীভূত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর একটি বিশদ বিন্যাসের একটি অংশ, যা SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kilburnengg.com-এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

বোর্ডের আদেশদ্বারা,
(রঞ্জিত লালা)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN 07266678

তারিখঃ ১৩ নভেম্বর ২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br.-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/010/ 2025-2026/R
Name of work **: Repairing of footpath with allied works at Garden Reach Road near Premises No.F66, F72, F86 etc. in Ward No.134, Br.-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,36,749.57.** Earnest Money **: Rs.4,800.00.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/025/ 2025-2026/R
Name of work **: Repairing & maintenance of Surface Drain with allied works at Bollamtola, Kasmiri Para, Sardar Para etc. near Premises No.N178, J59/B, J2/7 etc. in Ward No.133,Br.-XV.** Estimated Cost (including GST & CESS) **: Rs.2,88,198.39.** Earnest Money **: Rs.5,800.00.** Period of Completion **: 90 Days (for Sl.No.1 & 2).** Last Date and Time of submission of Bid **: 03.06.2025 - 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** Date of opening of tender **: 05.06.2025 - 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **24.05.2025 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).**

3. NIT No. : XV/136/Pump/01/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Fathepur 1st Bye Lane in Ward No.136 under Borough-XV.**

4. NIT No. : XV/136/Pump/02/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Malir Bagan in Ward No.136 under Borough-XV.**

5. NIT No. : XV/136/Pump/03/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Santoshpur Road (Bhandari Pool) in Ward No.136 under Borough-XV.**

6. NIT No. : XV/136/Pump/04/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Santoshpur Subhas Pally in Ward No.136 under Borough-XV.**

7. NIT No. : XV/136/Pump/05/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Kantapukur Manasha Row in Ward No.136 under Borough-XV.**

8. NIT No. : XV/136/Pump/06/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Pal Pukur in Ward No.136 under Borough-XV.**

9. NIT No. : XV/136/Pump/07/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Dewan Bagan Lane in Ward No.136 under Borough-XV.**

10. NIT No. : XV/136/Pump/08/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Santoshpur Road (Boro Pukur) in Ward No.136 under Borough-XV.**

11. NIT No. : XV/138/Pump/09/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Dakait Bagan Lane in Ward No.138 under Borough-XV.**

12. NIT No. : XV/138/Pump/10/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Bara Bagan in Ward No.138 under Borough-XV.**

13. NIT No. : XV/138/Pump/11/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Panch Para Road in Ward No.138 under Borough-XV.**

14. NIT No. : XV/139/Pump/12/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Kankhuli Road (Gubtala Area) in Ward No.139 under Borough-XV.**

15. NIT No. : XV/139/Pump/13/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at M S Darga Road in Ward No.139 under Borough-XV.**

16. NIT No. : XV/139/Pump/14/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at U-88, Slaughter House Road in Ward No.139 under Borough-XV.**

17. NIT No. : XV/139/Pump/15/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at U-52, Slaughter House Road in Ward No.139 under Borough-XV.**

18. NIT No. : XV/139/Pump/16/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Molla Bagan Area in Ward No.139 under Borough-XV.**

19. NIT No. : XV/139/Pump/17/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Hazi Ratan Lane (Malipara Area) in Ward No. 139 under Borough-XV.**

20. NIT No. : XV/139/Pump/18/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Thandar Para in Ward No.139 under Borough-XV.**

21. NIT No. : XV/139/Pump/19/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Karbala Road in Ward No.139 under Borough-XV.**

22. NIT No. : XV/140/Pump/20/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Phool Bagan Bagdipara in Ward No. 140 under Borough-XV.**

23. NIT No. : XV/140/Pump/21/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Santinagar Bagdipara in Ward No. 140 under Borough-XV.**

24. NIT No. : XV/140/Pump/22/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Khaldhari Hospital Road in Ward No.140 under Borough-XV.**

25. NIT No. : XV/140/Pump/23/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Khaldhari Mullick Para in Ward No. 140 under Borough-XV.**

26. NIT No. : XV/140/Pump/24/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Satghara Bye Lane in Ward No.140 under Borough-XV.**

27. NIT No. : XV/140/Pump/25/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Kanthal Beria Bye Lane in Ward No.140 under Borough-XV.**

28. NIT No. : XV/140/Pump/26/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Satghara Road in Ward No.140 under Borough-XV.**

29. NIT No. : XV/140/Pump/27/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Satghara Rama Hotel in Ward No.140 under Borough-XV.**

30. NIT No. : XV/140/Pump/28/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Bagani Building in Ward No.140 under Borough-XV.**

31. NIT No. : XV/141/Pump/29/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Rathtala in Ward No.141 under Borough-XV.**

32. NIT No. : XV/141/Pump/30/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Ayubnagar in Ward No.141 under Borough-XV.**

33. NIT No. : XV/141/Pump/31/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Jelia Para Road (Bye Lane) in Ward No.141 under Borough-XV.**

34. NIT No. : XV/141/Pump/32/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at J.P. Road near Auto Stand in Ward No.141 under Borough-XV.**

35. NIT No. : XV/141/Pump/33/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Chatkal Bustee in Ward No.141 under Borough-XV.**

36. NIT No. : XV/141/Pump/34/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Kanchantala Bye Lane in Ward No.141 under Borough-XV.**

37. NIT No. : XV/141/Pump/35/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Sukanta Pally Bye Lane in Ward No.141 under Borough-XV.**

38. NIT No. : XV/141/Pump/36/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Warish Nagar in Ward No.141 under Borough-XV.**

39. NIT No. : XV/141/Pump/37/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Majnu Goli in Ward No.141 under Borough-XV.**

40. NIT No. : XV/141/Pump/38/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Mistry Ghat Road in Ward No.141 under Borough-XV.**

41. NIT No. : XV/141/Pump/39/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Molla Para, Doctor Para in Ward No.141 under Borough-XV.**

42. NIT No. : XV/141/Pump/40/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Mabia Pukur near B.P. Road in Ward No.141 under Borough-XV.**

43. NIT No. : XV/141/Pump/41/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Mabia Pukur near Kanchantala Road in Ward No.141 under Borough-XV.**

44. NIT No. : XV/141/Pump/42/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Mabia Pukur at Kachrapatti Crossing in Ward No.141 under Borough-XV.**

45. NIT No. : XV/141/Pump/43/2025-2026
Name of work **: Deployment of Portable Pumps (3"/4" dia) by C.M.E. (Civil) Deprt. on hired basis during monsoon at Railway Line Road in Ward No.141 under Borough-XV.** Estimated Amount **: Quotation for Operational and Idle hours of pump (for Sl.No.3 to 45).** Time and Last date of receipt/opening of tender paper **: 02.06.2025 at 12.30 p.m./ 1 p.m. (for Sl.No. 3 to 45).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 45).**

283/ 25-26

সম্পর্ক

ত্রিশের পর জীবনে আসে বহু পরিবর্তন, বদলে যায় বন্ধুত্বের সম্পর্কও

শৈশব, কৈশোর বা তারুণ্যে বন্ধুত্ব চলে একটি ধারায়। ত্রিশের পর জীবনে আসে বহু পরিবর্তন। বদলে যায় বন্ধুত্বের সম্পর্কও। ঘরে-বাইরে বাড়তে থাকা দায়িত্বের মধ্যে অনেক বন্ধুত্বই হয়ে পড়ে নিষ্প্রাণ। বেশ কিছু ভুল এর জন্য দায়ী। ত্রিশ পেরোনোর পর পরিবারের বহুমুখী দায়িত্ব কিংবা কর্মক্ষেত্রের চাপ সামলে বন্ধুর জন্য সময় বের করা নিঃসন্দেহে কঠিন। মাথায় দায়িত্বের বোঝা থাকলেও বন্ধুর জন্য মনের টান নিশ্চয়ই আছে আপনার। কিন্তু নিজের জীবনের চাপ সামলাতে গিয়ে এমন কিছু করে বসবেন না, যা বন্ধুত্বকে মলিন করে ফেলে। এমন পাঁচ ভুল সম্পর্কে জেনে নিন।

যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া

যোগাযোগ একেবারে বন্ধ করে দেবেন না। মাঝেমধ্যে ছোট বার্তা পাঠিয়ে দিন বন্ধুকে। ভালোমন্দের খবর নিন। জানান দিন, আপনার জীবনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ, তাঁকে আপনার মনে পড়ে। পুরোনো দিনের কোনো ছোট্ট ঘটনার কথা মনে পড়লে বন্ধুকেও তা মনে করিয়ে দিতে পারেন। বন্ধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করলে তাঁর সঙ্গে সুন্দর কোনো স্মৃতি শেয়ার করতে পারেন মাঝেমধ্যে। এতেও তাঁকে জানান দেওয়া হয় যে আপনি ভোলেননি তাঁর কথা।

কণ্ঠের আবেগ না জানানো

বার্তা পাঠানোর বহু মাধ্যম আছে। কিন্তু বার্তা পাঠিয়েই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। কণ্ঠের আবেগ লিখিত বার্তায় প্রকাশ পায় না। তাই কখনো কখনো কথাও বলুন। সামনাসামনি সম্ভব না হলে ফোনেই বলুন। বন্ধুর সঙ্গে সময় না মিললে নিদেনপক্ষে ভয়েস মেসেজ বা কণ্ঠবার্তা পাঠিয়ে রাখুন।

দীর্ঘ অনুপস্থিতিকে ক্ষমা না করা

আপনার বন্ধু হয়তো নিজ থেকে দীর্ঘদিন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। তাতে কী! আপনিই নাহয় শুরু করুন। বন্ধু হয়তো ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক চাপে আছেন। দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় আপনাকে নিজের কষ্টের কথা হয়তো বলতেও পারছেন না। কিংবা হয়তো সব ঠিক থাকলেও তাঁর জায়গা থেকে যোগাযোগটা হয়ে উঠছে না। কারণ যেটাই হোক, অভিমানের মেঘ বাড়তে দেবেন না। মনে ক্ষোভ না রেখে নিজেই যোগাযোগ শুরু করুন। বন্ধুর জন্য এটুকু করতে পারবেন না? আপনিই নতুনভাবে আলাপ শুরু করুন। আলাপ চালিয়ে যান যেকোনো মাধ্যমে। আপনার এখনকার অনুভূতিগুলো ভাগ করে নিন বন্ধুর সঙ্গে।

বন্ধুর পরিবারকে সহজভাবে গ্রহণ না করা

কম বয়সের বন্ধুত্বে পরিবার খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদি না বিশেষভাবে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু পরিবারের মায়া ও দায়িত্বে জড়িয়ে পড়া ত্রিশোর্ধ্ব কোনো মানুষ চাইলেই সবকিছু ফেলে বন্ধুকে সময় দিতে পারেন না। বন্ধুর জীবনসঙ্গীকে আপনার পছন্দ না-ও হতে পারে। কিন্তু বন্ধুত্বের খাতিরেই তাঁর সঙ্গে সম্মানসূচক সম্পর্ক রাখতে হবে আপনার। দুই বন্ধু যদি ছুটির দিনটা একসঙ্গে কাটাতে চান, তাহলে দুজনের পরিবারকেও এই সূত্রে এক করা যেতে পারে। তাতে একই সঙ্গে বন্ধু ও পরিবারকে সময় দেওয়া সম্ভব হবে। সব সময় পরিবারকে যুক্ত না করলেও মাঝেমধ্যে এভাবে দেখা করার আয়োজন করতে পারেন। ত্রিশের পর নিজের বা বন্ধুদের জন্য সময় বের করা আপনার জন্য যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন আপনার বন্ধুর জন্যও। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা বা কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকলে তাই এই বয়সে অবশ্যই নিজের কথা রাখবেন। নিতান্ত জরুরি কোনো অবস্থার সৃষ্টি না হলে কিছুতেই বন্ধুকে শেষ মুহূর্তে 'না' বলা থেকে বিরত থাকাই ভালো। তিনিও তো পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্যান্য কাজ ফেলে আপনার জন্য সময় বের করেছিলেন। তাঁর সময়কে মূল্যায়ন করুন। হঠাৎ আপনার 'ইচ্ছা করছে না' বলেই তাঁকে 'না' বলে দেবেন না। অন্যান্য বয়সের চেয়ে এই বয়সে বলা এমন একটি 'না' নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বন্ধুত্বে।

'হামাস নেতাকে ইসরায়েল 'সম্ভবত' হত্যা করেছে'

তেহেরান, ২২ মেঃ হামাস নেতা মোহাম্মদ সিনওয়ারকে ইসরায়েল 'সম্ভবত' হত্যা করেছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। মোহাম্মদ সিনওয়ার ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটির গাজা অঞ্চলের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা কার্যত নেতা ছিলেন। 'আমরা হাজার হাজার ''সন্ত্রাসীকে নির্মূল করেছি,' গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন নেতানিয়াহু। তিনি আরও বলেন, 'আমরা ''ঘাতকদের নেতাদেরদেইফ, হানিয়া, ইয়াহিয়া সিনওয়ার ও সম্ভবত মোহাম্মদ সিনওয়ারকে হত্যা করেছি।' গত সপ্তাহে গাজার খান ইউনিস শহরে ইউরোপীয় একটি হাসপাতালে ব্যাপক হামলা চালিয়ে মোহাম্মদ সিনওয়ারকে ইসরায়েল লক্ষ্যবস্তু করেছিল বলে জানা গেছে। এ হামলায় ২৮ ফিলিস্তিনি নিহত ও ৫০ জনের বেশি আহত হন বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। যদি সিনওয়ারের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত হয়, তবে তা হবে হামাসের একাধিক শীর্ষ নেতাকে হত্যার সর্বশেষ ঘটনা। এসব হত্যাকাণ্ড হামাসের শীর্ষ নেতৃত্বের জন্য বড় ধাক্কা হলেও এখন পর্যন্ত সংগঠনটিকে নেতৃত্বশূন্য করতে পারেনি ইসরায়েল। মোহাম্মদ সিনওয়ার হচ্ছেন হামাসের সাবেক প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারের ভাই। গত অক্টোবর মাসে গাজার দক্ষিণাঞ্চলে ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে ড্রোন হামলা চালিয়ে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। মোহাম্মদ সিনওয়ারকে হত্যার বিষয়ে নেতানিয়াহুর বক্তব্য সম্পর্কে সিএনএন হামাসের প্রতিক্রিয়া জানতে পারেনি।

চিকিৎসকের খামখেয়ালিপনায় জিবি হাসপাতালে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

আগরতলা, ২২ মে ঃ কথা দিয়েও কথা রাখলেন না নিউরোসার্জন। সঠিক সময়ে অস্ত্রোপচার না করায় মৃত্যু হল রোগীর। অভিযোগের তীর জিবি হাসপাতালের নিউরোসার্জন ডাঃ রেড্ডির বিরুদ্ধে। ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মৃতের পরিবার-পরিজনরা।

গত সোমবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জোলাইবাড়ির শান্তিনিকেতন পাড়ায় এক বাইসাইকেল চালককে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন বাইক চালক প্রসেনজিৎ দেবনাথ। তাকে উদ্ধার করে জোলাইবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে শান্তিরবাজারস্থিত দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় গুরুতর আহত প্রসেনজিৎ দেবনাথকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গত মঙ্গলবার জিবি হাসপাতালের নিউরোসার্জন ডাঃ রেড্ডি রোগীকে দেখেন এবং বুধবার তার অস্ত্রোপচার করা হবে বলে জানান। কিন্তু বুধবার প্রথম পর্যায়ে এবং দ্বিতীয় পর্যায়েও রোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়নি।এর ফলে বুধবার রাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন প্রসেনজিৎ দেবনাথ। বৃহস্পতিবার মৃত যুবকের ভাই অভিযোগ করে জানান, জিবি হাসপাতালের নিউরোসার্জন ডাঃ রেড্ডি সঠিক সময়ে অস্ত্রোপচার করলে তার ভাইয়ের মৃত্যু হত না। ডাঃ রেড্ডির গাফিলতির কারণেই তার ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত তথা মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মৃতের ভাই। এই ঘটনায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্যান্য রোগীর পরিজনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জিবি হাসপাতালের নিউরোসার্জন ডাঃ রেড্ডির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছেন অনেকেই।

ষণ্ডেশ্বর মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ঝড়, পাক খেয়ে একাধিক গাছ, ইলেকট্রিক পোস্ট উপড়ে দেয়

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া হুগলি,২২ মেঃ সন্ধ্যার পর হঠাৎ হুগলির ষণ্ডেশ্বর মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ঝড় শুরু হয়। সেই ঝড় পাক খেয়ে একাধিক গাছ, ইলেকট্রিক পোস্ট উপড়ে দেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর তলায় এ দিন বৈশাখী মেলা বসেছিল। ঝড়ে গাছ পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই মেলার দোকানপাট-সহ একাধিক বাড়িঘরও। এলাকার বাসিন্দারা জানান, এ দিন ঝড়ের আগে বৃষ্টি শুরু হয়। তারপর হঠাৎ একটা পাক খাওয়া ঝড় সব উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। ইলেকট্রিক পোস্ট ভেঙে তার জড়িয়ে যায়। মন্দির সংলগ্ন অনেক গাছ ও গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। তবে ষণ্ডেশ্বর মন্দিরের কোনও ক্ষতি না হলেও গাছের ডাল পড়ে একটি ছোটো মন্দিরের সামান্য ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই এই ঝড়কে টর্নেডো বলেই মনে করছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সেই ঝড় ষণ্ডেশ্বর তলা পেরিয়ে শ্যামবাবুর শ্মশান ঘাটের দিকে চলে যায়। সেখানেও বিদ্যুৎ-এর খুঁটি উপড়ে পড়ে। সেই সঙ্গে গাছ ভেঙে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন স্থানীয় দোকানদার বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে বুধবার রাতেই চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এ দিকে ব্যান্ডেল বন মসজিদের পাশেও একটি বাড়িতে গাছ ভেঙে পড়ে। সেখানে আটকে পড়া দুই মহিলাকে জানালা ভেঙে উদ্ধার করেন দমকল কর্মীরা। হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের পুর পারিষদ জয়দেব অধিকারী বলেন, 'ঝড়ে শহরের একাধিক জায়গায় গাছ ভেঙে পড়েছে। গাছ কেটে সরাতে সময় লাগবে। আমরা শুনেছি উত্তর চন্দননগর, খুশিগলি, শ্যামবাবুর ঘাটে একাধিক বাড়ি ও গাড়ির গাছ ভেঙে পড়েছে।'

Name Change

I , Munsi Badare Alam S/O- Munsi Habibul Islam resident of Vill-Nichintapur,P.O.- Nichintapur, P.S.- Khandaghosh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713142, have changed my name and shall henceforth be known as 'MUNSI BADRE ALAM' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 22/05/2025. That Munsi Badare Alam and Munsi Badre Alam both are same and one identical person.

Name Change

I , Gopal Chandra Das S/O- Nirmal Das resident of Khanpukur,P.O.- Burdwan,P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, have changed my name and shall henceforth be known as 'GOPAL DAS' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 19/05/2025. That Gopal Chandra Das and Gopal Das both are same and one identical person.

Name Change

I , Somenath Das S/O- Gopal Chandra Das @ Gopal Das resident of Loco Golghar, Ghosh Para, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, have changed my name and shall henceforth be known as 'SOMNATH DAS' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 19/05/2025. That Somenath Das and Somnath Das both are same and one identical person.

Name Change

I, Sangeeta Sultania W/o Atul Kumar Sultania Residing at Urbana Tower 7, Flat No - 1704, 783 Chowbaga Road, P.o - E.K.T, P.s - Anandapur, District - Kolkata, Pin - 700107 West Bengal India shall henceforth be known as Sangita Sultania. I declare that Sangeeta Sultania and Sangita Sultania is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-05-2025.

Name Change

I, Zulfaquar Ali S/o Late Mujibur Rahaman Residing at 103, Belilious Road, P.o - Howrah, P.s - Howrah, District - Howrah, Pin - 711101 West Bengal India shall henceforth be known as Zulfiquar Ali. I declare that Zulfaquar Ali and Zulfiquar Ali is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-05-2025.

Name Change

I, Basudev Dey S/o Late Dhirendra Dey Residing at 370/B, G.T Road Manasatala, P.o - Chatra, P.s - Serampore, District - Hooghly, Pin - 712204 West Bengal India shall henceforth be known as Basudeb Dey. I declare that Basudev Dey and Basudeb Dey is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-05-2025.

Name Change

I, SABIR ALI MOLYA (Old Name) S/O LATE KALACHAND MOLLA Residing at Vill - Padmapukur, P.O - Chandibari, District - North 24 Parganas, Pin - 743502 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SABIR ALI MOLLA (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 22-05-2025. SABIR ALI MOLYA (Old Name) and SABIR ALI MOLLA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, KRISHNA BANERJEE (Old Name) D/O LATE AJIT KUMAR LAHIRI Residing at 6 M Baishnab Ghata Bye Lane, P.O - Naktala, P.S - Netaji Nagar, District - Kolkata, Pin - 700047 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KRISHNA LAHIRI (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 22-05-2025. KRISHNA BANERJEE (Old Name) and KRISHNA LAHIRI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, PRAGNA PRAMANICK (OLD NAME) R/O RENAPRATAP ROAD P.O. SAKTINAGAR, DIST NADIA I HAVE CHANGE MY NAME PRAGNA DEY PRAMANICK (NEW NAME) AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 20-5-2025 PRAGNA PRAMANICK AND PRAGNA DEY PRAMANICK W/o RAKTIM DEY IS SAME PERSON.

Name Change

I, Monojit Manna S/o Astam Kumar Manna resident of Vill.-Satmasa, P.O.- Dakshin Narayanpur, P.S.-Arambagh, Dist.-Hooghly, Pin-712812 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name Astam Kumar Manna instead of Astom Kumar Manna vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Arambagh, Hooghly on 22/05/2025. Astam Kumar Manna and Astom Kumar Manna both are the same and one identical person.

Name Change

I, Mohammed Humayunkabir (Old Name) S/o- Abdul kader Sk, Residing at, Vill- Rautara Mondalpara, Post- Ashachia, Ps- Krishnagar, Dist- Nadia, Pin- 741137, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from Mohammed Humayunkabir To Humayun kabir (New name) and hence forth I Shall be Known as Humayun kabir in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 22 May 2025, Humayun kabir and Mohammed Humayunkabir both are Same and one identical person.

Name Change

I, Jay gopal Biswas (Old Name) S/o- Kiranchandra Biswas, Residing at, Vill- Tarinipur, Post- Bhairab chandrapur, Ps- Hanskhali, Dist- Nadia, Pin- 741502, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from Jay gopal Biswas To Jay kumar Biswas (New name) and hence forth I Shall be Known as Jay kumar biswas in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 22 May 2025, Jay kumar Biswas and Jay gopal Biswas both are Same and one identical person.

অন্যের সংসারে নাক গলাতে যাবেন না, সেটা আপনার ছেলে বা মেয়ে হলেও না

লিখতে বসার আগে ফেসবুকে একটা পোস্টে চোখ আটকে গেল। যৌথ পরিবারে তিন মাস হয় বিয়ে হওয়া এক বান্ধবী লিখেছে, 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, পুত্রবধূ ও নিজের ছেলের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারেন মা। অথচ অনেকে কেবল উল্টোটাই করেন।' এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি কীভাবে সংসারের বিভিন্ন রকম মানুষ সামলান? উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি সে চেষ্টাই করি না। এ জন্যই বোধ হয় সব ঠিক আছে।'

এখানে উল্লেখ্য, শর্মিলা ঠাকুরের ছেলে বলিউড অভিনেতা সাইফ আলী খান এবং তাঁর পুত্রবধূ আরেক বলিউড তারকা কারিনা কাপুর খান। ওই সাক্ষাৎকারে শর্মিলা আরও বলেন, 'আমি কারও কাছ থেকে উচ্চাশা রাখি না। ওরা সবাই বড় হয়েছে। ওদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা আছে, নিজেদের ব্যক্তিগত জায়গা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে একটু সংবেদনশীল থাকতে হবে। আমি কেবল নিজের দায়িত্বটুকু ভালোভাবে পালন করি।'

যুক্তরাষ্ট্রের সুজু মিগেল প্যারেন্টিং বিশেষজ্ঞ। তিনি 'এম্পটি নেস্ট ব্লেসড' নামে সন্তান পালনবিষয়ক একটি অনলাইন পোর্টালে লেখালেখিও করেন। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যার মা। তাঁর ছেলেরা বিবাহিত। 'হাউ টু বি আ গুড মাদার ইন ল' নামে একটি বই লিখেছেন সুজু। তিনি বলেন, 'ভালো শাশুড়ি হওয়ার কোনো আইন, নিয়মকানুন আমি পাইনি। তবে আমার শাশুড়িকে দেখে শিখেছি। আর এখন দুই পুত্রবধূর শাশুড়ি হওয়ার পর প্রতিনিয়ত হাতেকলমে শিখছি। নিজে ভালো শাশুড়ি হওয়ার কোনো বই পাইনি। তাই নিজের অভিজ্ঞতাই লিখে ফেলেছি। অন্যের যদি কিছুটা হলেও কাজে লাগে।'

সুজু মিগেল আরও বলেন, 'ভালো শাশুড়ি হওয়ার জন্য একবাক্যে বলতে গেলে নিজের জীবনে, নিজের কাজে মনোযোগী হওয়া, প্রত্যাশা না রাখা, পরিবারের নতুন সদস্যকে সর্বোচ্চ ইতিবাচকতার সঙ্গে গ্রহণ করা, সহানুভূতিশীল হওয়া, ক্ষমা করা আর উপহার দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।' 'হাউ টু বি দ্য বেস্ট মাদার ইন ল ইউ ক্যান বি' শিরোনামে তিনি যে লেখাটি লিখেছেন, সেখান থেকে ভালো শাশুড়ি হওয়ার কয়েকটি নিয়ম থাকল মিগেলের বিবৃতিতে।

১. যেদিন আপনার ছেলে বা মেয়ের বিয়ে হলো, মনে রাখবেন, সেদিন থেকে আপনি আর তার জীবনের প্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নন। দুটি মানুষ নতুন জীবন শুরু করতে চলেছে। এখন তারা একজন আরেকজনের প্রথম অগ্রাধিকার। এত দিন ছেলে বা মেয়ের জীবনে আপনার যে ভূমিকা ছিল, সেখান থেকে আপনি অবসর নিন। এক ধাপ পিছিয়ে আসুন। ওদেরকে শুভকামনা জানান, ওদের মতো করে ছেড়ে দিন। নিজের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভালো শাশুড়ি হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন।

২. ছেলে বা মেয়ের সংসার এখন তাদের প্রথম অগ্রাধিকার। তাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিতে দিন। সময়টাকে উপভোগ করতে দিন। নিজেদের বোঝাপড়ার পূর্ণ সুযোগ দিন। তাদের উপার্জিত অর্থ তারা কী করবে বা কোন খাতে খরচ করবে, সেটা একান্তই তাদের ব্যাপার। কবে তারা সন্তান নেবে বা আদৌ নেবে কি না, সে সিদ্ধান্ত একান্তই তাদের। এককথায়, অন্যের সংসারে নাক গলাতে যাবেন না। সেটা আপনার ছেলে বা মেয়ে হলেও না! কেননা 'ব্যক্তিগত স্পেস'কে সম্মান করতেই হবে। নয়তো জটিলতা তৈরি হবেই।

সংসারের আসবাবপত্র

৩. পুত্রবধূ আর আপনার মধ্যে যতই অমিল থাকুক, মনে রাখবেন, আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল হচ্ছে আপনারা দুজনেই একই মানুষকে ভালোবাসেন। আমি যেমন আমার ছেলেকে ভালোবাসি, সে-ও তার জীবনসঙ্গীকে ভালোবাসে। পরিবারের গুরুজন হিসেবে, ছেলে বা মেয়ের মা হিসেবে মেয়েজামাই বা পুত্রবধূকে আপন করে নেওয়ার দায়িত্ব শাশুড়ি হিসেবে একান্তই আমার।

৪. আপনি যেটাতে মনোযোগ দেবেন, সেটাই বেড়ে উঠবে। আপনি যদি আপনার পুত্রবধূর ভুলগুলোতে মনোযোগী হন, সেসব নিয়েই কথা বলেন, ভুল বাড়বে। আপনার চোখে কেবল ভুলই ধরা পড়বে। বরং তার ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে কথা বলুন। প্রশংসা করুন। দৃশ্যপট ইতিবাচকভাবে বদলে যাবে জাদুর মতোই।

৫. পুত্রবধূর সঙ্গে ভালো সময় কাটান। নিজেরা একই ধরনের পোশাক কিনতে পারেন। সেটি পরে কারও জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে পারেন বা বাইরে কোথাও খেতে যেতে পারেন।

৬. মনে রাখবেন, আপনি আপনার পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, মেয়েজামাই কাউকে যদি 'প্যারা দেন', সেটা 'সুদেআসলে' আরও বড় হয়ে আপনার কাছেই ফিরে আসবে। ধরুন, আপনি পুত্রবধূর সম্পর্কে নেতিবাচক কোনো কথা বললেন আপনার ছেলের কাছে। ফলে আপনি কেবল ছেলে আর বউয়ের মধ্যেই ঝামেলা বাধালেন না, পাশাপাশি আপনার সঙ্গে ছেলে ও পুত্রবধূর সম্পর্কেও তৈরি হলো জটিলতা। তাই কোনো নেতিবাচক মন্তব্য নয়!

৭. সব সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কমবেশি ঝামেলা হয়ই। যখন তাদের কেউ একজন আপনার কাছে এ রকম সময় সাহায্য চাইতে আসে, সব কথা না শুনে আগেই উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। নিরপেক্ষভাবে সমাধানের উদ্দেশ্যে কথা বলুন।

৮. ভালো শাশুড়ি যে আপনাকে হতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। আপনার কারণে সন্তানের সংসারে যাতে কোনো ধরনের জটিলতা তৈরি না হয়, কেবল সেটুকু নিশ্চিত করুন। তাতেই আপনি দিব্যি পাস করে গেলেন!

দাম্পত্য সম্পর্কের এই ১২ লক্ষণের কয়টি আপনাদের মধ্যে আছে

একজন আরেকজনের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করা। ইতিবাচক ও আশাবাদী থাকা। ধরুন, একজন কোনো একটা সমস্যায় পড়েছেন, কিন্তু আপনি নিশ্চিত যে আপনার সঙ্গী ঠিকই যথাযথভাবে সেটার সমাধান করে সেখান থেকে বের হয়ে আসবেন।

দুজনে মজা করা, একসঙ্গে হাসা। মনে রাখবেন, একটুখানি হাস্যরসের ইতিবাচক শক্তি অসীম। একসঙ্গে হাসা আপনাদের দুজনের বন্ধনকে গভীর আর শক্তিশালী রাখতে সাহায্য করে। বন্ধুত্ব থেকে শুরু করে যেকোনো সম্পর্কের জন্য এটা সত্য।

একসঙ্গে কাউকে সাহায্য করা। 'অ্যাক্ট অব কাইন্ডনেস'ও শক্তিশালী বন্ধনের অন্যতম ভিত্তি।

দুজনে ঘুরে বেড়ানো। রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে নেওয়া। রঙিন স্মৃতি জমানো। দুজনে মিলে কঠিন সময় সামাল দেওয়া। সেটা হতে পারে অর্থনৈতিক বিপর্যয় বা সন্তানের অসুস্থতা, পারিবারিক সংকট বা যেকোনো সংকট পাড়ি দেওয়া। যেকোনো ঝগড়া, কথাকাটাকাটি বা মনোমালিন্যের পর দ্রুত সেরে ওঠা।

সঙ্গীর প্রতি শারীরিক ও মানসিক আকর্ষণ অনুভব করা। প্রতিদিন শারীরিক স্পর্শে বাঁচা। হাত ধরে হাঁটা বা বাইরে থেকে এসে জড়িয়ে ধরা, রাতে ঘুমানোর সময় আলিঙ্গন করাকোনো একটা কিছু ঘটনা ঘটার পর সঙ্গীর সঙ্গে শেয়ার না করা পর্যন্ত অনেকের 'পেটের ভাত ঠিকমতো হজম হয় না', এটা শক্তিশালী বন্ধনেরই বৈশিষ্ট্য।

এমন কিছু গোপন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হওয়া, যেসব কেবল আপনারা দুজনই জানেন। এবং কেবল নিজেদের ভেতরে রাখতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

প্রয়োজনীয় বা দরকারি বার্তা পাঠানোর পাশাপাশি পুরোনো ছবি, স্মৃতি, মজার রিলস বা ভিডিও পাঠানো বা ভালোবাসার কথা জানানো। বা মনের গভীরের কোনো অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া।

একজন আরেকজনকে 'থ্যাংক ইউ', 'আই লাই ইউ' বলা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

আপনার প্রিয়জনের জন্য সেরা উপহার

ঘরের কাজ দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে করা।

সঙ্গীর ছোট ছোট জয় বা সাফল্য দুজনে মিলে উদ্‌যাপন করা।

দুজনে একই সময়ে ঘুমাতে যাওয়া ও একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠা। অর্থাৎ একই সঙ্গে দিন শুরু করা ও শেষ করা। কেননা দিনের এই দুটি সময়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সাইলেন্ট ডিভোর্সে দম্পতিদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্বাভাবিক আবেগের দিকটি হারিয়ে যায়

ডিভোর্স, অর্থাৎ আইনি বিচ্ছেদ ছাড়াও কোনো দম্পতি সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন। এমন দম্পতির সংখ্যা কম নয়, যাঁরা বিয়ের সূত্রে এক ছাদের নিচে বাস করলেও নীরবে বিচ্ছেদের জীবন কাটাচ্ছেন। এই দম্পতিদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্বাভাবিক আবেগের দিকটি হারিয়ে যায়। আর এ অবস্থাকেই বলা হয় সাইলেন্ট ডিভোর্স। এ যুগে সাইলেন্ট ডিভোর্সের সংখ্যা বাড়ছে। সাইলেন্ট ডিভোর্সসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত পাওয়া কিন্তু বেশ মুশকিল। কারণ, আইনগতভাবে বিচ্ছেদ না হলে সেটির তথ্য কোথাও লেখা থাকে না। মনের বিচ্ছেদের কথা সমাজের সামনে আনতেও চান না এই দম্পতিরা। তাই কিছু বুঝতেও দেন না কাউকে। সমাজের চোখে তাঁরা হয়তো সুখী দম্পতি। বহুবিধ কারণেই বেড়ে চলেছে সাইলেন্ট ডিভোর্স। এ সম্পর্কে বলছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী এবং পিএইচডি গবেষক হাজেরা খাতুন। সম্পর্কে ছেদ কেন সম্পর্কের ভিত হলো বিশ্বাস। ভিত নড়ে গেলেই বড্ড মুশকিল। আবার ছোট ছোট সাদামাটা অভিমান জমা হতে হতেও একসময় নীরবে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, যদি অপর পক্ষ এ অভিমানকে গুরুত্ব না দেয়। অতিরিক্ত আধিপত্য, বড় ধরনের আর্থিক সংকট কিংবা সন্তান পালন বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতের অমিলের কারণেও সম্পর্ক ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যেতে পারে। দাম্পত্যের স্বাভাবিক চাহিদা বা একে অন্যের প্রতি স্বাভাবিক নির্ভরশীলতা নষ্ট হলেও একসময় সম্পর্ক হয়ে পড়তে পারে নিষ্প্রাণ। **তবে কেন নীরবেই বিচ্ছেদ** আবেগগতভাবে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলে কেউ কেউ বেছে নেন আইনি বিচ্ছেদের পথ। তবে বিচ্ছেদের মতো বড় সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে অনেকেই সামাজিক কারণে পিছপা হন। আইনি বিচ্ছেদে সমাজের কটু কথার ভয় থাকে, পরিবারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার শঙ্কা থাকে।

নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগ, অঙ্গনারী সেন্টারে তালা ঝোলালো গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২২ মে ঃ পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের মুকসিমপাড়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বড় কায়বাতি ৭ নাম্বার অঙ্গনারী কেন্দ্র নিম্নমানের খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার পাশাপাশি, অঙ্গনওয়ারী

সেন্টারে দিদি মনি না আসার অভিযোগ। একই সাথে দু-তিনদিনকার খাবার একসাথে রান্না করে পড়ুয়া থেকে শুরু করে গর্ভবতী মায়েদের দেওয়ার অভিযোগ। বিক্ষোভ দেখিয়ে অঙ্গনারী সেন্টারে তালা লাগিয়ে দিল উত্তেজিত গ্রামবাসীরা। ঘটনাস্থলে ব্যাপক উত্তেজনা। অঙ্গনারী সেন্টারের কর্মী কে বার করে তালা লাগিয়ে দেয় গ্রামবাসীরা। পরবর্তী সময়ে পূর্বস্থলী থানা পুলিশ ঘটনার স্থলে উপস্থিত হয়। তাদের উপস্থিতিতেই এবং পুলিশি আশ্বাসে তালা খুলে দেয় গ্রামবাসীরা। এদিন গ্রামবাসীরা জানান, ওই দিদিমণি এবং কর্মী কে অন্যত্র ট্রান্সফার করতে হবে। যা খাবার দেওয়া হয় তা পাতে দেওয়ার যোগ্য নয়, না থাকে সবজি, না থাকে ডাল কেবলমাত্র ভাত হলুদ এবং নুন দিয়ে সেদ্ধ করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ তুলেছেন এদিন গ্রামবাসীরা। একই সাথে ওই রান্নার কর্মী এখান থেকে সবজি নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। ঘটনার পরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

নয়াগ্রামের চালতাবেড়ার রাস্তা যেন নর্দমা! ভোগান্তিতে ৪০০ পরিবার

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২২ মে ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের মলম গ্রাম পঞ্চায়েতের চালতাবেড়া গ্রামে রাস্তার অবস্থা চরম দুর্দশার। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল এই রাস্তার উপর দিয়েই প্রতিদিন যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকার প্রায় ৪০০ টি পরিবারকে। সামান্য বৃষ্টিতেই এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে যায় রাস্তায়, আর বর্ষার মৌসুমে পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাস্তার দুর্দশার কথা বারবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শেষে তারা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরে অভিযোগ জানাতে বাধ্য হন। এরপর প্রশাসনের আধিকারিকরা এসে রাস্তাটি পরিমাপ করে যান ও আশ্বাস দেন, খুব শীঘ্রই রাস্তার কাজ শুরু হবে। রাজ্য সরকারের তহবিল থেকেও টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই সব থমকে যায়। রাস্তার কাজ শুরু না হওয়ায় চরম ভোগান্তির মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে গ্রামের মানুষদের। জলকাদাতে ভিজে শিশু থেকে বৃদ্ধ-সবাইকে চলাচল করতে হচ্ছে। রাস্তার একপ্রান্তে যেন নর্দমার মতো চেহারা নিয়েছে। এই বিষয়ে নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা বেরা বলেন, খুব তাড়াতাড়ি রাস্তার কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যেই বরাদ্দ হয়েছে প্রয়োজনীয় অর্থ। যদিও তার এই আশ্বাসে ভরসা রাখতে পারছেন না গ্রামবাসীরা। অন্যদিকে বিজেপি নেতা পরমেশ্বর মণ্ডল অভিযোগ করে বলেন, তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত সঠিকভাবে কাজ করছে না। সরকারি টাকা আত্মসাৎ করছেন তৃণমূলের নেতারা। তাই আজও এই রাস্তাটির কাজ হয়নি। এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূলের মলম অঞ্চল সভাপতি বঙ্কিম ভক্তা জানান, আমরা চাই না কোনও রাস্তার কাজ আটকে থাকুক। খুব দ্রুত এই কাজ শুরু করা হবে। চালতাবেড়া গ্রাম যেন এখন সরকারের প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতার মাঝে আটকে থাকা একটি নাম। আর ভোগান্তির শেষ নেই সাধারণ মানুষের।

জঙ্গলে প্রবেশ করেছে চোরাশিকারীরা, জোরদার তল্লাশি শুরু জলদাপাড়ায়!

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২২ মে ঃ জঙ্গলে প্রবেশ করেছে চোরাশিকারীরা, যার জন্যই জলদাপাড়া জঙ্গলে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। চলছে রুট মার্চ। চোরাশিকারীদের হাত থেকে জঙ্গলের বন্যপ্রাণ বাঁচানো একমাত্র লক্ষ্য বন বিভাগের। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬১ মিটার উচ্চতায় তোর্ষা নদীর তীরে অবস্থিত এই অভয়ারণ্যের সামগ্রিক আয়তন ১৪১ বর্গ কিলোমিটার। জলদাপাড়া মূলতঃ নদী কেন্দ্রিক বনাঞ্চলময় একটি সুবিস্তৃত তৃণভূমি। জৈব ও উদ্ভিজ্জ প্রকৃতির বৈচিত্রময় সমাবেশ দেখা যায় এই অভয়ারণ্যে। এগুলির মধ্যে অবলুপ্তপ্রায় একশৃঙ্গ গণ্ডার বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এইসব প্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালে জলদাপাড়া একটি অভয়ারণ্য ঘোষিত হয়। এই বনভূমি প্রধানত লম্বা এলিফ্যান্ট ঘাসবিশিষ্ট সাভানা অঞ্চল। জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের মুখ্য আকর্ষণ এশীয় একশৃঙ্গ গন্ডার। অসমের কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের পর ভারতে এই

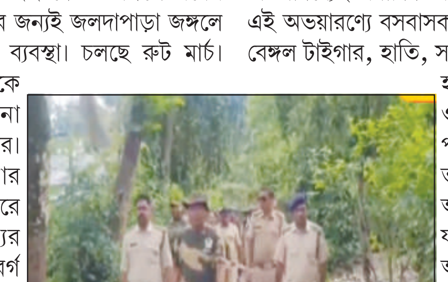

অভয়ারণ্যেই সর্বাধিক সংখ্যক গন্ডারের দেখা মেলে। এই অভয়ারণ্যে বসবাসকারী অন্যান্য বন্যপ্রাণীগুলি হল বেঙ্গল টাইগার, হাতি, সম্বর হরিণ, মায়া হরিণ, চিতল হরিণ, হগ ডিয়ার, বুনো শুয়োর ও গৌর। জলদাপাড়া পক্ষীদর্শকদের কাছে স্বর্গরাজ্য। ভারতের যে অল্প কয়েকটি অঞ্চলে বেঙ্গল ফ্লোরিক্যান দেখা যায়, তার মধ্যে জলদাপাড়া অন্যতম। জলদাপাড়া বনবিভাগের পক্ষ থেকে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান লাগোয়া বিভিন্ন বনবস্তি গুলোতে রুটমার্চ চালানো হচ্ছে। রীতিমত স্নিফার ডগ দিয়ে বনদফতরের কর্মীরা রুট মার্চ চালাচ্ছেন ও বনবস্তি বাসীদের সচেতন করছেন। বনদফতরের আধিকারিক নির্মল এক্কা জানান, জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে যাতে বাইরের কোনোও লোক এলাকায় দেখলে বনবস্তিবাসীরা বনদফতরে খবর দেন। বর্ষা শুরু হলে চোরা শিকারিদের উপদ্রব বেড়ে যায়। বন্যপ্রাণ রক্ষা করতে আমরা সদা সচেষ্ট।

স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দিল আদালত

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২২ মে ঃ স্ত্রীর গলায় নাইলনের দড়ির ফাঁস লাগিয়ে খুন করার অভিযোগে স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দিল আদালত। ২০২০ সালের ২৪ মে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় থানার রামকানালী গ্রামে নিজের বাড়িতেই স্ত্রী বৈশাখী বাউরীকে খুন করার অভিযোগ ওঠে স্বামী আনন্দ বাউরীর বিরুদ্ধে। ৫ বছর পর সেই ঘটনায় স্বামী আনন্দ বাউরীকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। বৃহস্পতিবার তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দিল বাঁকুড়া জেলা আদালত। সূত্রের খবর, ১৩ বছর আগে বাঁকুড়ার মেজিয়া থানার মুকুন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা বৈশাখী বাউরীর সঙ্গে বিয়ে হয় বেলিয়াতোড় থানার রামকানালী গ্রামের বাসিন্দা আনন্দ বাউরীর। ওই দম্পতির একটি ছেলে ও একটি মেয়েও হয়। পরিবারের দাবি, বিয়ের পর থেকেই দম্পতির মধ্যে দাম্পত্য কলহ লেগেই থাকত। মাঝেমধ্যেই আনন্দ বাউরী মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রী বৈশাখীর উপর চড়াও হয়ে মারধর করত বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার দুই পরিবার আলোচনায় বসে মিটমাটও করে নেয়। কিন্তু তারপরেও বৈশাখীর উপর অত্যাচার কমেনি। ২০২০ সালের ২৪ মে রাতে বৈশাখীর বাপের বাড়ির লোকজন জানতে পারে সে অসুস্থ। তাঁকে বেলিয়াতোড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে বৈশাখীর বাপের বাড়ির লোকজন জানতে পারেন বৈশাখীর মৃত্যু হয়েছে। এরপরই বৈশাখীকে খুন করার অভিযোগ তুলে বেলিয়াতোড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বৈশাখীর ভাই আস্তিক বাউরী। পরে আনন্দকে গ্রেফতার করে বেলিয়াতোড় থানার পুলিস। তারপর থেকে ওই ঘটনার মামলা চলছিল বাঁকুড়া জেলা আদালতে। বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ ও সাক্ষ্য গ্রহণের পর বুধবার আদালত বৈশাখী বাউরীকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে। এদিন বাঁকুড়া জেলা আদালত আনন্দ বাউরীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দেয়। একইসঙ্গে আনন্দ বাউরীকে দশ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ৬ মাস কারাদন্ডের নির্দেশ দিয়েছে বাঁকুড়া জেলা আদালত।

ভুয়ো পরিচয়ে প্রেম, বিয়ে! ছ'মাস পর পর্দাফাঁস, শ্রীঘরে প্রতারক

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২২ মে ঃ আইপিএস পরিচয় দিয়ে প্রেম, বিয়ে। ছ'মাসের মাথায় সন্দেহের জেরে স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই মিথ্যার পর্দাফাঁস! প্রতিবাদ করতেই বধূর উপর নৃশংস নির্যাতন শুরু হয়। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে ভুয়ো আইপিএসকে গ্রেপ্তার করে উত্তর দিনাজপুরের পুলিশ। সোশাল মিডিয়ায় নিজেকে আইপিএস অফিসারের পরিচয় দিয়েছিল মালদার বাসিন্দা হৃদয় দে। মালদার বাসিন্দা। রায়গঞ্জের এক তরুণীর সঙ্গে মাস দুয়েকের পরিচয় থেকে প্রণয়। মন্দিরে গিয়ে বিয়েও হয়। বিয়ের পর তারা রায়গঞ্জ বীরনগর এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া আসেন। মাস ছয়েকের মধ্যে স্বামীর কাজকর্ম ঘিরে সন্দেহ হয় নববধূর। মোহভঙ্গ হতেই স্বামীর সঙ্গে তুমুল বাগবিতণ্ডা বাঁধে। শেষে পর্দাফাঁস হয়। প্রতিবাদ করতেই বধূর উপর নৃশংস নির্যাতন নেমে আসে। জানা যায়, আইপিএস কিংবা কোনও সরকারি আধিকারিক নন হৃদয়। এরপরই পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি। বধূর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ভুয়ো আইপিএসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ১৪টি এটিএম কার্ড উদ্ধার করে পুলিশ। বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর উপর শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করত বলে অভিযোগ। তাঁর আরও দাবি, সারাদিন কোনও কাজে না গিয়ে বাড়িতেই থাকতেন ওই ব্যক্তি। বুধবার রাতে স্ত্রীকে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়ের আত্মীয়রা এসে বধূকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রায়গঞ্জ পুলিশ সুপার সানা আখতার বলেন, ভুয়ো অফিসারকে অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, হৃদয় আইপিএস পরিচয় দিয়ে টাকাও তুলত।

মালদা কে টেক্কা দিচ্ছে পূর্বস্থলীর আম

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২২ মে ঃ রাজ্যের মধ্যে মালদা জেলার আম যে বিখ্যাত সেটা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এবার দেখা গেল এক ভিন্ন ছবি। এ যেন একেবারে উল্টো পুরাণ! মালদা ছেড়ে পূর্ব বর্ধমানে ঘাঁটি গেড়েছেন মালদার একাধিক আম ব্যবসায়ী। পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে এসেছেন আম কেনার জন্য। পূর্বস্থলীর আম চাষিদের থেকে আম কিনে সেই আম পাঠাচ্ছেন দেশের বিভিন্ন রাজ্য সহ বিদেশেও! রাজ্যের মধ্যে মালদা জেলা আমের জন্যই বিখ্যাত। মালদার আমের স্বাদ পায়নি, এমন বাঙালি খুবই কম। তবে সেই মালদা জেলার ব্যবসায়ীরাই এবার চলে এসেছেন পূর্ব বর্ধমান জেলায়। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, যে জেলা আমের জন্য বিখ্যাত সেই জেলার ব্যবসাযীরা পূর্ব বর্ধমানে কেনও আম কিনতে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে মালদা জেলার আম ব্যবসায়ী রামকৃষ্ণ মণ্ডল জানিয়েছেন, আমরা এখানে কয়েকবছরে ধরেই আসছি। এখানে চাষিদের থেকে আম কিনে বাইরে পাঠায়। মালদা ছেড়ে এসেছি তার কারণ এখানে আম আগে প্রস্তুত হয়ে যায় অর্থাৎ পেকে যায়। মালদার আম প্রস্তুত হতে একটু দেরি হয়। বাজারে পূর্বস্থলীর আম আগে ছড়িয়ে দিই। এক দেড়মাস এখানে থেকে আবার মালদা চলে গিয়ে ওখানকার আম পাঠাবো। পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর আমেরও সুনাম পূর্বস্থলীর হিমসাগর সেরা সুস্বাদু আম হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। এমনকী, বীরভূম জেলার আম উৎসবেও সেরা হয়েছে পূর্বস্থলীর সুস্বাদু আম। আগে রাজ্যে আমের সেরার তালিকায় নাম ছিল মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার। তবে এখন পূর্বস্থলীর আমেরও কদর বেড়েছে। মালদার আমকেও সমান তালে টেক্কা দিচ্ছে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর আম। মালদা জেলার বাসিন্দা রতন মাহারা বলেন, আমরা মালদা থেকে আম প্যাকিং করতে এসেছি। আমরা শ্রমিক এটাই আমাদের কাজ। এখন পূর্বস্থলী থেকে গাড়ি গাড়ি আম বিহার, নেপাল, শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে। কিছুদিন রয়েছে রাজ্যজুড়ে। এখানেও হিমসাগর, ল্যাংড়া, বোম্বাই, ফজলি, গোলাপখাস, মিঠুয়া, আম্রপলি সহ প্রায় ৩০ ধরনের ভিন্ন প্রজাতির আমের চাষ হয়। মালদার মতোই পূর্বস্থলীর চাষিরাও দীর্ঘদিন ধরেই আম চাষ করছেন। পূর্বস্থলী জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রচুর আম বাগান। জানলে ভাল লাগবে কলকাতার আম উৎসবেও পরে আমরা আবার মালদা চলে যাব সেখানেও আম প্যাকিং করব এখন প্রতিদিন গাড়ি গাড়ি আম পূর্বস্থলী থেকে পাড়ি দিচ্ছে রাজ্য সহ ভিন রাজ্যেও। স্থানীয় চাষিরাও আম বিক্রী করে লক্ষ্মীলাভ করছেন আবার মালদার ব্যবসায়ীরাও লাভবান হচ্ছেন। মালদার আগে বাজারে ছড়িয়ে পড়ছে পূর্বস্থলীর আম।

আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - লিকুইডেশনে

দেউলিয়াত্ব এবং দেউলিয়াত্ব কোড, ২০১৬ এর অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণভাবে লিকুইডেটের (আইপি ডিকোড রেজলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড) দ্বারা নোটিশ দেওয়া হয়েছে, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর বিধানের অধীনে যে **কর্পোরেট দেনাদার মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - লিকুইডেশনে,** সিআইএন সহ U01222WB1973PLC029137 এর নিবন্ধিত অফিস পোস্ট-আরামবাগ, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭১২৬০১-এর ই-নিলামের মাধ্যমে Going Concern হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে (লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) নিয়মাবলী, ২০১৬ নীচে উল্লিখিত শর্তাবলী এবং পদ্ধতির অধীনে। কর্পোরেট দেনাদারকে ''যেমন আছে সেখানে যেমন আছে, যাই আছে এবং কোনও উপায় নেই'' এর ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে কারণ এই ধরনের বিক্রি কোনো প্রকার ওয়্যারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই। ই-নিলামটি এমএসটিসি লিমিটেড www.mstcindia.co.in দ্বারা পরিচালিত হবে এবং www.bidboli.com-এর মাধ্যমেও তালিকাভুক্তবাজার করা হতে পারে। ই-নিলাম **বৃহস্পতিবার, জুন ২৬, ২০২৫ এ সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ৪.০০টে** পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

১	ই-নিলাম বিস্তারিত	১. ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মঃ https://baanknet.com ২. মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মঃ www.bidboli.com ৩. তারিখ এবং সময়ঃ **বৃহস্পতিবার, জুন ২৬, ২০২৫ এ সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ৪.০০ টে পর্যন্ত** ৪. ই-নিলামের ৮ মিনিট সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে অর্থাৎ ই-নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৮ মিনিট বাড়ানো হবে যদি ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার আগে শেষ ৮ মিনিটের মধ্যে বিড করা হয়।
২	বিস্তারিত	**সম্পূর্ণ কর্পোরেট দেনাদার মেসার্সের বিক্রয়। আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - একটি অগ্রগতি উদ্বেগ হিসাবে লিকুইডেশনে** **বিক্রয়টি সেই সম্পদগুলিকে বাদ দেবে যেখানে সুরক্ষিত পাওনাদাররা তাদের নিরাপত্তা স্বার্থ উপলব্ধি করতেবেছে নিয়েছে এবং তাই লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ নয়।**
৩	রিজার্ভ মূল্য	৮৪,৯৩,৫৭,৯০০.০০/- টাকা (চুরাশি কোটি তিরানব্বই লক্ষ সাতান্ন হাজার নয়শো টাকা) শুধুমাত্র
৪	বায়না টাকা জমা	৪,২৪,৬৭,০০০.০০/- টাকা (চার কোটি চব্বিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা) শুধুমাত্র
৫	বিড ইনক্রিমেন্ট	১০,০০,০০০.০০/- টাকা (দশ লক্ষ টাকা) শুধুমাত্র
৬	ই-নিলামে অংশগ্রহণ হবে	১. সমস্ত আগ্রহী ক্রেতাদের অবশ্যই **প্রসেস মেমোরেন্ডামে বর্ণিত নিয়ম ও শর্তাবলী মেনে চলতে হবে যা liquidator.ahl@decoderesolvency.com-এ নিম্নস্বাক্ষরিত ইমেল করার পরে উপলব্ধ করা** ২. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য শর্তাবলী অনুযায়ী বায়না জমা (ইএমডি) একটি পূর্বশর্ত। একজন যোগ্য দরদাতা হিসাবে যোগ্য হওয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে নথি জমা দেওয়া (প্রক্রিয়া স্মারকলিপি অনুযায়ী) ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য একটি পূর্বশর্ত।
৭	যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**সোমবার, জুন ৯, ২০২৫**
৮	যোগ্য দরদাতার ঘোষণা	**শুক্রবার, জুন ১৩, ২০২৫**
৯	সম্পদ পরিদর্শন	পরিদর্শনের সময়সূচী করতে, প্রক্রিয়া স্মারকলিপিতে দেওয়া শর্তাবলী অনুযায়ী liquidator.ahl@decoderesolvency.com-এ লিখুন। **শনিবার, জুন ১৪, ২০২৫, থেকে শুক্রবার, ২০ জুন, ২০২৫, সকাল ১১.০০ থেকে সন্ধ্যে ৬.০০টা** পর্যন্ত যোগ্য দরদাতাদের জন্য পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
১০	**ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ**	**সোমবার, ২৩ জুন, ২০২৫**

যেহেতু মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬-এর বিধানের অধীনে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের **liquidator.ahl@decoderesolvency.com**-এ লিখে শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যোগাযোগের অন্য কোন উপায় বিনোদন দেওয়া হবে।

স্বা/-
ডিকোড রিসলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড
লিকুইডেটর-**আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড**
করেসপনডেন্স ইমেলঃ liquidator.ahl@decoderesolvency.com
রেজিস্টার্ড ইমেল আইডিঃ ip@decoderesolvency.com
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ IBBI/IPE-0091/IPA-3/2022-23/50006
এএফএ বৈধতার তারিখঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ মে ২৩, ২০২৫

প্রধানকে গণধর্ষণের হুমকির অভিযোগ, অভিযুক্ত দলের ঠিকাদাররা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২২ মে ঃ দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ, নগ্ন করে ঘোরানো এবং অ্যাসিড হামলার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুললেন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধান। এই মর্মে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান। অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে, বীরভূমের মুরারই ২ নম্বর ব্লকের কুশমোড় ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে। ওই পঞ্চায়েতের প্রধান রয়েছেন তৃণমূলের পারভিন বিবি। তাঁর অভিযোগ, পাইকরের বাসিন্দা ঠিকাদার অর্ধেন্দু দাস, কাশিমনগর গ্রামের সিস্ফুল শেখ, ফজলে শেখ, কুশমোড় গ্রামের সুরজ শেখ, ধানগড়া গ্রামের এনামুল শেখরা তাকে গণধর্ষণের হুমকি দেয়। এমনকি নগ্ন করে গ্রাম ঘোরানোর পাশাপাশি চেহারা বিকৃত করতে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারারও হুমকি দেয়। দুষ্কৃতীরা অপহরণেরও হুমকি দেয়। পাইকর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীদের সাহায্যে আমি রক্ষা পায়। তিনি বলেন, আমি অফিসের কাজে মুরারই ২ নম্বর পঞ্চায়েতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে পাইকর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়েছিলাম। কারন ওই পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অফিসার আমাদের পঞ্চায়েতে যোগদান করবেন, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সে সময় অভিযুক্তরা মদ্যপ অবস্থায় অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। গণধর্ষণ থেকে মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ার হুমকি দেয়। এমনকি অপহরণ করারও হুমকি। সে সময় পঞ্চায়েতের কর্মীরা রুখে দাঁালে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। প্রধানের অভিযোগ, দুষ্কৃতীদের পঞ্চায়েতের কাজ না দেওয়ায় তারা হামলার চেষ্টা করেছে। পুলিশ কোন সহযোগিতা করেনি। সুরজ শেখ বলেন, প্রধান মিথ্যা অভিযোগ করছেন।

Thanamakua Gram Panchayt
Vill & P.O.-Podrah, Sankrail, Howrah
NOTICE INVITING E-TENDER
E-TENDER NOTICE ARE INVITED VIDE **NIT NO-134/TGP/25-26 (SL-1 to 5)** BID SUBMISSION START DATE:- **22/05/2025 AT 09:30 Hrs.** BID SUBMISSION CLOSING : **28/05/2025 12:30Hrs.** BID OPENING DATE : **30/05/2025 12:30HRS.** PLEASE LOOK FOR DETAILS **www.wbtenders.gov.in** & UNDER SIGNED GP OFFICE.
SD/-
PRADHAN
THANAMAKUA GRAM PANCHAYAT.

Corrigendum Notice
In partial modification of the Notice published in the newspaper on **22/05/2025** for contractual and temporary appointment of a Tax Collector for Barameshya Ramnagar Gram Panchayat in Sl No 3, age Minimum **25 Years as on 01/01/2025** Should be read as Minimum **25 Years as on 18/06/2025** and other things remain same as given in the newspaper notice earlier.
Pradhan
Barameshya Ramnagar Gram Panchayat

e-TENDER NOTICE
NARUGRAM GRAM PANCHAYAT RAINA - I Block, Purba Bardhaman **e-NIT No-WB/BWN/NARU/NGP/2025-26/01) Dt.-22.05.2025,** MemoNo-512/NGP/2025, **e-TenderID-2025_ZPHD_850799_1**,Bid Submission Start Dt. **11.03.2025** (Online) **23/05/2025 From 10:00 AM** onwards, Bid Submission Closing Dt. (Online) **02/06/2025 up to 06:00 PM**. For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Narugram Gram Panchayat

Office of the
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad Murshidabad.
e-N.I.T. No. 01/2025-26
e-N.I.T.-02 is invited through on-line by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 01 (One) nos. works under Chhaighari Gram Panchayat from **23.05.2025 to 31.05.2025**
N.B.:Details may be obtained from **http://etender.wb.nic.in** & from this office during office hours
Prodhan
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST. MURSHIDABAD, PIN-743149
e-Mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No-03443-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No 498/MM/NieT/2025-26 and Dated: 22-06-2025.** The last date for online submission of tender is **30-05-2025 (Friday) up to 16:00 Hours** For details please Visit website **https://wbtenders.gov.in**
Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

e-Tender No. 03/TBGP/15TH CFC/2025-26
e-Tender No. 03/TBGP/15TH CFC/2025-26 is invited through on-line by the Prodhan, Tenkaraipur Balumati GP, Islampur Murshidabad, for 17 (Seventeen) no. work under Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat from **23/05/2025 to 06/06/2025.**
N.B: Details may be obtained from **https://wbtenders.gov.in** & from this office during office hours.
Prodhan
Tenkaraipur Balunati Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্র. নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **১. টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৫-২৬-০৪ তারিখ ২১.০৫.২০২৫। বেলদা ঃ** অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ১২.০ মিটার চওড়া ফুট ওভার ব্রিজের (এফওবি) ব্যবস্থা। ২. **জলেশ্বরঃ** অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ১২.০ মিটার চওড়া ফুট ওভার ব্রিজের (এফওবি) ব্যবস্থা। **৩. ঘাটশিলা ঃ** অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ১২.০ মিটার চওড়া ফুট ওভার ব্রিজের (এফওবি) ব্যবস্থা। **৪. ঝাড়গ্রাম ঃ** অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ১২.০ মিটার চওড়া ফুট ওভার ব্রিজের (এফওবি) ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪৪,৩৮,৫১১.৮০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,২২,২০০ টাকা। ২. **টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৫-২৬-০৫ তারিখ ২১.০৫.২০২৫। রূপসা ঃ** রূপসা স্টেশনে (পিএফ নং ১ এবং ২-এর উচ্চতা বৃদ্ধি) প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ, উচ্চতা বৃদ্ধি, নতুন উপরিতল নির্মাণ এবং অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৬,০৭,৬৮৭.২০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৭২,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৩.০৬.২০২৫। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ১২ মাস এবং ক্র. নং ২-এর জন্য ৯ মাস। **দাখিলের তারিখঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।
(PR-187)

Abridged Notice Inviting e-Tender
Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for 18 nos. various works. For details visit **www.wbtenders.gov.in Tender ID : 2025_ZPHD_849702_1 to 2025_ZPHD_849702_18. Last Date and time 30-05-2025, 6:00 P.M. Ref. NIT02/25-26.**
Sd/-
Executive Officer,
Namkhana Panchayat Samiti, District South 24 Parganas

e-TENDER NOTICE
NARUGRAM GRAM PANCHAYAT RAINA-I Block, Purba Bardhaman **e-NIT No-WB/BWN/NARU/NGP/2024-25/018)2nd Call Dt.-22.05.2025,** MemoNo-508/NGP/2025, **e-TenderID-2025_ZPHD_850533_1, 2025_ZPHD_850533_2, 2025_ZPHD_850533_3** Bid Submission Start Dt. **11.03.2025** (Online) **23/05/2025 From 10:00 AM** onwards, Bid Submission Closing Dt. (Online) **02/06/2025 up to 06:00 PM**. For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Narugram Gram Panchayat

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura
Notice inviting e-Tender No- 1) NIeT-04/2025-26 (2025_ZPHD_849755)
Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 2 no works. Last date of documents download & bid submission is **31 th May 2025 at 18:30 p.m**. For details please visit website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE CHAKALTORE GRAM PANCHAYAT
P.O.-CHAKALTORE, PURULIA-I DEV. BLOCK, PURULIA
E- Tenders are hereby invited by the Pradhan Chakaltore Gram Panchayat under Purulia-I Dev. Block Dist:-Purulia (W.B.) ie. **WBPUR/CGP/NIET-01 /25-26 DATED – 16.5.2025** .MEMO NO - **130 / CGP/2025,** Documents download/sale start date **21.5.2025 12.30 pm** Bid Submission closing date **24.5.2025 upto 12.30 pm** . Date of Opening of E- Tender technical bid on **26.5.2025 12.30 pm** at G.P.Office Meeting Hall. For more details contact with the Pradhan Chakaltore GP in office hours.
Sd/- Pradhan
Chakaltore Gram Panchayat

TYROON TEA CO. LTD.
CIN: L15421WB1890PLC000612
Regd.Office: 3, Netaji Subhas Road, McLeod House, Kolkata - 700-001,WB, India, Tel: 033-22483236/6071, Email: info@tyroontea.com Website: www.tyroontea.com
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 30th Day of May, 2025 at its registered office at 3.30 P.M to consider inter alia Audited Financial Results for the 4th Quarter / Year ended 31st March, 2025.
The said information is also available on the Company's website www.tyroontea.com and also on the website of the Stock Exchange i.e, BSE at www.bseidia.com.
For **Tyroon Tea Company Limited**
Sd/-
K. C. Mishra
(Company Secretary & CFO)
Place : Kolkata
Date: 22.05.2025
eCSIN-EA013288A000046618

Raghunathpur Gram Panchayat
P.O- Baga, Dist- Bankura
The Pradhan, Raghunathpur Gram Panchayatien hereby invites sealed e-Tenders from the resourceful and experienced bidders for the execution of work(s) of the following e **NITs, e-NIT No. 01/2025-26, e- NIT No. 02/2025-2026, e-NIT NO-03/2025-2026 Dated: 20/05/2025**. All Informationis available **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Raghunathpur Gram Panchayat

JAMTORA GRAM PANCHAYAT
SALCHURA:: MANTUMRA :: CHHATNA :: BANKURA
Please visit at **www.wbtenders.gov.in** for participating in **eTender Notice No. 4/JAM/2025- 26 dated 22/05/2025**, last date of submission **31/05/2025 upto 11.00 A.M.**
Sd/-
Pradhan
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna: Bankura

Office of the
SINGTI GRAM PANCHAYAT
P.O.:-SINGTI SHIBPUR, PIN-711226, Dist.-Howrah
Notice Inviting e-Tender No. (1) SGP/NIT(e)-02/2025-26, (2) SGP/NIT(e)-03/2025- 26, (3) SGP/NIT(e)-04/2025-26, (4) SGP/NIT(e)-05/2025-26 , Dated: 21/05/2025
The Pradhan, Singti Gram Panchayat invites e-tender for total 4(Four) nos. different works. Bid Submission closing date(online) **03/06/2025 at 11.00 AM.** Bid Opening date for Technical Proposal(online): **05/06/2025 at 11.00 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Singti Gram Panchayat

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY HOWRAH
E-TENDER NOTICE
TENDERS are invited from the bonafide contractors vide
Notice no-: **NIT-354, Dated-16.05.25**
67 NOS OF WORKS(**SBM 2.0/15TH FC & BEUP)**
SD/-
Executive officer JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

VEDIKA CREDIT CAPITAL LIMITED

(CIN : U67120WB1995PLC069424)
Regd. Office: Chhota Kanthalia, North 24 Parganas, West Bengal- 700121, India
Tel.: 9135001217, 18001236018 (Toll Free), **Website :** www.teamvedika.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(Amount in Rs. In lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended Mar 31, 2025 (Audited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)	Year ended March 31, 2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	6901.39	26555.46	22921.15
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional, and/or Extraordinary items)	378.05	4109.51	3698.80
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	378.05	4109.51	3698.80
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	373.27	3078.19	2785.88
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	373.27	3078.19	2785.88
6	Paid up Equity Share Capital	3709.52	3709.52	3329.08
7	Security Premium Account	-	-	-
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	24733.65	24733.65	17200.78
9	Net worth	28443.17	28443.17	20529.85
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	98003.06	98003.06	94287.06
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NIL	NIL	NIL
12	Debt Equity Ratio	3.45	3.45	4.59
13	Annualized Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic:	1.01	8.30	8.37
	2. Diluted:	1.01	8.30	8.37
14	Capital Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
15	Debenture Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
16	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
17	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

** Figures for the quarter ended are not annualized.*

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial statements filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange i.e. BSE Limited and can be accessed on the websites of the BSE Limited www.bseindia.com and website of the company.

For and on behalf of the Board of Directors
Vedika Credit Capital Limited
Vikram Jain
(Whole Time Director)
DIN: 00367570

Place : Ranchi
Date : 21 May 2025

SAI/2025/02

জুলাইতে শুরু হচ্ছে ভারতীয় ফুটবলের নতুন মরসুম!

নয়াদিল্লি, ২২ মেঃ আগামী ১৮ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে ভারতের সবচেয়ে পুরনো এবং ঐতিহ্যবাহী ফুটবল টুর্নামেন্ট ডুরান্ড কাপ। সম্ভবত এই টুর্নামেন্ট দিয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে ২০২৫-২৬ ফুটবল মরসুম। ১৮৮৮ সালে শুরু হওয়া ডুরান্ড কাপ শুধুমাত্র দেশের নয়, সারা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ফুটবল প্রতিযোগিতা। এবছরও প্রতিযোগিতাটির আয়োজনে সেনাবাহিনী চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের লক্ষ্য টুর্নামেন্টকে আরও বেশি আকর্ষণীয়, প্রতিযোগিতামূলক ও দর্শনীয় করে তোলা। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২৩ আগস্ট। তার আগে এক মাস ধরে চলবে উত্তেজনার পারদে ভরা গ্রুপ পর্ব ও নক-আউট পর্ব। এবারের ফুটবল মরসুমের পরিকল্পনা নিয়েও বড়সড় ঘোষণা করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। মঙ্গলবারই এআইএফএফ দেশের সমস্ত ক্লাব ও ফ্র্যাঞ্চাইজিদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে ২০২৫-২৬ মরসুমের ফুটবল ক্যালেন্ডার। ডুরান্ড কাপের পরেই এআইএফএফ চায় সুপার কাপ কিংবা ফেডারেশন কাপের মতো আরেকটি জাতীয় স্তরের টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে। যদিও আগের বছর সুপার কাপ নিয়ে দিল্লির ফুটবল হাউসে একাধিক সমস্যা ও দোটানার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, যার জেরে টুর্নামেন্টের আয়োজন সঠিকভাবে করা সম্ভব

হয়নি। এই কারণে এবছর সুপার কাপের বদলে ফেডারেশন কাপ আয়োজনের সম্ভাবনাই বেশি। এর জন্য ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ আইএসএল শুরুর আগে জাতীয় স্তরের আরেকটি বড় প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। এই টুর্নামেন্টটি আইএসএল-এর ড্রেস রিহার্সাল হিসেবেও কাজ করবে, যেখানে ক্লাবগুলি নিজেদের স্কোয়াডের শক্তি-দুর্বলতা যাচাই করে নিতে পারবে এবং কোচেরা দলগঠনের চূড়ান্ত রূপরেখা ঠিক করতে পারবেন। তবে শুধু জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্ট নয়, রাজ্য স্তরেও ফুটবল মরশুম শুরু হতে চলেছে জুন মাসের শেষে। ২৫ জুন থেকে শুরু হচ্ছে কলকাতা ঘরোয়া লিগ, যার আয়োজন করছে আইএফএ। রাজ্য ফুটবল সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই লিগ শেষ করতে এবার তারা অত্যন্ত কড়াভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দীর্ঘদিন ধরেই ঘরোয়া লিগ সময়মতো শেষ না হওয়ায় একাধিক ক্লাব ক্ষুব্ধ হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার আইএফএ চাইছে সময়মতো সবকিছু সম্পন্ন করতে। বাংলা ফুটবলের প্রসঙ্গে এলে বলা যেতেই পারে, ডুরান্ড কাপের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট দিয়েই মরশুম শুরু হওয়া নিঃসন্দেহে শুভ বার্তা। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডানের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবগুলোর জন্য এই টুর্নামেন্ট নিজেকে প্রমাণ করার মঞ্চ হিসেবেও কাজ করবে। পাশাপাশি নতুন ফুটবলারদের জন্যও এটি বড় সুযোগ। সার্বিকভাবে বললে, ২০২৫-২৬ মরসুমে ভারতীয় ফুটবল অনেক বেশি সংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে এগোচ্ছে। একদিকে জাতীয় স্তরের বড় টুর্নামেন্টগুলোর চমক, অন্যদিকে রাজ্য স্তরের পেশাদার লিগগুলির সময়ানুবর্তিতা- সব মিলিয়ে এক নতুন দিশার দিকে এগোচ্ছে ভারতীয় ফুটবল।

আইপিএল ফাইনাল নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি লড়াই

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ইডেন গার্ডেন্সে আইপিএল ২০২৫-এর ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ফাইনালের সময় কলকাতার আবহাওয়ার কারণে ম্যাচ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক এবং জনসাধারণের মধ্যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল এবং ক্রিকেট ভক্তরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেছে। অন্যদিকে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে দায়ী করেছে। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর প্রচেষ্টা এবং প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ সত্ত্বেও, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড নিশ্চিত করেছে যে ফাইনাল কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে না। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া ঘোষণা করেছেন যে প্লে-অফ পর্ব ২৯ মে থেকে শুরু হবে, প্রথম কোয়ালিফায়ার নিউ পিসিএ স্টেডিয়াম, নিউ চণ্ডীগড়ে। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার এবং ফাইনাল ম্যাচ যথাক্রমে ১ এবং ৩ জুন আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে আঞ্চলিক পক্ষপাতের অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি এবং সোশ্যাল মিডিয়া সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ''দেশ কি শুধু গুজরাটের সম্পত্তি হয়ে গেছে? কেন সব বড় ম্যাচ আহমেদাবাদে?'' দেবাংশু আরও

যুক্তি দিয়েছেন যে কলকাতা, পূর্ববর্তী আইপিএল চ্যাম্পিয়নের শহর হিসেবে, ফাইনাল আয়োজনের যোগ্য। নিরাপত্তা উদ্বেগকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''দেশের পূর্বাঞ্চল সবচেয়ে নিরাপদ! তা সত্ত্বেও ম্যাচ পাকিস্তান সীমান্তের কাছে সরিয়ে নিতে হল? কী যুক্তিতে?'' কলকাতার ক্রিকেট ভক্তরাও এই সিদ্ধান্তে মর্মাহত। ইডেন গার্ডেন্সে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। ভক্তরা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের হতাশা প্রকাশ করেছেন। তারা বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্তের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বর্তমান সমালোচনার মধ্যে, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারকে আয়োজনের অধিকার হারানোর জন্য দায়ী করেছেন। এক্স-এ একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, ইডেন গার্ডেন্স থেকে আইপিএল ফাইনাল সরিয়ে নেওয়ার ব্যর্থতা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশাসনের আরেকটি স্পষ্ট প্রমাণ! আবহাওয়া শুধুই একটি অজুহাত দুর্বল আইনশৃঙ্খলা, ভেঙে পড়া প্রশাসনিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক অযোগ্যতাই আসল কারণ।

বার্সেলোনায় স্মরণীয় মরসুম কাটিয়ে নতুন চুক্তিতে হান্সি ফ্লিক

বার্সেলোনা, ২২ মেঃ চলতি মরসুমে দলকে লা লিগা ও কোপা দেল রেসহ ঘরোয়া ফুটবলে তিনটি শিরোপা জেতানো কোচের সঙ্গে নতুন চুক্তির খবর দিয়েছে বার্সেলোনা। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে ট্রেবল জয়ী কোচ ফ্লিক পরে জার্মান জাতীয় দলের দায়িত্ব নেন। দেশের জাতীয় দলের হয়ে সময়টা যদিও আশানুরূপ কাটেনি তার, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ছাঁটাই হতে হয় তাকে। এরপর গত বছর বার্সেলোনায় চাকরি হারানো জাভি হার্নান্দেজের উত্তরসূরি হিসেবে যোগ দেন ফ্লিক। এবং তার হাত ধরে অল্প সময়েই নিজেদের মেলে ধরে ইয়ামাল-লেভানডফস্কিরা। গত বছরের শেষটা কিছুটা এলোমেলো হলেও, এই বছরের তাদের পারফরম্যান্স এককথায় দুর্দান্ত। জানুয়ারিতে রিয়াল মাদ্রিদকে গুড়িয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপ জয়ের পর দলটি ঘরে তোলে লা লিগা ও কোপা দেল রে শিরোপা। কোপা দেল রের

ফাইনালেও তারা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ধরাশায়ী করে। চলতি মরসুমে মোট চারটি ক্লাসিকোয় নেমে সবগুলোতেই জয়ের হাসি হাসে ফ্লিকের দল, এই চার ম্যাচে তারা মোট গোল করে ১৬টি! ফ্লিককে আরও বেশি দিনের জন্য ক্লাবে নিশ্চিত করতে পেরে খুব খুশি বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষ। তাদের দেওয়া বিবৃতিতেই তা ফুটে উঠছে। ''হান্সি ফ্লিক এখানে তার প্রথম মরসুমেই অনেক ভাবে বার্সেলোনা সমর্থকদের খুশি করেছেন-দলের মধ্যে বিশ্বাসের জন্ম দিয়ে, দারুণ সব মহাকাব্যিক প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে এবং ট্রফি জিতিয়ে।'' এই ক্লাবে দায়িত্বের প্রথম মরসুমেই তিনি যে উন্মাদনা বয়ে এনেছেন, তাতে ইউরোপে বার্সেলোনা আবারও ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে। দায়িত্বে থেকে ৫৪ ম্যাচের ৪৩টিই জিতেছেন ফ্লিক, জয়ের শতকরা হার ৭৩ শতাংশ লুইস এনরিকের ৮৩ শতাংশের পর কোনো কোচের অভিষেকের মরসুমে সেরা। ফ্লিকের হাত ধরে এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও দারুণ ছন্দে ছিল বার্সেলোনা। তবে সেমি-ফাইনালে রোমাঞ্চে ঠাসা লড়াইয়ে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে হেরে বিদায় নেয় দলটি। মরসুমের শেষ ম্যাচে আগামী রবিবার লা লিগায় আথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা।

আইপিএল-এর পর অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত রোহিতের

মুম্বই, ২২ মেঃ রোহিত শর্মা সম্প্রতি টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। এর আগে ২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর, সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাট থেকেও তিনি অবসর নিয়েছিলেন। স্বভাবতই তিনি এখন শুধু ওডিআই খেলবেন। যে কারণে আপাতত তিনি শুধু ভারতের ওয়ানডে দলেরই অধিনায়ক। এদিকে খবর শোনা যাচ্ছে যে, আইপিএল ২০২৫-এর পরে এই কিংবদন্তি প্লেয়ারের অস্ত্রোপচার করা হবে। খবর অনুসারে, রোহিত গত পাঁচ বছর ধরে একটি সমস্যায় ভুগছেন, যে কারণে তাঁর অনেক ক্ষতি হয়েছে। এবার সেটা থেকে মুক্তি পেতে চান হিটম্যান। আসলে রোহিত শর্মা হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে বহু দিন ধরেই ভুগছেন। এর সঠিক চিকিৎসা কেবল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমেই করা যেতে পারে এবং দাবি করা হচ্ছে যে, আইপিএলের পরে তিনি এই অস্ত্রোপচারটি করবেন। ক্রিকব্লগারে দাবি করা হয়েছে যে, রোহিত শর্মা ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলতে মরিয়া হয়ে রয়েছেন। যে কারণে তিনি এখনও তাঁর অস্ত্রোপচারের করিয়ে নিতে চাইছেন। কারণ এটিই তাঁর সঠিক সময় বলে মনে হয়েছে। রোহিত শর্মা দীর্ঘদিন ধরে এই অস্ত্রোপচার পিছিয়ে দিচ্ছিলেন। কারণ তিনি দলের অধিনায়ক ছিলেন এবং বিভিন্ন বড় টুর্নামেন্টের কারণে তিনি অস্ত্রোপচার করার সুযোগ পাননি। তাই এখন তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর, অনেকটা সময় ফাঁকা পাবেন। এবং এখন তাঁর হাতে অস্ত্রোপচার করানো এবং সেটা থেকে সেরে ওঠার জন্য তাঁর হাতে যথেষ্ট সময় আছে বলে তিনি মনে করেন। রোহিত শর্মা আর টেস্ট ক্রিকেট খেলবেন না। আগামী ৩ মাস কোন ওয়ানডে সিরিজ নেই। এমন পরিস্থিতিতে, রোহিতের সুস্থ হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় আছে।

আনচেলত্তির ব্রাজিল দলে ফিরতে কতটা প্রস্তুত নেইমার

রিও দি জেনেইরো, ২২ মেঃ নেইমার ও চোট যেন অবিচ্ছেদ্য। একের পর এক চোট নেইমারের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় বাধা। এ জন্য অনেকের কাছে নেইমার এখন 'ব্রাজিলের দুঃখ'ও বটে। অথচ তিনিই ছিলেন রোনাল্ডো নাজারিওর পরবর্তী সময়ে ব্রাজিলীয় ফুটবলের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। ব্যক্তিগত অর্জনে অবশ্য নেইমারের ঝুলিতে কিছু প্রাপ্তিও আছে। পেলেকে ছাড়িয়ে ব্রাজিলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতাও এখন তিনি। কিন্তু দলীয় সাফল্যে সেই গোলগুলো তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। সর্বশেষ ২০২২ বিশ্বকাপেও ব্রাজিলের হতাশাজনক বিদায়ের সাক্ষী হয়েছেন নেইমার। এখন ২০২৬ বিশ্বকাপ নেইমারের জন্য কিছু করে দেখানোর শেষ সুযোগ। তবে সে জন্য অবশ্য ফিট থেকে বিশ্বকাপের মঞ্চ পর্যন্ত যেতে হবে তাঁকে, যা এ মুহূর্তে বেশ চ্যালেঞ্জিংই বটে। ব্রাজিলের বিশ্বকাপ ভাগ্য বদলাতে দলটির কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা কোচদের একজন কার্লো আনচেলত্তি। ২০২৬ বিশ্বকাপে আনচেলত্তির অধীনই প্রস্তুত হবে সেলেসাওরা। আগামী ২৬ মে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য নিজের প্রথম দলও ঘোষণা করবেন আনচেলত্তি। এ মুহূর্তে নেইমারের চোখ সেই দলে ফেরার দিকে। এর আগে অবশ্য সান্তোসের স্কোয়াডে ফিরতে হবে তাঁর। সে জন্য অবশ্য কঠিন পরিশ্রমও করে যাচ্ছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গেছে, দলে ফেরার জন্য কতটা ঘাম ঝরাচ্ছেন প্রাক্তন এই বার্সেলোনা তারকা। কোপা দো ব্রাজিলে আগামী শুক্রবার ভোরে সিআরবির মুখোমুখি হবে নেইমারের সান্তোস। সেই ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরতে এখন জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবো' জানিয়েছে, নেইমার অনুশীলনে অংশ নিয়েছেন এবং বাঁউরুর চোট থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সব ঠিক থাকলে সিআরবির বিপক্ষে ম্যাচে মাঠে নামবেন তিনি। তবে মূল একাদশে নয়, নেইমারকে দেখা যেতে পারে বেঞ্চে। তৃতীয় রাউন্ডের প্রথম লেগের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হওয়ার পর এখন যেকোনো মূল্যে নেইমারকে দলে চায় সান্তোস। আর নেইমার যদি সান্তোসে ফেরেন, তবে তাঁর ব্রাজিল দলে ফেরাও একরকম নিশ্চিত। পাশাপাশি নেইমারকে প্রাথমিক দলে রেখে তাঁকে মূল স্কোয়াডে ফেরানোর বার্তাও দিয়ে রেখেছেন আনচেলত্তি। এর আগে ইনস্টাগ্রামে নেইমারের শেয়ার করা এক পোস্টে তাঁকে শট অনুশীলন করতে দেখা গেছে। মাঝমাঠে কাছাকাছি জায়গায় বল রেখে বিভিন্ন দিক থেকে শটগুলো নিচ্ছিলেন তিনি। এ সময় নেইমারকে বেশ আত্মবিশ্বাসী ও চাঙাও দেখা গেছে। এখন সেই আত্মবিশ্বাস, চাঙাভাব ধরে রেখে নেইমার ব্রাজিল দলে খেলার জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

পেনাল্টি মিসের পর পেনাল্টিতেই গোল রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ২২ মেঃ বুধবার ঘরের মাঠে আল খালিজকে ২-০ গোলে হারিয়ে সৌদি প্রো লিগে তৃতীয় হয়ে মরসুম শেষ করার আশা বাঁচিয়ে রেখেছে আল নাসরে। অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে আল নাসরে প্রথম পেনাল্টি পায় ৬৪তম মিনিটে। কিন্তু পোস্টের বাইরের অংশে মেরে হতাশ করেন রোনাল্ডো। এর ১০ মিনিট পরই কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড দুরান আয়োজকদের এগিয়ে নেন। আর যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে আরেকটি স্পট কিক পেয়ে জয় নিশ্চিত করেন রোনাল্ডো। ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবল মিলিয়ে পাঁচবারের ব্যালন দ'র জয়ী তারকার মোট গোল হলো ৯৩৫টি। ৩৩ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে আল নাসরে। তাদের চেয়ে ১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে তিন নম্বরে আল কাদিসিয়া। লিগের আর একটি রাউন্ড বাকি। আগামী মরসুমের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে হলে অবশ্যই তৃতীয় স্থানে থেকে লিগ শেষ করতে হবে আল নাসরেকে এবং প্রার্থণা করতে হবে, কিংস কাপের ফাইনালে যেন আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে হেরে যায় আল কাদিসিয়া।

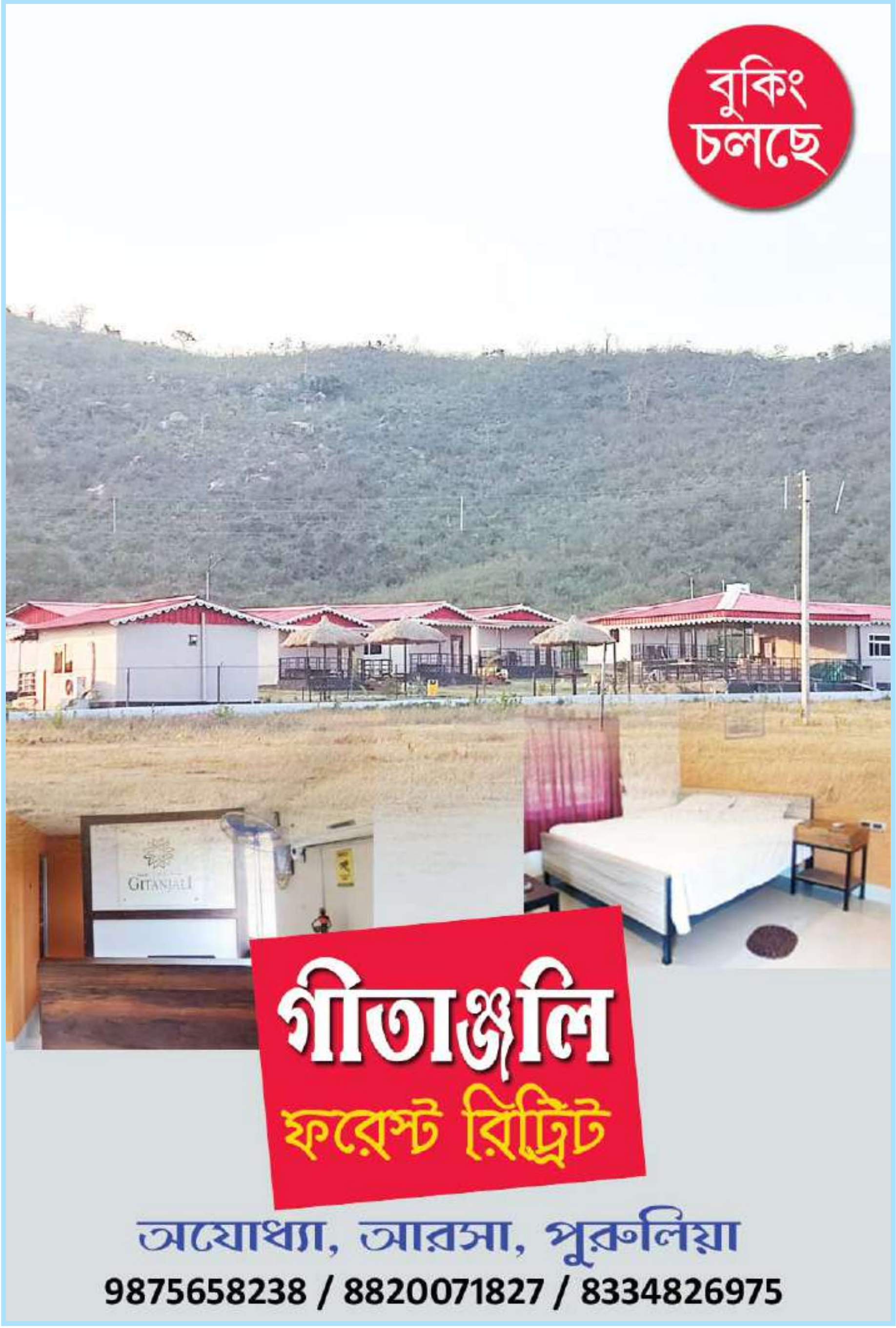

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে ইউরোপা লিগ চ্যাম্পিয়ন টটেনহ্যাম

পিছিয়ে পড়ার পর প্রাণপণ চেষ্টা করে গেল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সুযোগও পেল তারা অনেক, কিন্তু প্রতিপক্ষের জমাট রক্ষণ ভাঙতে পারল না। গোললাইন থেকে অবিশ্বাস্য এক ক্লিয়ার করলেন ডিফেন্ডার। গোলরক্ষক করলেন দুর্দান্ত কয়েকটি সেভ। একমাত্র গোল আগলে রেখে ইউরোপা লিগ জয়ের উল্লাসে মেতে উঠল টটেনহ্যাম হটস্পার।

বিলবাও, ২২ মেঃ বিলবাওয়ের সান মামেসে বুধবার রাতে ইউরোপের দ্বিতীয় সেরা প্রতিযোগিতাটির 'অল ইংলিশ' ফাইনালে ১-০ গোলে জিতেছে টটেনহ্যাম। প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকার ১৬ ও ১৭ নম্বর দলের লড়াইয়ে প্রথমার্ধের শেষ দিকে ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি করেন ব্রেনান জনসন। ১৭ বছরের শিরোপা খরা কাটানোর পাশাপাশি ৪১ বছর পর কোনো ইউরোপিয়ান ট্রফি জিতল টটেনহ্যাম। একই সঙ্গে আগামী মরসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলাও নিশ্চিত করল এনজ পোস্টেকোগ্লুর দল। এই সাফল্যের আগে টটেনহ্যাম সবশেষ কোনো শিরোপা জিতেছিল ২০০৭-০৮ মরসুমে, লিগ কাপ। আর সবশেষ ইউরোপিয়ান ট্রফি জিতেছিল ইউরোপা লিগেই, ১৯৮৩-৮৪ মরসুমে। তখন অবশ্য প্রতিযোগিতাটির নাম ছিল উয়েফা কাপ। এবার প্রিমিয়ার লিগে ভালো করতে না পারলেও, ইউরোপা লিগে শুরু থেকে ভীষণ ধারাবাহিক ছিল ইউনাইটেড। গোটা আসরে অপরাজিত থেকে তারা পা রেখেছিল ফাইনালে। কিন্তু এখানে আর পারল না হুবেন আমুরির দল। শিরোপাহীন মরসুমও তাদের নিশ্চিত হয়ে গেল। আগামী মরসুমে তাদের দেখা যাবে না

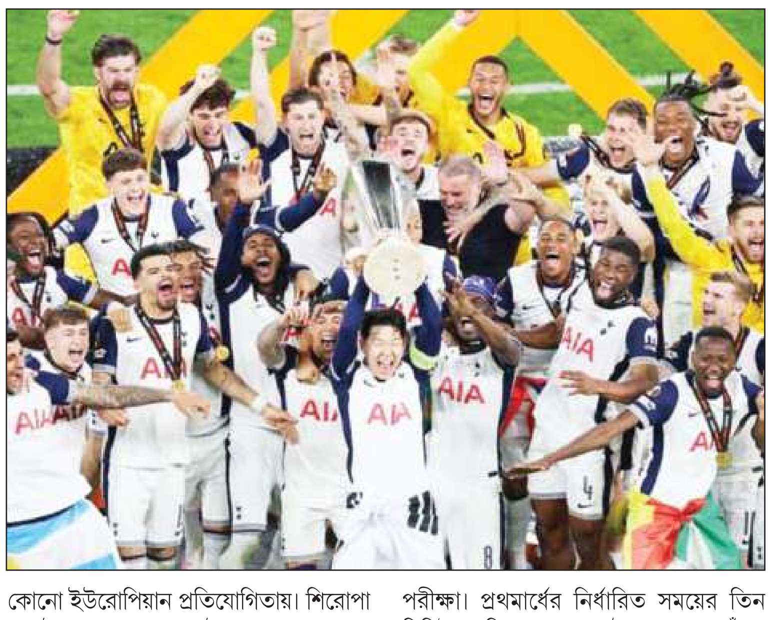

কোনো ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায়। শিরোপা লড়াইয়ে শুরু থেকে দুই দলের আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চললেও, পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না কেউ। কোনো গোলরক্ষককেও দিতে হচ্ছিল না সত্যিকারের পরীক্ষা। প্রথমার্ধের নির্ধারিত সময়ের তিন মিনিট বাকি থাকতে সৌভাগ্যের ছোঁয়ায় এগিয়ে যায় টটেনহ্যাম। বাঁ দিক থেকে পাপে সারের ক্রসে ছয় গজ বক্সে ব্রেনান জনসনের পা ছুঁয়ে বল ইউনাইটেড ডিফেন্ডার লুক শর গায়ে লেগে যখন জালের দিকে যাচ্ছিল, দূরের পোস্টে আরেকবার পা ছুঁয়ে জালে পাঠান জনসন। ঝাঁপিয়ে পড়েও দলকে বাঁচাতে পারেননি গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা। ৫৮তম মিনিটে ভালো একটি সুযোগ পায় ইউনাইটেড। ব্রুনো ফার্নান্দেসের ক্রসে লেনি ইয়োরোর প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে দেন টটেনহ্যাম গোলরক্ষক গুইলেলমো ভিকারিও। পাঁচ মিনিট পর টটেনহ্যামের ডমিনিক সোলাঙ্কি ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেলেও বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি তিনি। ৬৮তম মিনিটে ইউনাইটেড গোল পেয়েই যাচ্ছিল প্রায়। মাঝমাঠ থেকে ফার্নান্দেসের ফ্রি-কিক এগিয়ে এসে ক্লিয়ারের চেষ্টায় পারেননি গোলরক্ষক, গাসমুস হয়লুনের হেড জড়াতে যাচ্ছিল জালে, কিন্তু গোললাইনে অনেকটা লাফিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে পা দিয়ে বল ক্লিয়ার করেন ডিফেন্ডার মিকি ফন দে ফেন। ৭২তম মিনিটে সতীর্থের ক্রসে বক্সে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ফার্নান্দেস। দুই মিনিট পর আলেহান্দ্রো গার্নাচোর নিচু শট ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন ভিকারিও। যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে লুক শর হেডও ঠেকিয়ে দলের জয়ে বড় অবদান রাখেন তিনি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com